উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রংদার রোববার

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

কুয়াশা আঁচল খোলো

১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

ইউনূসের নয়া বার্তা

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে বাংলাদেশ। এবার নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিল মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। ৭

মালালার নিশানায় তালিবান

পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সরব হলেন মালালা ইউসুফজাই। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

পঞ্চায়েতের কেউ দায়িত্বে নয়

আবাসের কাজের কোনও তদারকি বা সমীক্ষার কাজে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েতের সচিব, নির্বাহী আধিকারিক, নির্মাণ সহায়করা যুক্ত থাকতে পারবেন না। ৩

২৭ পৌষ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 12 January 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 234

গোলের পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস জেমি ম্যাকলারেনের। গুয়াহাটিতে।

ডার্বিতে বাগান-বিলাস

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (ম্যাকলারেন) *ইস্টবেঙ্গল-০*

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : গ্যালারিতে তখনই সবে ঝেড়েঝুড়ে বসেছেন ওঁরা। এরইমধ্যে পাশে বসা এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের চিৎকারে বিরক্ত মোহনবাগানিটি নির্দেশ দিলেন, 'এই মনবীর তিন গোল দিবি তো ওদের।'

মনবীর সিং নয়, কথাটা শুনলেন জেমি ম্যাকলারেন। ডার্বিতে মাত্র ২ মিনিটের মাথায় গোল। আশিস রাইয়ের তোলা বল ম্যাকলারেন ধরলেন যখন হেক্টর ইউস্তে তাঁর নাগালই পেলেন না তাড়া করেও। ঠান্ডা মাথায় ডানদিক থেকে ডান পায়ের শটে করা গোলটা এত দ্রুত হওয়ায় দেখা হল না বহু দর্শকেরই। জলপানের বিরতিতে ম্যাকলারেন দেখা গেল কিছু বোঝাচ্ছেন জেসন কামিংসকে। হয়তো বলছিলেন, এরকম ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অজি বিশ্বকাপার সম্ভবত বড় মঞ্চের ফুটবলার। এদিন দুই মিনিটে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে গোলটা করাই নয়, এদিন যেন বাড়তি তাগিদ নিয়ে নেমেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। আসলে তিনি ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন, কীভাবে মনবীর ২১ মিনিটে করমর্দন দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রভসুখান সিং গিলের হাতে বল তুলে দিয়েছেন। বিরতির ঠিক আগে সাহাল আবদুল সামাদও তাড়াহুড়ো করে উত্তেজনায় যে বলটা বারের উপর দিয়ে তুলে দিলেন সেটাই অন্য সময় হলে হয়তো গোলটা হয়ে যায়। আর বিরতির আগেই তিন গোল হয়ে গেলে তখনই মাজা ভেঙে যায় ইস্টবেঙ্গলের। সেটা কিন্তু হল না। *এরপর বারোর পাতায়*

ভারতীয়দের ফসল নষ্ট

এপারে এসে হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : শুক্রবার মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। শনিবার বাগডোকরা-ফুলকাডাবরির কাংড়াতলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে ঢুকে প্রায় ২ হাজার চা গাছ নষ্ট করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। একইসঙ্গে তামাকখেতও নষ্ট করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ঘেঘিরবাড়ি চা বাগানের গাছ নষ্ট করার পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকজন কৃষকের চা বাগানও নষ্ট করেছে দুষ্কৃতীরা। ওই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্ট কোথাও কোথাও এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে। বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের এপারে ডিউটি করেন। সেদিক থেকে ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের সুযোগে ভারতের সীমানা পেরিয়ে এপাশে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিএসএফ অবশ্য কাঁটাতারের ভিতরে থাকা কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার ওই এলাকায় কাঁটাতারের ভেতরে তিনটি সোলার লাইট লাগানো হয়েছে। ড্রোন ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে কাঁটাতারের ভেতরেও বিএসএফ জওয়ানরা ডিউটি করবেন।

স্থানীয়দের দাবি, এমনটা এর আগে হয়নি। বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের পর সীমান্তে কড়াকড়ি হয়েছে। কমেছে পাচার। সেই কারণে বাংলাদেশি পাচারকারীরা এমনটা করছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য প্রান্তে খোলা সীমান্তে কৃষকরা অস্থায়ী বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। বিএসএফ সোলার লাইট লাগানোর কাজ করছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা প্রতিশোধমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ। ঘেঘিরবাড়ি চা বাগানের

কেটে ফেলা হয়েছে চা গাছ। -সংবাদচিত্র

ম্যানেজার নকুল রায় বলেন, 'আমাদের চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী কৃষকদের প্রায় ২ হাজার চা গাছ নষ্ট করেছে। আমরা বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ওই চা বাগানের বেশিরভাগটাই কাঁটাতারের ভিতরে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে। সেদিকে বাকি চা বাগানের গাছও নষ্ট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এতে মালিক সমস্যায় তো পড়বেনই, চা বাগান বন্ধ হয়ে গেলে তার থেকে বেশি সমস্যায় পড়বেন চা বাগানের উপর নির্ভর করা মঙ্গলু বর্মন, সাঁতারু রায়, বিষাদু রায়ের মতো প্রায় শতাধিক শ্রমিক। *এরপর বারোর পাতায়*

চোপড়ায় তৈরি স্যালাইন নিয়ে হইচই। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলারের নির্দেশে কারখানা বন্ধ হলেও স্যালাইন রয়েছে বহু হাসপাতালে।

নিষিদ্ধ স্যালাইন নিয়ে আশঙ্কার মেঘ উত্তরেও

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১১ জানুয়ারি : সরকারি নির্দেশিকা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরেও দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিতর্কিত সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। শনিবার সকালে পুনরায় নির্দেশিকা দিয়ে ওই সংস্থার তৈরি সমস্ত স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সেই জায়গায় আপাতত ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় স্যালাইন কিনে হাসপাতালে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তবে, রোগীর চিকিৎসায় সন্দেহজনক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আট মাস আগেই চিকিৎসকরা এই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। এত বিতর্ক যে সংস্থাকে নিয়ে চোপড়ার সেই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস গত ১১ ডিসেম্বর কারখানায় উৎপাদন বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও ভিতরে স্যালাইন তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে, সংস্থার তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

২০১৪ সালে চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে জাতীয় সড়কের পাশে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস জমি নিয়ে স্যালাইন কারখানা তৈরি করে। সেখানে সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০ জন কর্মী বিভিন্ন শিফটে কাজ করেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের একাধিক রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর কয়েক

শনিবার বিকেলের পরে সতর্ক প্রশাসন

বছর ধরে এই সংস্থার স্যালাইন কিনছে। এ রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরে এই সংস্থার স্যালাইন কিনেছে। সেই স্যালাইন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এখনও রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এই সংস্থার তৈরি প্রচুর স্যালাইন মজুত রয়েছে, যেগুলির মেয়াদ ২০২৭ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। *এরপর বারোর পাতায়*

কল আছে জল নেই, ভরসা নদীই

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জল জীবন মিশন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে কোচবিহার জেলায়। খাতায়-কলমে কাজের নিরিখে রাজ্যে অনেকটা ভালো জায়গাতেও রয়েছে এই জেলা। অথচ সেখানেই কোচবিহার শহর ঘেঁষা হরিণচওড়ার গুদাম মহারানিগঞ্জে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। পানীয় জলের অভাবে এখানে প্রচুর মানুষ এখনও স্নান, জামাকাপড় ধোয়া থেকে

শুরু করে রান্না পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন নদীর জলে। যদিও বিষয়টি নিয়ে জলের দায়িত্বে থাকা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর একেবারেই উদাসীন। অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।' জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, এলাকাটি উঁচু হওয়ায় জল পৌঁছাতে সমস্যা হয়েছিল। *এরপর বারোর পাতায়*

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ছে। সমস্যার মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। হাতির অবস্থান জানতে যেমন রেডিও কলার পরানো হচ্ছে, তেমনি গন্ডারের বংশবিস্তারের হার জানতে গন্ডার শুমারি শীঘ্রই চালু হচ্ছে।

হাতিদের দলপতিকে রেডিও কলার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এবার হাতির পালের গতিবিধি জানতে দলটির দলপতিকে রেডিও কলার পরানোর চিন্তাভাবনা শুরু হল। গত সপ্তাহে জেলা শাসকের অফিসে জেলা প্রশাসন এবং গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মানুষ-হাতি সংঘাত এড়াতে এবং হাতির পালের গতিবিধি দ্রুত জানতে রেডিও কলার নিয়ে আলোচনা হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ইতিমধ্যে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের এলিফ্যান্ট করিডরে দশটি হাতির পালের মধ্যে দলপতিকে রেডিও কলার পরিয়ে গতিবিধির খবরাখবর দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে। আমরা বন দপ্তরে জেলা প্রশাসনের প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। হাতির পালের মধ্যে দলপতিকে কীভাবে রেডিও কলার পরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করা হবে।'

সম্প্রতি ডুয়ার্সে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যে এলিফ্যান্ট করিডর ব্যবহার করে এমন ১০টি হাতির পালের মহিলা দলপতি হাতিকে রেডিও কলার পরিয়েছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। ডুয়ার্সে সাধারণত সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর দিয়ে হাতির পাল জলদাপাড়া, বক্সা, বৈকুণ্ঠপুর এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের জঙ্গলে চলাচল করে। প্রতিটি হাতির পালে আটটি থেকে দশটি করে হাতি থাকে। কোনও ক্ষেত্রে ১৫-২০টি হাতিও থাকে। মর্দা হাতি ছাড়াও মা এবং শাবক থাকে। তবে প্রতিটি হাতির পালে একজন করে দলপতি থাকে। এবার বন দপ্তর এবং জেলা

ডুয়ার্সের চাপড়ামারির জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির পাল। -ফাইল চিত্র

কী সুবিধা

- দলের 'মাথা'র গলায় রেডিও কলার পরানো থাকলে তাদের গতিবিধি সহজেই জানা যাবে
- ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে জানা যাবে তারা কোথায় কখন থাকছে, লোকালয়ে ঢুকছে কি না

প্রশাসনের টার্গেট ওই দলপতিরাই। তাদের রেডিও কলার পরালে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে হাতির পালের গতিবিধি জানা যাবে। কখন কোন সময়ে দলটি রেললাইনে উঠছে, কখন লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, সবই জানা যাবে। এতে বন্যপ্রাণ বিভাগের ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডগুলি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যেতে পারবে। এবং হাতির পালকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে পারবে, জানালেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন।

ডুয়ার্সে মোরাঘাট, খুটিমারি, ডায়না, কলাবাড়ি, পানঝোরা, নিউ গ্লেনকো, চুনাভাটি, মোগলকাটা, গয়েরকাটা, রামশাই ইত্যাদি রুটে হাতির পাল চলাফেরা করে। হাতির পাল লোকালয়ে ঢুকলে স্থানীয় কিউআরটির সদস্য এবং বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরান। স্থানীয় স্তরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হাতির করিডরের খবরাখবর আদানপ্রদান হয়ে থাকে। এবার হাতির পালের মধ্যে কোনও হাতির রেডিও কলার পরানো থাকলে তাদের গতিবিধিতে জানতে আরও সুবিধা হবে। একেকটি রেডিও কলার পরাতে খরচ হবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে আর্থিক বন্দোবস্ত বন দপ্তর নিজে থেকে করবে নাকি জেলা প্রশাসন সহযোগিতা করবে, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ধীমান বাড়ুই বলেন, 'বন্যপ্রাণ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পুরো বিষয়টি গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ দেখছে।' বন দপ্তরে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ থেকে প্রস্তাব পাঠানোর পর কী খবর আসে, সেদিকেই তাকিয়ে জেলা প্রশাসন ও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

মার্চে গন্ডার শুমারি গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : আগামী মার্চে জলদাপাড়ার সঙ্গে গরুমারাতেও গন্ডার শুমারি শুরু হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুমারি হবে, জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি। তিন বছর আগে ২০২২ সালে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সে বছর গরুমারায় ৫৫টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। চলতি বছর সেই সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়বে বলে আশা বন দপ্তরের।

গরুমারায় প্রতি দু'বছর অন্তর গন্ডার শুমারি হত। হিসেবমতো ২০২৪ সালে শুমারি হওয়ার কথা ছিল গরুমারায়। কিন্তু গত বছর শুমারি হয়নি। গরুমারায় গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য শুমারির দাবি জানিয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, '২০২২ সালে গরুমারায় শেষ গন্ডার শুমারি হয়েছিল। হিসেবমতো ২০২৪ সালে গন্ডার শুমারি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেবছর গরুমারায় শুমারি হয়নি।' লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, শুমারি হলে গন্ডারের সংখ্যার পাশাপাশি তাদের কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো জানা যাবে। সেই কারণে শুমারি প্রয়োজন।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ায় মার্চ মাসের ৫ ও ৬ তারিখ গন্ডার শুমারি হবে। ঠিক ওই সময় গরুমারাতেও গন্ডার শুমারি করা হবে। শুমারির কাজে পরিবেশপ্রেমী, বন দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাজে লাগানো হবে। পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় কুনকি হাতির পিঠে চড়ে গণনার কাজ হবে। সরাসরি গন্ডার দেখে গণনার পাশাপাশি প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া হবে। গরুমারায় বরাবরই মাদি-মর্দা গন্ডারের অনুপাত নিয়ে চিন্তিত বন দপ্তর। যেখানে গন্ডারদের নিয়মমাফিক একটি মর্দা গন্ডারের অনুপাতে তিনটি মাদি গন্ডার প্রয়োজন। সেখানে গরুমারায় ওই অনুপাতটি অনেকটাই কম। চলতি বছর শুমারিতে এবার গরুমারায় গন্ডারের সেই অনুপাত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটি এখন দেখার।

মাটিগাড়ায় একটি শপিং মলে হিমালয়ান ফোক মিউজিক ফেস্টিভালের দ্বিতীয় দিন। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

মাটিগাড়ায় জমজমাট লোকসংগীত উৎসব

হিমালয়ের ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা প্রেমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : হিমালয়ান ফোক মিউজিক ফেস্টিভালে এসে ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা দিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে)। শনিবার মাটিগাড়ায় একটি শপিং মলে উৎসবের দ্বিতীয় দিনে এসেছিলেন তিনি। প্রেম বলেন, 'আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। স্কুলগুলিকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।' স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য উৎসাহিত করার কথাও বলেছেন তিনি।

হিমালয়ের বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসব। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে শুধুমাত্র হিমালয়ের পিছিয়ে থাকা জনজাতির নিজস্ব ভাষার লোকসংগীত তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁরা সংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলেছেন, তাঁদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেন পড়শি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনজাতির গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রবিবার ফোক ফেস্টিভালের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। উৎসবে এসে আপ্লুত অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর কনভেনার রাজ বসু। বলছিলেন, 'হিমালয়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ধরন থেকে শুরু করে লোকসংগীত সবটাই এই উৎসবে তুলে ধরা হয়েছে।' মেচ, রাভা, টোটো, দামাই, লেপচা সহ বিভিন্ন জনজাতির লোকসংগীত পরিবেশিত হয়েছে এই উৎসবে।

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিন মাস আগে বাছাইপর্ব সম্পন্ন হয়। সেখানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৫০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। যার মধ্যে তিনটি ব্যান্ড ও তিন ব্যক্তিকে উৎসবে পারফর্মের জন্য বাছাই করা হয়। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ইতালির মিলান শহর থেকে আগত লোকশিল্পীরা অংশ নেন। লাদাখ, অরুণাচলপ্রদেশের শিল্পীরাও উৎসবে শামিল হয়ে সংগীত পরিবেশন করেন।

উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক উৎসবের মাধ্যমে হিমালয়ের ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতিকে লোকসংগীতের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে। এদিন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন টোটোপাড়ার সোনে টোটো। দ্বিতীয় নেপালের ফুন্তি শেরপা এবং তৃতীয় সরনুরাম চাম্বা। সকলকে এদিন পুরস্কৃত করা হয়েছে।

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, এমএসসি, বায়োটেকনলজি, গুরগাঁও-এ (এনসিআর দিল্লির নিকটে) কর্মরতা, ২৯/৫'-২", কর্মকার, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব ৩৩, উপযুক্ত পাত্র চাই। বাবা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, মা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নার্সিং অফিসার। যোগাযোগের নং-৯৪৭৪৮৪৪৫০৪ (8 P.M. - 10 P.M.). (C/113652)

■ সরকারি নার্স, ৩২/৫'-৪", সুশ্রী মেয়ের জন্য সুচাকরি বা ভালো ব্যবসায়ী উত্তরবঙ্গ নিবাসী ভালো পাত্র কাম্য। 8906343903/ modak8906@gmail.com (K)

■ বারুজীবী (দাস), 27/5'-4", M.A., ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব 35-এর মধ্যে সুপাত্র কাম্য। (M) 7679016601, 8918985069 (10 A.M. to 8 P.M.). (C/113742)

■ কায়স্থ, ২৯+/৫'-২", M.Sc. (Geo.), B.Ed., টেকনো ইন্ডিয়াতে কর্মরতা। Doctor, Engineer, শিক্ষক অগ্রগণ্য। কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9593236325. (C/114449)

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা, 28+, 5'-2", স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থায়ী চাকরিজীবী (CHO), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। M : 9434228700.

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 28/5'-2", অতীব সুন্দরী, এমএ, এমবিএ পাঠরতা, পিতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর একমাত্র কন্যার জন্য সুযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর উচ্চপদে কর্মরত, বয়স 33-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। সুযোগ্য পাত্র ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। Ph.No. 9614393027. (C/114449)

■ পূঃ বঃ সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। (M) 9434183574. (C/113748)

■ গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, 27+/5'-4", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ (শুধু রেজিস্ট্রি হওয়া) বিবাহ না হওয়া পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474141283. (S/N)

■ কুলীন কায়স্থ, 30/5', ফর্সা, সুন্দরী, M.A. Pass পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ-এর মধ্যে কায়স্থ পাত্র চাই। ফোন : 7679418943. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৩, প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114330)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২২ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং মাতা গৃহবধূ, এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, B.Tech., কলকাতা-তে একটি MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114330)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., ফর্সা, সুন্দরী, WBSCDCL-এ ক্লার্ক পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/114330)

■ বয়স ৩২, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সরকারি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এইরূপ পরিবারের একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৬, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলটিচার, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114330)

■ মালদা নিবাসী সাহা, 29+/5', MBBS, MD পাঠরতা পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ ডাক্তার বা প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। SC, ST বাদে। (M) 9635575795. (C/114336)

পাত্র চাই

■ SC রাজবংশী, 24/5'-4", ফর্সা, B.A. (H), M.A., পিতা-মাতা টিচার (গভঃ) গঃ নরঃ, রাঃ ধনু, সঃ চাঃ (যে কোনও মানের) পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নাই। উভয় বঙ্গ চলবে। মোঃ 9434858310, দিনহাটা/ বহরমপুর (সংস্থা নহে)।

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, উচ্চশিক্ষিতা, বেসরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকা, বয়স ৩১/৫'-০", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ অগ্রগণ্য। (M) 8918508148. (C/113376)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-8", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., পিতা রিটায়ার্ড। পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 8145300523, কোচবিহার। (C/113152)

■ সাহা, ৩৪/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/113154)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 30+/5'-2", M.Sc. (H), চাকরিজীবী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 35 অনূর্ধ্ব, চাকরিজীবী, ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। (M) 8768159484, 9641224806. (C/113155)

■ কায়স্থ 29+/5'3", B.Sc (H) B.Ed সঃ করণিক পদে চাকুরিরতা, মালদা নিবাসী, অমাঙ্গলিক, একমাত্র কন্যার জন্য সঃ চাকুরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 7384692560. (M/112598)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32+ বয়স, M.Com., সরকারি Bank Officer পাত্রীর জন্য সরকারি বা PSU Job পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। (M) 9433882610. (K)

■ পাত্রী EB কর্মকার, 29/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., স্কুলে কর্মরতা। উচ্চশিক্ষিত, উপযুক্ত 32-33/5'-8"-এর মধ্যে MNC/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph : 9832541759. (C/114436)

■ বারুজীবী, 33/4'-10", M.A. (Edu.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত (স্নাতক), চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733329153. (C/114331)

■ EB, 26/5'-4", M.A. ইংলিশ, Pvt. ব্যাংকে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9734488968. (C/114336)

■ সাহা, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য নেশাহীন সুপাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/114336)

■ কায়স্থ, বসু, ২৯+/৫'-২", M.Sc. (Geog.), B.Ed., টেকনো ইন্ডিয়াতে কর্মরতা। Doctor, Engineer, শিক্ষক অগ্রগণ্য। কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 9593236325. (C/114440)

পাত্রী চাই

■ ব্যবসায়ী, 31+/6', পাত্রের জন্য সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, উচ্চতাযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9093545403. (C/114330)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 34/5'-6", জলপাইগুড়ি পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113368)

■ কায়স্থ, বিএ পাশ, ব্যবসায়ী, 33+, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7908964564. (C/114411)

■ 47, ডিভোর্সি, কায়স্থ, 5'-5", B.Com., ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Ph : 7477606609. (C/114420)

■ বৈশ্য সাহা, 29+/5'-8", APD, রাজ্য সরকারের Gr. 'A' অফিসার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832420828. (C/113741)

■ পাল, 33/5'-2", M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরত। বাড়ি শিলিগুড়ি। শিক্ষিত পাত্রী চাই, বয়স ২৭-এর মধ্যে। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9749387344. (K)

■ কায়স্থ, 30/5'-5", B.Tech + MBA, MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা, রুচিশীলা, সুশ্রী, 27 অনূর্ধ্বা পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। 9434012555. (C/114450)

■ রাজবংশী, 32/5'-8", B.Tech., Civil, W.B. Govt. Eng. চাকরিরত একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ২৫-২৭ মধ্যে পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9474717054. (C/113664)

পাত্রী চাই

■ ২৬ বৎসর, M.Sc., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910371316. (K)

■ EB, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৩২/৫'-৬", সুদর্শন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, নিজের গৃহ ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ২২-২৬, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। ৯৮৩২৬৬৫০০১, ৯৭৪৮৮৬৬৯৮৮. (C/114428)

■ স্থায়ী সরকারি চাকরি, 33+/5'-9", ফর্সা, সুদর্শন, B.Tech., পিতা-মাতা পেনশনার, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, গাড়ি। ২৮ অনূর্ধ্বা, সুমুখশ্রী, ভদ্র, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 8240172773. (C/114330)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, B.Tech., গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114330)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স 36+, উচ্চতা 5'-1", পেশা গৃহশিক্ষকতা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন-7432934723. (C/114434)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-11", M.A., B.Ed., সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য শুধুমাত্র পাত্রীর অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 8653336705. (C/113151)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়স, M.Tech., কলকাতা-তে একটি MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114330)

■ কায়স্থ, দে, আলিম্মান, মকর, দেবগণ, 5'-8"+, ফর্সা, 35+, B.A., LLB(H), পিতা কেঃ সঃ Gr.A Officer (Retd.), শিলিগুড়িতে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। সুন্দরী, স্নাতক, 30+-এর মধ্যে পাত্রী চাই। পাত্র বর্তমানে পুণেতে বেঃ সঃ Infosys-এ কর্মরত। পুণেতে কর্মরত পাত্রী অগ্রগণ্য। পাত্রের বড় ভাই 5 Star Hotel-এর Manager, বৌমা Software Eng. উভয়ে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত, বিয়ের পর পাত্রীকে পুণে গিয়ে থাকতে হবে, কোনও দাবি নেই। (M) 9679101208. (M/M)

■ কলকাতা নিবাসী, মধ্যবিত্ত পরিবারের দাবিহীন, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, 30+, বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9681205489, 9051713248. (C/114331)

■ জেঃ, 34/5'-11", M.A. (অসমাপ্ত), নিজ ঔষধ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। Mb : 8145837035. (C/113663)

■ সরকারি কর্মরত, কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৪০, অবিবাহিত পাত্র-র জন্য পাত্রী কাম্য, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি চলিবে। Ph : 7439719516. (K)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। সরকারি চাকরি (Group-A), পাত্রের 40-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/114334)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-8", M.Com., UCO ব্যাংকের অফিসার পদে কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/114336)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", BE, কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার পদে কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/114336)

■ সরকার (শীল), ৩১, গ্র্যাজুয়েট, একমাত্র পুত্র, লম্বা, নিজস্ব ব্যবসা, ধূপগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ-৯৬৪৭৭২৯৩১৪. (C/113377)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD গভঃ মেডিকেল অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৯, গভঃ সার্ভিস হোল্ডার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/114330)

■ জন্ম ১৯৮৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. পাশ, স্টেট গভঃ-এর ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড-এ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। আর্থিকভাবে স্থিতিশীল পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7596994108. (C/114330)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", একমাত্র সন্তান, B.A. পাশ, ব্যবসা। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Caste no bar, পিতা Retd. Govt. Service, কোচবিহার। (M) 9547093227. (C/113153)

■ পাত্র পূর্ববঙ্গীয় খুলনা জেলার দাস, এমএ, ৫'-৩" উচ্চতা, বয়স ৩৫+, ভারতীয় রেলওয়েতে গ্রুপ-D-তে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9933781656. (C/114432)

■ জেনারেল, 32/5'-9", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, রাজ্য সচিবালয়ে (HQ) কর্মরত উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Mbl : 9641333564. (C/114429)

■ পাত্র ঘোষ, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, বয়স 30, উচ্চতা 5'-9", Education-M.A.+MBA, Private কোম্পানিতে কর্মরত। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8509413989. (C/114323)

■ পাত্র কায়স্থ, প্রতিষ্ঠিত স্কুল ব্যবসা আছে, দাবিহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া অনূর্ধ্ব ৩৫ সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 8945873084. (S/M)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 5'-6"/40+, AIG-তে কর্মরত, H.S. হিলিতে (দঃ দিনাজপুর) বাসস্থান, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8942808724, 9932361270. (C/114439)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-৪", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129.

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪২ বছর বয়সি, M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর বয়স, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ কায়স্থ, 5'-6"/33, MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। (M) 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, 37/5'-10", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Sr. Manager, একমাত্র পুত্রের 30-32 মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। 9382396776. (C/113658)

■ শিলিগুড়ির নেশাহীন পাত্র, Polytechnic Civil পাশ, মাহিষ্য, বর্তমানে Marriage Video Shoot & Different Ceremonial Photoshoot করে, গৌরবর্ণ, বয়স 30/5'-7", পিতা সরকারি কর্মী। ভাড়া বাড়িতে থাকে। মাসিক 40 হাজার। 4 Wheeler ও 2 Wheeler আছে। চাকরি করিতে বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। (M) 8250736938. (C/114333)

৩ হাজারের বেশি স্কুলে নেই একজন ছাত্রও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য বলে কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই উল্লেখ থাকায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই রিপোর্টেই উল্লেখ রয়েছে হতাশাজনক চিত্রও। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ৩ হাজারেরও বেশি স্কুল রয়েছে, যেখানে কোনও ছাত্রই ভর্তি হয়নি। অথচ সেই স্কুলগুলির জন্য ১৪৬২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। ফলে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ কি কাজ রয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবার এমন স্কুলও আছে, যেখানে ২০০ জন ছাত্র থাকলেও শিক্ষক মাত্র একজন। ফলে সেখানে যে সুষ্ঠু পঠনপাঠন হয় না, তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক নিয়ে চলা স্কুলের সংখ্যা ৬৩৬৬। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এই হতশ্রী চেহারার দিকে বারবার আঙুল তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট

এরই মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই সরব হয়েছে নাগরিকসমাজ।

যদিও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দাবি, কয়েকদিন আগেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে স্কুলগুলি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কোন স্কুলে কত ছাত্র রয়েছে, সেখানে কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, ছাত্রশূন্য স্কুল কতগুলি, তা নিয়ে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে স্কুলগুলিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ওই রিপোর্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিকাশ ভবনে পাঠাবেন। সেইমতো স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি ও একাধিক স্কুলকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই ব্যবস্থা চালু করতে চায় শিক্ষা দপ্তর।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, গোটা দেশে ১২৯৫৪টি স্কুলে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। অথচ সেখানে ৩২ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। আবার গোটা দেশে ১ লক্ষ ১০ হাজার স্কুলে শুধুমাত্র একজন শিক্ষককে দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের স্কুলে বণ্টন যে গোটা দেশেই সঠিকভাবে হয়নি, তা স্পষ্ট। ছাত্রশূন্য স্কুলের সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের পরে রয়েছে রাজস্থান। সেখানে ২১৬৭টি স্কুলে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। তেলেঙ্গানায় ২০৯৭টি স্কুল ছিল ছাত্রশূন্য। তবে স্কুলগুলির ছাত্রশূন্য হওয়ার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা খোঁজ করতে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

কুয়াশামাখা ভোরে মাছের খোঁজে। শনিবার কলকাতার কাছে। -পিটিআই

দায়িত্বে থাকছেন না পঞ্চায়েতের কেউ

আবাসে দুর্নীতি রুখতে পদক্ষেপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : আবাস যোজনার প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে যাতে কোনও দুর্নীতি না হয়, তার জন্য একাধিকবার সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই প্রকল্প পাইয়ে দিতে পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ৫০টির বেশি অভিযোগ থানায় জমা হয়েছে। কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের এক পঞ্চায়েত সদস্যার আত্মীয়কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার পরই আবাস যোজনার যে কোনওরকম কাজ থেকে পঞ্চায়েত স্তরের নেতা ও আধিকারিকদের বাদ দিয়ে দিল নবান্ন। শুক্রবার রাতেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, এই কাজের কোনও তদারকি বা সমীক্ষার কাজে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েতের সচিব, নির্বাহী আধিকারিক, নির্মাণ সহায়করা যুক্ত থাকতে পারবেন না। সমস্ত কাজের পর্যালোচনা করবেন বিডিওরা।

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'আবাস যোজনার প্রকল্পে যাতে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সেদিকে আমরা নজর রেখেছি। সেই কারণেই পঞ্চায়েত স্তরের কোনও অফিসার বা পদাধিকারীকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে না। প্রকল্পের টাকায় উপভোক্তারা ঠিকমতো বাড়ি করছেন কি না, তাঁদের বাড়ির কাজ কত শতাংশ এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখবেন বিডিওরা।'

নবান্নের এক কর্তা জানান,

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। চলতি বছরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তা এই প্রকল্পে টাকা পাবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা ভোটব্যাংকের অধিকাংশ নিজেদের দিকে এনেছিলেন। আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের ভোটব্যাংক আরও মজবুত করার মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্ব চাইছেন না, বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রকল্পে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠুক। কারণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তৃণমূলের মুখ পুড়বে। একইসঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র পেয়ে যাবে। বিরোধীদের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিতে চাইছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের সমীক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁদের কাজ দেখভাল করছিলেন বিডিওরা। কিন্তু এবার থেকে পঞ্চায়েতের কেউই এই কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। সরাসরি বিডিওরাই সমস্ত কাজ তদারকি করবেন। সেক্ষেত্রে বিডিওদের ওপরে চাপ বেশি থাকবে। বিডিওদের কাজের ওপর নজরদারি করবেন মহকুমা শাসক ও মহকুমা শাসকদের কাজের ওপর নজরদারি করবেন জেলা শাসক। প্রতিমাসে কাজের অগ্রগতি নিয়ে জেলা শাসকরা পঞ্চায়েত দপ্তরে রিপোর্ট দেবেন।

বিজেপি দপ্তরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : তিন বছর ধরে কাজ বন্ধ। বকেয়াও মিলছে না। তারই প্রতিবাদে শনিবার সল্টলেকে বিজেপির দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ারের নেতৃত্বে জবকার্ডধারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে। পরে অনুরাধা সহ পাঁচ বিক্ষোভকারীর প্রতিনিধিদল বিজেপি দপ্তরে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যকে স্মারকলিপি দেন।

ঢিলেঢালা পোশাক

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : গর্ভবতী মহিলা পুলিশকর্মীদের আর আঁটোসাঁটো 'পুলিশি পোশাক' পরতে হবে না। শারীরিক অসুবিধার কারণে তাঁরা যাতে অস্বস্তিতে না পড়েন, সেজন্য এই অনুমতি। গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহ পর থেকে বাচ্চার জন্ম নেওয়ার ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত এই ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা হল তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের পর দেশের তৃতীয় রাজ্য, যারা এই ঢিলেঢালা পোশাকের অনুমতি দিল। এক্ষেত্রে খাকি শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ পরা যাবে।

ধৃত ৫

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পথে বনগাঁ সীমান্তে ধরা পড়লেন ৫ জন। সম্প্রতি নানু মৃধা চার মেয়েকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চোরাপথে ভারতে এসেছিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করেছে।

সমবায়ের তথ্য তলব

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্যে সমবায় ব্যাংকগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলে অনুমান সমবায় দপ্তরের। এবার ওই কালো টাকা চিহ্নিত করতে প্রতিটি সমবায় ব্যাংকে থাকা সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠাল রাজ্যের সমবায় দপ্তর। কয়েকদিন আগেই রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপরই ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সব তথ্য সমবায় দপ্তরে জমা দিতে হবে। সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিকে চিহ্নিত করতে নতুন করে কেওয়াইসি (নিজের গ্রাহককে জানুন) জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সমবায় দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, নতুন করে কেওয়াইসি জমা করতে বলা হলে ও সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি চিহ্নিত হলে কালো টাকার কারবারিদের চিহ্নিত করা সহজ হবে।

সমবায় দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি যেসব অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের লেনদেন হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে যেসব অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় রয়েছে ও সেইসব নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টে আগের লেনদেনের তথ্য সমবায় দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছ থেকে কেওয়াইসি জমা করে নিতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ডের লিংক রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখে নিতে হবে। রাজ্যের সমস্ত ছোট-বড় ব্যাংককে গত ২২ মাসের মধ্যে এককালীন বড়সড়ো লেনদেনের তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমবায় মন্ত্রী বলেন, 'সমস্ত ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কতগুলি অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে, কতগুলি অ্যাকাউন্ট দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে কতজনের কেওয়াইসি নেই, তা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জানাতে হবে।'

তবে এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। কারণ, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে কাঁথি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে সমবায় ব্যাংকের এই সক্রিয়তার পিছনে অন্য কারণ রয়েছে বলেও অনেকে মনে করছেন।

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
©শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত R চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

NARAYANA SCHOOLS - WEST BENGAL
46 YEARS OF EXCELLENCE
WE'RE HIRING

PRE PRIMARY/PRIMARY	QUALIFICATION-Graduate / Post Graduate from any stream with Montessori Training / B.ED / D.EL.ED (Exp : 3-5 Years)
TGT	QUALIFICATION - Graduate / Post-Graduate with B.ED (Exp : 5-10 Years) Subjects: English, Bengali, History, Geography, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer Science
PGT	QUALIFICATION -Post-Graduate with B.ED (Exp : 10 Years) Subjects: English, Bengali, History, Geography, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer Science
PRINCIPAL / VP	QUALIFICATION-Post-Graduate with B.ED along with administrative skills. (Exp : 10 Years), Subjects: Any Stream
HEAD MISTRESS	QUALIFICATION - Post - Graduate with B.ED along with administrative skills. (Exp : 10 Years), Subjects: Any Stream
DRUMMER, GUITARIST, KEYBOARD PLAYER	QUALIFICATION-EXPERIENCED AND CERTIFIED FROM RECOGNIZED UNIVERSITY.

INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY FOR THEIR CANDIDATURE BY MENTIONING REQUIRED POST ALONG WITH PREFERRED LOCATION
LOCATION : SILIGURI, FULBARI, KALIMPONG, DARJEELING, RAIGANJ
Salary is not a constraint for deserving candidates.
wbrecruitment@narayanagroup.com
Mail us within 3 days

মসজিদ-মন্দিরের আদলের লড়াই

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের আদলে একটি মসজিদ তৈরি করার ঘোষণার পরই আসরে নামল বিজেপি। মুর্শিদাবাদেই অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে নতুন একটি মন্দির তৈরির ঘোষণা করল 'বঙ্গীয় রামসেবক পরিষদ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। ২২ জানুয়ারি ওই মন্দিরের ভূমিপুজো করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি ধর্মীয় আবেগ নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, বাবরি মসজিদের আদলে যে মসজিদ গড়া হবে তার জন্য ১২ বিঘা জমি লাগবে। ওই জমির মধ্যে ৬ বিঘা জমিতে হবে মূল মসজিদ। বাকি জমিতে হবে হাসপাতাল ও গেস্ট হাউস। এ বছরের ৬ ডিসেম্বর মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তাঁরা। ওইদিনই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল।

মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্ট তৈরি হচ্ছে। ট্রাস্টে ৩০০ জন সদস্য থাকবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ট্রাস্ট তৈরি হয়ে যাবে। বহু মানুষ মসজিদের জন্য জমি দিতে আগ্রহী। হুমায়ুন জানিয়েছেন, বেলডাঙা অথবা রেজিনগরের মধ্যে ওই মসজিদ তৈরি হবে। মসজিদ তৈরির খরচ দেওয়ার জন্যও বহু মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। হুমায়ুন নিজে দেবেন ১ কোটি টাকা।

অপরদিকে রাম মন্দিরের আদলে যে মন্দির হবে, তার জন্য ৩০ বিঘার মতো জমি পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের মানুষ ওই জমি দান করেছেন। বঙ্গীয় রামসেবক পরিষদ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ জানান, মন্দিরে রাম ছাড়াও লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি থাকবে। এছাড়া বাংলার সংস্কৃতির কথা ভেবে মা দুর্গার মূর্তিও স্থাপন করা হবে। মোট ১০ কোটি টাকা খরচ হবে মন্দির নির্মাণে। এক্ষেত্রেও মানুষের দানের টাকায় তৈরি হবে মন্দির। ট্রাস্টের অন্যতম সহ সভাপতি তথা বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানান, সব ধর্মের মানুষকেই উদ্বোধনে ডাকা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-নেত্রী ও রাজনৈতিক দলগুলিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বৃক্ষরোপণের বার্তা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বর্তমান বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ উষ্ণায়ন। যার জন্য প্রধান দায়ী বাতাসে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পড়ুয়াদের বৃক্ষরোপণের মতো নানা কর্মসূচি করার কথা বললেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

শনিবার কলকাতায় সায়েন্স সিটিতে নবনির্মিত গ্যালারি 'অন দি এজ?'-এর উদ্বোধন করে তিনি বলেন, 'কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে আগামী প্রজন্মকেও সংকল্প করতে হবে। এর ফলে পৃথিবী আরও সবুজ, সতেজ হবে।' গ্যালারির প্রবেশপথে আছে বর্তমান বিশ্বের একটি প্রতিরূপ। যার মাধ্যমে উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'গাছ লাগানোর পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে হবে।'

দার্জিলিং মেলে বিপত্তি

হলদিবাড়িতে ছিঁড়ল ওভারহেড তার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ওভারহেড তার ছিঁড়ল হলদিবাড়ি রেলস্টেশনে। শনিবার সাতসকালে দার্জিলিং মেলের ইঞ্জিন শান্টিং করতে গিয়ে ওই বিপত্তি ঘটে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে এদিন দুপুরেই তার মেরামত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে রেলের একটি দলের হলদিবাড়ি স্টেশনে আসার কথা রয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে নির্ধারিত সময়ে দার্জিলিং মেল হলদিবাড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছায়। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের সমস্ত কামরা রেখে শান্টিংয়ের জন্য ইঞ্জিনটি স্টেশনের দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় কোনওভাবে ইঞ্জিনটির প্যান্টোগ্রাফ ওভারহেড তারের ভেতরে আটকে যায়। যার জেরে ছিঁড়ে যায় তার। প্যান্টোগ্রাফও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই

টাওয়ার ওয়াগন দিয়ে প্যান্টোগ্রাফ ও ওভারহেড তার মেরামত করা হচ্ছে।

তারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান ইঞ্জিনের চালকরা। সেই ঘটনার পর বাকি প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে টাওয়ার ওয়াগন এনে ক্ষতিগ্রস্ত তার মেরামত করা হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারির বক্তব্য, 'দ্বিতীয় প্যান্টোগ্রাফ দিয়ে ইঞ্জিনটির শান্টিং করা হয়। নির্ধারিত সময়েই ট্রেন কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।'

গত বছর ৯ মার্চ হলদিবাড়ি স্টেশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন এই স্টেশন থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে যাত্রা শুরু করে বহুচর্চিত দার্জিলিং মেল। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওভারহেড তার ছেঁড়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'যান্ত্রিক যে ত্রুটি ছিল, ঠিক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে দিন। সাফল্য আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ব্যবহারেই বিরোধীরা পরাস্ত হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। চিকিৎসক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। হঠাৎ ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। সুযোগ গ্রহণ করার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

বৃষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বাড়বে। কোনও সংকট থেকে মুক্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। রাজনীতির ব্যক্তি হলে উগ্র আচরণের কারণে সমস্যা তৈরি করবেন নিজেই। নতুন জমি ও বাড়ি কিনতে পারেন।

মিথুন : অযথা কোনও বিতর্কে জড়ালেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। এমনকি আইনি সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘদিন বাদে কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেতে পারেন। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান।

কর্কট : বাবার পরামর্শে সাংসারিক কোনও সমস্যার পূরণ হবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে গেলেই বিপত্তিতে পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও নতুন পরিকল্পনা মাথায় এলেই কর্তাব্যক্তিকে জানালে ভালো হবে।

সিংহ : শান্ত মাথায় থাকুন। অহেতুক অর্থব্যয়ে বিপত্তি। সংসারের প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বস্ত্র, রত্ন, লৌহ ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগম হবে। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কন্যা : দীর্ঘদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে গর্ববোধ করবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। এ সপ্তাহে কোনও গুরুজনের পরামর্শ আপনাকে সংকট থেকে বের করে আনতে পারে। বিদেশে চাকুরিরত বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে মূল্যবান উপহার। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ।

তুলা : বাবার পরামর্শ মেনে নিলে সংসারের দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যার জট কাটবে। ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি হবে। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহের শেষে আনন্দে কাটবে।

বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য সমস্যা। ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মায়ের রোগের কারণে অর্থব্যয় হবে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। জাতিকাদের ক্ষেত্রটি শুভ। চাকরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায়। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : কোনও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। পুরোনো রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা। বাড়ি সংস্কারের যোগ।

মকর : বাবা ও মাকে নিয়ে তীর্থস্থান ভ্রমণের আশা পূরণ হবে। ব্যবসার কাজে পরিশ্রম বাড়বে। সামান্য অলসতায় হাতছাড়া হবে বড় সুযোগ। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ হলে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে ভুল করবেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ তাদের কাজের জন্যে সম্মানিত হবেন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

কুম্ভ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি পাবেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। দাঁতের রোগ সমস্যা তৈরি করবে।

মীন : বাবার সঙ্গে অহেতুক মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্টপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রের কাজে এ সপ্তাহে দূরে যেতে হতে পারে। অকারণে মূল্যবান জিনিস কিনে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। বাড়িতে পূজার্চনায় আত্মীয়সমাগমে আনন্দ। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুশি। সৎসঙ্গে থাকার চেষ্টা করুন। পেটের রোগে দুর্ভোগ বৃদ্ধি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২২ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৭ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ সুদি, ১১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। রবিবার, চতুর্দশী শেষরাত্রি ৪।৫২। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩১। ব্রহ্মযোগ দিবা ৯।৩৯। গরকরণ সন্ধ্যা ৫।৩২ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩১ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ১০।২৬ গতে ১।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৬ গতে ৩।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের আর্বিভাব দিবস ও পুজো। জাতীয় যুব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে এবং রাত্রি৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার **হাবজি গাবজি** দুপুর ১.০০ **জলসা মুভিজ**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ হাবজি গাবজি, বিকেল ৩.৪৫ বলো না তুমি আমার, সন্ধে ৭.০০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ৯.৩৫ রংবাজ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ইনস্পেকটর নটি কে, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ৯.৩০ প্রজাপতি, ১২.০০ বাবার নাম গান্ধীজী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.৩০ মানিক, রাত ১০.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনের মতো মন, সন্ধে ৭.৩০ মায়ের দিব্যি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বন্দি

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ পরম ধরম

কালার্স সিনেপ্লেক্স : সকাল ৯.৫৮ গোলমাল-থ্রি, দুপুর ১২.৫৩ সিন্ধুবাদ, ২.৫৬ গার্ডিয়ান, বিকেল ৫.০৪ গড়ফাদার, সন্ধে ৭.৫৮ সূর্যস স্যাটারডে, রাত ১১.০৩ যুদ্ধ-এক জঙ্গ

মুভিজ নাও : বেলা ১১.৫০ স্পাইডারম্যান-থ্রি, দুপুর ২.০৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার, বিকেল ৩.৩৫ লিটল মনস্টার্স, ৫.০৫ গোল্ডেন আই, সন্ধে ৭.১০ অ্যানাকোন্ডাস- দ্য হান্ট ফর দ্য ব্ল্যাক অর্কিড, রাত ৮.৪৫ নো টাইম টু ডাই, ১১.২৫ দ্য ইকুয়ালাইজার-থ্রি

স্বামী বিবেকানন্দ মিউজিক ফেস্টিভাল ২০২৫
সকাল ১০.৩০ ডিডি বাংলা

প্রজাপতি রাত ৯.৩০
জি বাংলা সিনেমা

জওয়ান রাত ৮.০০ জি সিনেমা

গড়ফাদার বিকেল ৫.০৪
কালার্স সিনেপ্লেক্স

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

পতঞ্জলির স্বর্ণ শলাকা

হরিদ্বার, ১১ জানুয়ারি : পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্বর্ণ শলাকা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি স্বামী রামদেব বলেন, 'শাস্ত্র পাঠের পরম্পরাকে অধ্যয়ন করে যোগ মার্গ, বেদ মার্গ, ঋষি মার্গে চলার প্রেরণা মেলে। পুরুষার্থ জ্ঞান এবং ভক্তিযুক্ত হতে হবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি আচার্য বালকৃষ্ণ বলেন, 'শাস্ত্রের অনুসরণ করলে শাস্ত্র আমাদের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি মূল শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকটে, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট – IV-A (দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ৩০/০১/২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৭৭,৯২,৩১২.০০ (টাকা সাতাত্তর লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত বারো মাত্র) (০৮.০১.২০২৫-এর হিসেবে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে, ১. মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন সম্পত্তি - শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা) ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ একটি ব্যবসা চালান এবং ২. শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খাটিকের পুত্র (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং- ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে পাওনা আছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল :

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ :-	জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ মোট ২ কাঠা ১২ ছটাকের মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাকে একটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন অবস্থিত, প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোট এলাকা ৫১০১.৭১২ স্কোয়ার ফুটের মধ্যে প্রতিটি তলা ১২৭৫.৪২৮ স্কোয়ার ফুট শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধীকরণে মৌজা- শিলিগুড়ি, খতিয়ান নং- ৪৫২/২, প্লট নং- ৪২৭, জে.এল নং- ১১০, তৌজি : ৩ (জেএ), থানা- প্রধাননগর, এডিএসআর এবং মহকুমা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, আরও সঠিকভাবে ওয়ার্ড নং-৩, প্রধাননগর, নিবেদিতা রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত। আসল উপহার প্রদত্ত দলিল এডিএসআর, শিলিগুড়িতে নিবন্ধিত বুক নং-I, সি.ডি, ভলিউম নং- ৬২, পৃষ্ঠা- ৬৭ থেকে ৭৬, ক্রম নং-I- ২১০১ ২০০৬ সালের জন্য শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের নামে নিবন্ধিত। সীমানা (দলিলের হিসেবে) : উত্তর - শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি। দক্ষিণ - হিমালয়ান ফ্রি চার্চের ভবন। পূর্ব - ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা। পশ্চিম - ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,২০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ মাত্র)
ই-এমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১২,০০,০০০/- (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	৩০/০১/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন- https://www.ebkray.in এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd., যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ১০.০১.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তিটির অবস্থান	সম্পত্তিটির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) সমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 01(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 02(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 03(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার নং. : এন_১০_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী নং-১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন_১০_এইচকিউ_২০২৪-২৫। কাজের নাম : কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্র্যাকিং ও লেভেল ক্রসিং সতর্কতা সহ হাতির গতিবিধি সনাক্তকরণের জন্য হাতির অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। সংশোধনীর বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

জেনারেল ম্যানেজার (এস এন্ড টি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫-আরটি; তারিখ : ০৯-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - রঙিয়া ডিভিশনে আবাসিক ভবনগুলিতে ৫ বছরের এএমসি/সিএমসি সহ ৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩৫,৫১,৪৬,৬০৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১৯,২৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০২-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৮/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল৩৫২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের অধীনের কামাখ্যা-আগিয়াঠুরি স্টেশনের মধ্যের প্রসিদ্ধ সেতু, সেতু নং. "০" (শরাইঘাট) এর স্ট্রাকচারেল হেলথ্ মনিটরিং সিস্টেমের (এসএইচএমএস) স্থাপন এবং কমিশনিং। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৩৫,০০০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৮৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাওঁ, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভূমেল ডিটেকশন প্রদানের উপায় দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৪৫-এলএমজি-২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫।। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ জোষ্ঠ ডিএসটিই/লামডিঙের অধীনে লামডিং মণ্ডলের ১৮ টি সংকটপূর্ণ স্থানে ভূমাল ডিটেকশন প্রদানের উপায় দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৩১,৪১,৯৬৭.১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৬৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস- ০৮ অব ২০২৫ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।

১। অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্টের (এইচভিএস) নামঃ (i) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)। (ii) অর্থোপেডিক সার্জন স্পেশালিস্ট = ১ (এক)। (iii) নিউরোলজি = ১ (এক) এবং (iv) চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ= ১ (এক)।
২। আবেদন প্রাপ্তির শুরুর তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে।
৩। আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় : ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত।
৪। বৈধতা ও সময়সীমাঃ এই আবেদন ৩০-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।
৫। বয়সের সীমাঃ প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত।
৬। (i) অভিজ্ঞতার যোগ্যতা : ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা অথবা সমতুল্য। (ii) বিশেষজ্ঞঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। (iii) পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে : পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।
৭। বয়সের প্রোফাইলঃ প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বয়সের উচ্চ সীমাঃ অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চ সীমা হলো ৬৫ বছর।
৮। কাজের মেয়াদঃ (i) প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। (ii) মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।
৯। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্মানী প্রদান করা হবে : কাজের সময় : সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা। বিশেষজ্ঞ : ৭৮,০০০ টাকা প্রতি মাস।

উপরে উল্লেখিত পদের জন্য বিশদ বিবরণ সহ আবেদনটি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in এও পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিক্ষা

■ LL.B (3yrs) সরাসরি ভর্তি, যোগ্যতা যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ও 45% নম্বর, SC/ST 40%, LL.B (5yrs), LL.M Ph.D (Law) ল'পয়েন্ট- 9830132343/6290760935. (K)

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার অপূর্ব সহজ নতুন পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের গ্রুপে কোচিং। সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। M : 9733565180. (C/114330)

শিক্ষা/দীক্ষা

■ পঃ বঃ সরকার স্বীকৃত ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ওয়্যারম্যান পরীক্ষার জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন - YVTC-8167258938. (C/113747)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 17/4, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, মধ্যপ্রদেশ 9/2, অরুণাচল 16/4, সিমলা-মানালি 25/3 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

ভাগীরথী দুধ

■ শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর প্রয়োজন। Ph. 7908180066. (C/114330)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114323)

■ আলোড়ন-বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী), গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে, মেয়ে সুস্থ হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ - 9434043593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।

ক্রয়/বিক্রয়

■ পুরোনো, নতুন যে কোনও বাড়ি, ঘর, বিল্ডিং ভেঙে পরিষ্কার করে দিয়ে থাকি। SLG. 6294310899. (C/114336)

বিক্রয়

■ মধ্য শান্তিনগরে বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। M : 98323-39367. (C/114413)

■ House for Sale in Deshbandhu Para, Siliguri, Ph.- 8759507554. (C/114447)

■ আলিপুরদুয়ার জংশন ডি.আর.এম অফিস থেকে ৫ মিনিট দূরত্বে, চেচাখাতা বসতি এলাকায় ৮.২৫ ডেসিমেল মিয়াদি জমি অবিলম্বে বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ - 7896183852/7872491321. (K)

■ শিলিগুড়ি দাদাভাই ক্লাবের কাছে 3 BHK 2nd Hand Ground Floor Flat বিক্রি - 7908529624. (C/114438)

■ শিলিগুড়ি, শাস্ত্রীনগরে (ওয়ার্ড নং 41) 3.5 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাংলো টাইপের টিপটিপ অবস্থায় বাড়ি বিক্রি হবে। M : 9434234106/9339812799. (C/114327)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½' রাস্তা সঙ্গে ২ কাঠা জমি ৮½' রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114328)

■ 2 BHK ground floor flat for sale, Siliguri. M : 8597557133.

■ কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বারুইপাড়ায় 44 কাঠা জমি একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.

বিক্রয়

■ 2 BHK ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়, গোপাল মোড় শিলিগুড়ি, 2nd floor, গ্যারাজ নেই। M : 9775569909. (C/114451)

■ জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় ৬ বিঘা আবাদি এবং ১ বিঘা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 98320-59252. (C/113659)

চিকিৎসা

■ শিলিগুড়িতে প্রথম-আকুপ্রেসার থেরাপি দ্বারা রোগ নিরাময় (যে কোনও কঠিন বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে এই থেরাপি সর্বোচ্চ কার্যকরী। ডাঃ প্রশান্ত মণ্ডল- 9433183487. (C/114335)

অ্যালার্জি টেস্ট

■ আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার অ্যালার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 16 জানুয়ারি 2025, 11 A.M.-5 P.M., যোগাযোগ করুন :- ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট), আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। মো: 8944972490/9233516676. (C/114332)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি শিল্পসমিতি পাড়ায় Ground Floor-এ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ - 9674310432. (C/113661)

ভাড়া

■ Tilok Rd. Siliguri 2 Bed Room with attached Broom kitchen for rent 8000/-. Small Family. M : 89679-66908. (6-8 P.M.). (C/114330)

FOR RENT

■ 2000 sq.ft. for Showroom Govt. Bank, any Financial Institution with big parking area in Main Road Coochbehar with washroom facility. M : 7908866788/9563833448. (C/113160)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই A+ বয়স - 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন- M : 9332367891. (C/114457)

কর্মখালি

■ হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানিতে সার্ভিস টেকনিসিয়ান পদে শিলিগুড়ি ও ধূপগুড়িতে লোক নেওয়া হবে। Fixed Salary + কমিশন, PF + ESI-র সুবিধা আছে। ফোন-8116602333, মাধ্যমিক পাশ স্থানীয় ছেলেরা আবেদন করুন। (C/114330)

■ Urgent Requirement of Receptionist, Tele Caller, Marketing Executive 1 yr. Experience at T/W Showroom Whatsapp C.V-9733317771. (C/114444)

কর্মখালি

■ একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫-এর মধ্যে হতে হবে, একজনমাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন-১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ-9002004418, এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডেটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি, সেবক রোড।

■ Required computer teachers for Sarada Sishutirtha, Sevoke Road, Hindi Med & Sarada Sishutirtha, Ghogomali, Beng Med. Graduate with Diploma in computer walk in interview on 15/01/2025 (Wednesday) at 2.30 P.M. M : 91263-36407. (C/114336)

■ Cafe Paan Palace, Siliguri require- 1. Food & Beverage Manager - Male/Female must have degree or diploma in Hotel Management. 2. Floor, P.A. & P.R. Manager -Smart female candidate with good communication skill. 3. Accountant - Male/Female must have knowledge in Tally & Computer billing. 4. Barista, Pastry Chef, Shakes & Mocktails Maker- Male/Female. 5. Driver must have knowledge to drive automatic Car. Email your C.V. thepaanpalaceslg2@gmail.com. or whatsApp/Call us at - 8918394139. (C/114332)

কর্মখালি

■ কুচিনা কোম্পানিতে শিলিগুড়ি ও ফালাকাটার জন্য ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেওয়া হচ্ছে। H.S পাশ ব্যক্তিরা আবেদন করুন। Ph : 8116602333, Salary Fixed+Extra Sales Commission, PF +ESIC +ফ্রি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। (C/114330)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একজন অফিস পিওন ও একজন প্রাইভেট ড্রাইভার (অভিজ্ঞ, সমস্ত ধরনের এলাকায় ড্রাইভ করতে সক্ষম) পদের জন্য প্রার্থী (১৯ থেকে ৩০ বছর) নিয়োগ করবে। আগ্রহী প্রার্থীরা হোয়াটসঅ্যাপ করুন - Mob : 8637094096. (C/114332)

■ আলিপুরদুয়ারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অফিসের জন্য লোক চাই। YVTC-8167258938. (C/113746)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে Indian Cook প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। Ph-7908516510. (C/114433)

■ ওষুধের দোকানের জন্য প্রকৃত কাজ জানা লোক চাই। শিলিগুড়ি। Ph. - 7908307159. (C/114330)

■ Required computer teachers for Madanmohan Para, Sarada Sishutirtha, Dinhata. Graduate with Diploma in computer walk in interview on 16/01/2025 (Thursday) at 12:00 noon. Email : schoolccsp@gmail.com M: 91263-36407. (C/114336)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির 'AD Agency'-তে কম্পিউটার (Word, Excel, Power Point, Tally) জানা ভালো কাজের জন্য ছেলে/মেয়ে প্রয়োজন। শিলিগুড়ি নিবাসী থাকা আবশ্যক। (M)-7679704691. (C/114323)

REQUIRED

■ 150 bedded Hospital at Siliguri, Urgent requirement - Receptionist. Interested candidate can apply at hr@anandaloke.com sroyrad@gmail.com (C/114332)

URGENT REQUIRED

SwitchON Foundation is seeking a Project Manager to drive B2B partnerships in the tea garden and solar energy sectors in N. Bengal regions based in Siliguri. Requirements : 7+ years in B2B relationship mgmt, project mgmt, & sustainability, Experience in tea gardens, solar energy, rural dev, & team leadership, Strong comms and negotiations. Fluent in English, Hindi/Bengali. Bachelor's/Master's in Engineering, Business, or related field. Apply by : January 20, 2025. Email : **apply@switchon.org.in** Website : **www.switchon.org.in**

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

মোহনবাগানের জয়ের সূচনায় কোচবিহার-যোগ

১৯০৪ সালে 'কুচবিহার কাপ' জিতেছিল মোহনবাগান। ফুটবলে এটাই ছিল মোহনবাগানের প্রথম জয়। এরপর ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জেতে মোহনবাগান। ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষ ইস্ট ইয়র্ক দলকে হারিয়ে কোনও দেশীয় দলের এই প্রথম কোনও শিল্ড জেতা। সেই খেলায় মোহনবাগানের একজন বাদে বাকি ১০ জন খেলোয়াড় কিন্তু ফুটবল খেলেছিলেন খালি পায়ে। প্রতিপক্ষের সকলে ছিলেন বুট পরিহিত। এই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম বর্তমান প্রজন্মের যে প্রায় কেউই জানে না, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায়। আর তার চেয়েও বড় কথা, এই জয়ী দলের পাঁচজন খেলোয়াড়ই যোগসূত্রে ছিলেন কোচবিহারের। তাঁরা হলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শিবদাস ভাদুড়ি, বিজয়দাস ভাদুড়ি, কানু রায় এবং ভূতি সুকুল।

১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, খেলতেন সেন্টার হাফে। পরবর্তীতে রেডিও ফুটবলের বাংলা ধারাবিবরণী প্রচারের তিনি একজন পথিকৃৎ ছিলেন। রাইট উইং পজিশনে খেলতেন কানু

রায়। ফুটবল ছাড়াও তিনি ক্রিকেট, টেনিস এবং হকিও খেলতেন। সেদিনের ম্যাচে মোহনবাগান এক গোলে জেতে। খেলার প্রথম অর্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে প্রথমে ইস্ট ইয়র্ক একটি গোল করে। এরপর মোহনবাগান পরপর দুটি গোল করে ম্যাচটি জিতে যায়। শিবদাস ভাদুড়ির পাসে অভিলাষ ঘোষ জয়সূচক গোলটি করেছিলেন।

পপি চাষে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

অভিজিৎ ঘোষ ও সমীর দাস

সোনাপুর ও কালচিনি, ১১ জানুয়ারি : সম্প্রতি কালচিনি ব্লকে পপি চাষের বিশাল কারবারের হদিস মিলেছে। তদন্তে নেমে সেখানে পপি চাষের অবৈধ কারবারের শিকড় মিলল পুলিশেরই অন্দরে। পপি চাষে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর ফাঁড়ির অধীনে কর্মরত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম বিনয় বর্মন। বছর পঁয়ত্রিশের ওই তরুণকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে কালচিনি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বিনয়কে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই এলাকাতেই তার বাড়ি। এই নিয়ে পপি চাষের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা এদিন বলেন, 'ধৃত বিনয় বর্মনকে এদিন আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃতকে জেরা করে পপি চাষে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করা হবে।' ওসি আরও জানান, বিনয় যে সিভিক ভলান্টিয়ার সেটা তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন ভালোভাবে যাচাই করার পর। সিভিক ভলান্টিয়ার এই কাজে যুক্ত থাকায় পুলিশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কালা কারবার

- কালচিনি ব্লকে ভুট্টা চাষের আড়ালে পপি চাষ
- অভিযোগ জমি লিজ নিয়ে বাইরের লোকজন সেই কারবার করছে
- নাম জড়িয়েছে সোনাপুরের এক সিভিক ভলান্টিয়ারের
- সেই ব্যক্তির বাড়ি পাতলাখাওয়ায়
- গত ৫ জানুয়ারি থেকে সে ডিউটি করছে না

আরও কোনও পুলিশকর্মী এই কাজে যুক্ত কি না, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে সোনাপুর ফাঁড়ি সূত্রে খবর, বিনয় গত ৫ জানুয়ারি থেকে ডিউটি করছে না। পাতলাখাওয়া এলাকায় বিনয়ের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কালচিনিতে যে সে জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে, সেকথা আগেই বলেছিল। তবে পপি চাষের ব্যাপারে কিছু বলেনি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জয়গাঁ) মানবেন্দ্র দাস বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত সঠিক দিকেই এগোচ্ছে।'

গত ৭ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের কালজানি নদী সংলগ্ন এলাকায় ভুট্টা চাষের আড়ালে নিষিদ্ধ পপি চাষ হচ্ছে বলে খবর পায় পুলিশ। এরপর পুলিশ সেখানে ৩টি ট্র্যাক্টর নিয়ে প্রায় ৩০ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে দেয়। ঘটনায় ওই জমির মালিক অভিজিৎ চিকবড়াইককে গ্রেপ্তার করে ৫ দিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ। অভিজিৎকে জেরা করতেই উঠে আসে বিনয় বর্মনের নাম।

অন্যদিকে, গত ৮ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের লতাবাড়িতেও পপি চাষের হদিস পায় পুলিশ। সেখানে প্রায় ৪ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে দেওয়া হয়। ওই জমির মালকিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর জমি কয়েকজন লিজ নিয়েছিল সবজি চাষ করবে বলে। তিনি জমি লিজের কাগজপত্র পুলিশকে দেখিয়েছেন। ওই ঘটনায় নাম উঠে এসেছে হেম থাপা ও রামবীর থাপার। সেই দুজন এখনও পলাতক রয়েছে। তবে পুলিশ তাদের খোঁজ চালাচ্ছে। এই অবৈধ চাষে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সহ কোচবিহার এলাকার আরও কয়েকজন জড়িত ছিল বলে জানাতে পেরেছিল পুলিশ।

পুলিশের অনুমান, বিনয়ের মতো আরও বেশ কয়েকজন জমি লিজে নিয়ে এই চাষ করছে। এবছরই কি এই চাষ প্রথম হচ্ছে, নাকি আগেও এরকম চাষ হয়েছে, তা নিয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশলাইনে ক্লোজ অভিযুক্ত এসআই

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায়। থানার অদূরেই ভাড়াবাড়িতে শিলিগুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল রাজগঞ্জ থানার এসআই সুব্রত গুনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত এসআই তাকে ধর্ষণের পর শারীরিক অত্যাচার চালায় বলে অভিযোগ তুলেছেন তরুণী। শুক্রবার রাতেই শিলিগুড়ি মহিলা থানায় সুব্রতর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। শিলিগুড়ি মহিলা থানা থেকে পদ্ধতি মেনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি মহিলা থানায়। তার ভিত্তিতেই শনিবার অভিযুক্তকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

তাঁর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত এসআইকে পুলিশ লাইন ক্লোজ করা হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। অভিযোগকারী মহিলার সঙ্গেও কথা বলা হবে।'

শনিবার দুপুরে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করেন জলপাইগুড়ি মহিলা থানার তদন্তকারী আধিকারিক। তদন্তের স্বার্থে নির্যাতিতার অন্তর্বাস সহ কিছু জিনিস হেপাজতে নেন তিনি। তবে নির্যাতিতাকে যে সিজার লিস্ট দেওয়া হয়েছে তাতেও রয়েছে অসংগতি। লিস্টে স্বাক্ষরের পর ২৫-০১-২০২৫ তারিখ উল্লেখ করেছেন তদন্তকারী। নির্যাতিতার কথায়, 'গতকাল থেকে বারবার আমার শারীরিক পরীক্ষার জন্য পুলিশ, চিকিৎসকদের অনুরোধ করছি। নানা অছিলায় তাঁরা পরীক্ষা করছেন না। বড় কোনও চক্রান্ত হচ্ছে। অভিযুক্তের চরম শাস্তি চাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা অখিল দে - কে 16.10.2024

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95B 34906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম। ডিয়ার লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জন্য একজন ত্রাণকর্তা, যা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রদান করেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মাতলামোর প্রতিবাদ করায় খুন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : মদ খেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করছিলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তার প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয় এক তরুণ। তার জেরে সেই প্রবীণের হাতে খুন হতে হল সেই প্রতিবাদী তরুণকে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চালনি পাক এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রসেনজিৎ রায়। আর অভিযুক্ত বানাতু রায় নামের সেই প্রবীণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনার পর স্থানীয়দের রোষ গিয়ে পড়ে বানাতুর ওপর। তার বাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষিপ্ত জনতা। তখন পুলিশ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। বানাতু পরে ধরা পড়েছে। তবে তার বাড়ির লোকজন আতঙ্কে এলাকাছাড়া। এদিকে, বছর ত্রিশের ওই প্রতিবাদী তরুণ খুনের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।' বানাতুকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করার পর বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বানাতু ও প্রসেনজিৎ প্রতিবেশী। শুক্রবার রাতে বানাতু মদ খেয়ে অশালীন আচরণ করছিল। দীর্ঘক্ষণ সেই গালিগালাজে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন। তারপর বচসা শুরু হয়। তারই মাঝে ক্রুদ্ধ বানাতু প্রসেনজিতের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত প্রসেনজিৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর গায়ে রক্ত দেখে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। তখনই ভয়ে এলাকা ছাড়ে বানাতু ও তার বাড়ির লোকজন।

ময়ূর দর্শন

শনিবার জলদাপাড়া শালকুমার গেটের কাছে। সৌজন্যে : বন দপ্তর

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

শ্রীশ্রী পদবী দেখিয়া কিনুন

শ্রীশ্রী পদবী দেখিয়া কিনুন

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

বাবলা খুনে ফোনের তথ্য পুলিশকে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১১ জানুয়ারি : দুলাল সরকার খুনের অন্যতম প্রমাণ অমিত রজকের হেপাজত থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখল সিআইডি'র সাইবার বিশেষজ্ঞ দল। শনিবার সেই ফোনের সমস্ত তথ্য তদন্তকারী অফিসারদের হাতে তুলে দিতে মালদায় এলেন সেই বিশেষজ্ঞ দল। সেই ফোনে ঘটনার আগে ও পরের একাধিক কথোপকথন রয়েছে বলে শুক্রবার দাবি করেছিলেন আইনজীবী।

পুলিশসূত্রে খবর, শুক্রবার মালদায় এসে পৌঁছান সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিরা। ওই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন মমতা চক্রবর্তী। শনিবার দুপুরে দুলাল সরকার মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশন অফিসারের সঙ্গে আদালতে আসেন সাইবার বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিরা। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন থেকে সমস্ত তথ্য আদালতের সামনে বের করে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে তুলে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মালদায় সিআইডির বিশেষজ্ঞ দল

সাইবার বিশেষজ্ঞ মমতা চক্রবর্তী বলেন, 'ঘটনায় যে মোবাইল উদ্ধার হয়েছে তাতে যে সমস্ত তথ্য ছিল তা বের করে দিতে আমাদের ডাকা হয়েছিল। আদালতের সামনে ২৫৬ জিবির ফোনের সমস্ত তথ্য আমরা বের করে দিয়েছি। সেই সমস্ত তথ্য ধরে পুলিশ তদন্ত করবে। পুলিশের কোন তথ্য প্রয়োজনে আসবে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা পুরো ফোন এক্সট্র্যাক্ট করে দিয়েছি।'

পুলিশসূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া মোবাইলে একাধিক ফোন কলের রেকর্ডিং রয়েছে। রয়েছে একাধিক চ্যাটও। সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে এই ঘটনার আরও বেশ কিছু সূত্র হাতে পেতে চলেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। গা-ঢাকা দিয়ে থাকা অভিযুক্তদের লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের লোকেশন একেক সময় একেক জায়গা দেখাচ্ছে। কখনও নেপাল, কখনও উত্তরপ্রদেশ, কখনও শিলিগুড়ি, কখনও বিহার। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে বারবার জায়গা বদল করছে অভিযুক্তরা। পলাতকরা যাদের ফোন করছে তাদের ফোন চ্যাট ট্র্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে সাইবার বিশেষজ্ঞরা। যদিও এনিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
VACANCY FOR CLUSTER-11 B (APS BINNAGURI, BENGDUBI, SUKNA & BAGRAKOTE)
COMBINED SCREENING BOARD (CSB) INTERVIEW

1. Applicatioris are invited from the candidates who have cleared CSB/OST examination in 2024 and earlier (Applications can also be forwarded from Individual who have not cleared OST but they will have to fulfill the criteria as in **Note 2 below**) in prescribed format of Application available on AWES website **(www.awesindia.com)** and APS Binnaguri website **(www.apsbinnaguri.org)** for the following regular vacancies of Cluster 11B:-

Ser	Category	Vacancy for CSB Interview			
		APS Binnaguri	APS Bengdubi	APS Sukna	APS Bagrakote
(a)	PGT	Psychology, Mathematics, Physical Education	Physics, Biology, Painting/Fine Arts	Painting	Nil
(b)	TGT	Mathematics, Science, Hindi	Mathematics	Nil	Nil
(C)	PRT	All Subjects	Nil	Special Educator	Nil

2. **Educational/Professional Qualification**. Detailed qualification for candidates and format of application are uploaded in school website **www.apsbinnaguri.org**, **www.apsbengdubi.org**, **www.apssukna.com**, & **www.apsbagrakote.org**. Candidates are requested to see the qualification from school websites and apply accordingly.

Note 1.

(a) In addition to the minimum aggregate percentage mentioned, a candidate should have scored **not** less than 50% marks in each of the subjects in which they have graduated/post graduated. Detailed mark sheets will be scrutinized during the interview.

(b) A Post Graduate with less than 50% aggregate marks in Graduation can also apply for the post of a TGT/PRT provided the candidate has scored a minimum of 50% or more aggregate marks in Post-Graduation.

c) CTET/TET conducted by Centre / State government is **mandatory for appointment as TGTS/PRTs** in the REGULAR and FIXED TERM category. Candidates who have not qualified CTET/TET but found fit in all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ADHOC in nature.

(d) Candidates are required to ensure that they atleast fulfill NCTE Rules & Regulations for minimum qualifications, KV Sangathan Recruitment Rules & Regulations and CBSE. Affiliation Bye-Laws (Latest).

(e) Aggregate percentage will be based on the marks for the entire duration of Graduation/Post-Graduation.

(f) For teachers being appointed on Adhoc Appointment with possession of a Score Card of AWES, CTET/TET would not be a mandatory requirement but a preferred requirement.

Note 2. Educational/Professional Qualification required for PGT (Painting)/PGT Fine Art is specified in Affiliation Bye Laws and AWES Rules & Regulation.

Note 3.

(a) Passing the Online Screening Test is henceforth **NOT MANDATORY** for appearing for the interview and evaluation of teaching skills & computer proficiency. **OST qualified candidates will be peferred**. However, after selection in the post of a teacher (regular & fixed term), the candidate must pass the OST as per details given below:-

(I) **Regular Candidate**. Within two years of being appointed with a minimum overall raw score of 50% (100 marks).
(ii) **Fixed Term Candidate**. Within one year of being appointed with a minimum overall raw score of 40% (80 marks).

Note 4. Age and Experience Criteria of Candidates. As on 01 April of the year of appointment, the age and experience of the candidates and weightage to Army Spouses should be as under :-

(a) **Army Spouses (Experience)**

Ser No	Age (in years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(i)	0-40 Years	Nil	-
(ii)	40 to 57 Years	05 Years	Experience is cumulative

(b) **Others (Experience)**

Ser No	Age (Years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(I)	Below 40 Years	Fresh Candidates (No Teaching Experience)	-
(ii)	40 to 57 Years	05 Years	In last ten years

Note 5. 05 years experience is mandatory in the appropriate category in the last ten years.

Note 6. Salary Details. As per Army Welfare Education Society Norms.

Notes 7. (a) Interested candidates can download Application forms from the websites mentioned above at Para 1-2 and send same duly filled in all respects alongwith attested photocopies of educational and experience certificates, Two copies of recent passport sized photographs alongwith DD of Rs 250/- (Non-Refundable) in **favour of school concerned/school applied** (refer website for details) for by **31 Jan 2025**. Incomplete application forms and application form send through email will NOT be accepted.

(b) Interview for shortlisted candidates will be held at APS Binnaguri in 2nd/3rd week of Feb 2025 (tentatively). No TA/DA is admissible. The exact date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates by APS Binnaguri through Call Letters/E-Mail accordingly.

c) Candidates are required to apply for only one school in Cluster.

(d) A written test for Language teachers (English & Hindi) and Computer Proficiency Test for all subject teachers will also be held at APS Binnaguri on the date of interview. The School Management reserves all rights of selection/rejection based on QR/experience/merit.

(e) **Contact Details & Address of School.**
(I) APS Binnaguri, Binnaguri Cantt, Dist-Jalpaiguri, West Bengal, PIN-735232,
(ii) APS Bengdubi, Bagdogra-Panighata Main Road, Bengdubi, West Bengal, PIN-734424,
(iii) APS Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling, West Bengal, PIN-734009

ভারতীয় থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিকের প্রবেশাধিকার

১। নিম্নবর্ণিত পাঠক্রমের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে ঃ
(ক) ৫৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন এনসিসি বিশেষ ভর্তি পাঠক্রম (পুরুষ এবং মহিলা) অক্টো ২০২৫ (যুদ্ধে হতাহত সেনাকর্মীদের আশ্রিত সহ)।

২। অনলাইন আবেদন নিম্নলিখিত অবধি খোলা থাকবে ঃ
(ক) এনসিসি বিশেষ ভর্তি পাঠক্রম - পুরুষ এবং মহিলা - ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ২০২৫।

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 58th Short Service Commision NCC Special Entry Scheme Course Oct 2025 for Men & Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).

2. Online applications will open as under:-
(a) NCC (Special) Course - Men & Women - 14 Feb to 15 Mar 2025

দ্রষ্টব্য ঃ
১। সেনায় নিয়োগ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং মুক্ত। দালালদের থেকে সাবধান।
২। বিস্তারিত বিবরণের এবং তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এতে দেখুন।

Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.

CBC 10601/11/0058/2425

আমাদের বিবেক

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে উত্তর সম্পাদকীয়তে তাঁকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন

মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন নির্দ্বিধায়

রীমা মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলে শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে। তাই কখনও শুভ কাজ সম্পন্ন হয় এবং কখনও বা লোভ ঈর্ষা কামনা ও বাসনা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। আর তখনই সামনে আসে বিবেক। সাধারণ মানুষ বিবেককে ভয় পায়। কারণ বিবেক প্রশ্ন করে। কিন্তু যে মানুষ বিবেককে জয় করেন তিনি হন মহাপুরুষ। আমাদের প্রিয় স্বামীজি অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মহাপুরুষ যিনি বিবেককে জয় করেন, যিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেন এবং দেশের মানুষের জন্য প্রাণত্যাগ করেন।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন। বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে সন্ন্যাসী, সংগঠক, বাগ্মী, দেশপ্রেমিক, তেজস্বী এক পুরুষ। এসবের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রের সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। কুসংস্কার ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল আজীবন। তাঁর গড়া ইতিহাস শুধুমাত্র ইট কাঠ পাথরের ইতিহাস নয় --সে ইতিহাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষায় ডুবে থাকা আত্মপ্রত্যয়হীন অগণিত ভারতবাসীর ইতিহাস।

বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ও মা ভুবনেশ্বরী দেবীর ছেলে 'বিলে' ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীনচেতা। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা না করে তিনি কখনও কিছু মানতেন না। বয়ঃসন্ধিকালে ঈশ্বরবাদ নিয়ে তাঁর মনে গভীর সংশয় বোধ শুরু হয়। তাঁর এই সংশয় দূর করার জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে গভীর অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয়। ধর্ম ও ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ভারতের উন্নতি হবে না -এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ধর্ম বলতে যদিও তিনি পূজা, অর্চনা, উৎসব ব্রত বোঝাননি। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে যে সেবা ধর্ম আছে তা প্রকাশ করাই হল ধর্ম। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর''। মানব মহিমাকে তিনি শীর্ষস্থান দিয়েছিলেন। এমনকি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন নির্দ্বিধায়। বলেছেন "আমরাই সর্বোচ্চ ঈশ্বর'' অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরবাদ ও অধ্যাত্মবাদ ছিল সর্বজনীন উদারতায় পূর্ণ, সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য। তাই তিনি বলেন, ''যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবকে খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।'' (আলাসিঙ্গা পেরুমল কে লেখা পত্র ১৮৯৪ সাল)।

তৎকালীন ভারতবর্ষ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পাশ্চাত্যের অপপ্রভাব ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে আপন সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আত্মপ্রত্যয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। তখনই তিনি সংকল্প করেন এই ভারতকে জাগাতে হবে। ভারতে পরিব্রাজনকালে মানুষের দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না করতে পারলে দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। শুধু তাই নয়, সমাজকে সংস্কার না করলে যে কিছুতেই ভারতবর্ষ তার হৃতগৌরব ফিরে পাবে না, তা তিনি উপলব্ধি করেন।

এইসব জেনে বুঝে অন্যকে জানাবার প্রয়োজনে তিনি ভারত পরিক্রমণ শুরু করেন। ভাগলপুর, বেনারস, অযোধ্যা, দেরাদুন, দিল্লি, জয়পুর, আহমেদাবাদ, জুনাগড়, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, মহাবালেশ্বর, মহীশূর, কোচিন, মাদ্রাজ ইত্যাদি সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে তাঁর পরিব্রাজন শেষ হয় কন্যাকুমারীতে। আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করে আদিবাসী, বনবাসী, শ্রমিক, কৃষক, পণ্ডিত, মূর্খ- সর্বসাধারণকে প্রত্যক্ষরূপে জানতে পারেন এবং উপলব্ধি করেন ভারত আত্মার সত্য স্বরূপ।

বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন বলিষ্ঠভাবে। পাশ্চাত্যে তিনি ব্যক্তিরূপে নন, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহ্য, ত্যাগের মহিমা তুলে ধরেন তাঁর অসাধারণ মর্মস্পর্শী বক্তৃতায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈভবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর মনে কোনও হীনম্মন্যতার বোধ জাগ্রত হয়নি। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন জগতের জন্য পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার চেয়ে ভারতের অধ্যাত্ম সভ্যতার প্রয়োজন কোনও অংশে কম নয়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মহিমা তিনি ঘোষণা করেছেন সগর্বে, উচ্চস্বরে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় ধ্বনিত হয় ''যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।'' অচিরেই এই গৌরববোধ পরাধীন ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত হয় এবং তাদের উদ্দীপিত করে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন এক বিপ্লব। সমুদ্র পার হলে যে সময় সমাজে একঘরে করা হত, সেসময় স্বামীজি পাড়ি দিয়েছেন সুদূর শিকাগোতে। যে যুগে হিন্দু সমাজসংস্কারকরা বিদেশিদের সঙ্গে একাসনে বসার প্রায়শ্চিত্ত করেন, সে যুগে তিনি প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে আহার করেন। তিনি শিখিয়েছিলেন ''সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু।'' তিনি বিশ্বাস করতেন একটি জাতি অপর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। দক্ষিণ ভারতে স্বামীজির গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দজি মহারাজ ব্রাহ্মণদের দিয়ে অব্রাহ্মণদের খাবার পরিবেশন করিয়েছিলেন- যা সে যুগে কল্পনাতীত। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য ছিল তাঁর অদম্য চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সেবার জন্য, সত্যের জন্য নিজেকে যেভাবে বিসর্জন দেন, তার মূল্য সমকাল ভারতবর্ষ তাঁকে দিতে পারেনি। বরং বারবার তাঁকে নানা কটূক্তি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সংকল্পে ছিলেন অটুট। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। আজ পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশে প্রায় ১৭৪টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি শাখাকেন্দ্র নিয়ে এই সংঘ নীরবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাবিস্তারে জোর দেন। বাংলা ভাষার উৎকর্ষের জন্য এই সংঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' হল প্রথম বাংলা পত্রিকা। চলিত ভাষাকে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে স্বামীজি তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি মৌলিক বাংলা রচনাসমূহ লিখেছিলেন।

নারী জাতির শিক্ষাকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে যে নারী যত উন্নত হবেন, তিনি ততই চরিত্র ও মনের নারীসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারবেন। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মার্গারেট এলিজাবেথ ওরফে ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষিত হতে হবে। ভারতমাতার কন্যাদের জন্য স্বামীজীর এই চিন্তা তাঁর জন্মের এত বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আজও আমাদের দেশের প্রান্তিক মেয়েরা শিক্ষার আলো পায় না, আজও তারা সমাজের শিশু জন্মের যন্ত্র বলেই পরিচিত। সমাজের উন্নতিতে আজও তারা ব্রাত্য। তাই সময় এসেছে আবার স্বামীজিকে স্মরণ করার।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ স্বার্থপরতা। মানুষ আজ দিগভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যহীন। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, পরোপকার ইত্যাদি সহজ মানবধর্ম সমাজে অনুপস্থিত। তার বদলে জন্ম নিয়েছে হিংসা, দ্বেষ, ধর্মীয় আচার-আচরণের সমারোহ, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা। বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন অবধারণ করার ক্ষমতা যে আমাদের নেই তা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তবে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য এতভাবে যিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, স্বপ্ন দেখতে ও তার বাস্তবায়নের ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্র শিখিয়েছেন, আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন- সেই সারথিকে কোথাও যেন আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি থেমে থাকেননি স্বীকৃতির আশায়। তিনি বলে গেছেন, ''আমার সমাদর হোক আর নাই হোক, আমি যুবদলকে সংঘবদ্ধ করতেই জন্মেছি। যারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও পদদলিত, তাদের দ্বারে দ্বারে এরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে --এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। এটি আমি সাধন করব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করব।'' আত্মবিস্মৃতি এবং স্বল্প স্মৃতির এই শতাব্দীতে তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

(লেখক শিক্ষক, চাইল্ড সাইকোলজিস্ট)

সেরা শিক্ষায় শিক্ষিত হতে ভরসা তিনিই

দেবাশিস ঘোষ

শিক্ষার কাজ মানুষ তৈরি করা। মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তাই হল শিক্ষা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে পূর্ণতা বা জ্ঞান অন্তর্নিহিত অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষকের কাজ হল সেই সুপ্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত হতে সহায়তা করা। স্বামীজি বলেছেন, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। তারা যেন চিন্তা করতে শেখে। এ বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। তাহলেই পরবর্তীকালে তারা জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার পদ্ধতিগত ত্রুটির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ক্লাসে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষক প্রশ্ন করছেন আর ছাত্র তার উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু পদ্ধতিটি হওয়া উচিত তার ঠিক উলটো। ছাত্র প্রশ্ন করবে আর শিক্ষক তার উত্তর দেবে। অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের কর্তব্য। বর্তমানে আমরা বিদ্যালয়ে গিয়ে যে শিক্ষা পাই তা হল 'চালকলা বাঁধা' বিদ্যা- অর্থাৎ বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে যার দেখা মেলে। আর সে বিদ্যা নিয়েই জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা। এক-একটা মাইলস্টোন পার হয়ে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছাতে চাই। কেউ পারি, কেউ পেরে উঠি না। ফলে মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধের। অথচ শিক্ষিত বলে সমাজে আদৃত ও সম্মানিত হই। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ এভাবেই মানুষকে সমাজের মূল্যবান সদস্য করে তোলা। শিক্ষাকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। মনুষ্যত্ব থাকল কী থাকল না তা তাদের যেন দেখার প্রয়োজন নেই। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে 'সফল' পড়ুয়া বেশি হয়, তারাই সেরা বলে বিবেচিত হয়। মনুষ্যত্ব নামক অচেনা বস্তুটির খবর কিন্তু কেউ রাখে না।

একটি ছোট্ট ঘটনা। একটি ছাত্র নীচু ক্লাসে পড়ে, খুবই বুদ্ধিমান, স্কুলে সব ক্লাসে প্রথম হয়। শিক্ষকেরা সকলেই তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু তার একটি অভ্যাসগত রোগ আছে। সহপাঠীদের ব্যাগ থেকে কলম চুরি। মাঝেমাঝে ধরা পড়ে বকুনি খায়, কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো বলে ছাড়ও পেয়ে যায়। এভাবেই সে বড় হল, ভালো নম্বর পেয়ে পাশও করল সব পরীক্ষায়। শেষে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পরীক্ষায় পাশ করে সরকারি উঁচু পদে চাকরি পেল। তার হাতে এখন প্রচুর ক্ষমতা। কিন্তু তার ভেতরের চোর তো মরেনি। বরং সে আরও চতুর হয়েছে। শানিত হয়েছে তার বুদ্ধি। ফলে সে নানা ফন্দিফিকির বের করে সরকারি অর্থ চুরির উপায় বের করে। সে এখন আর কলম চুরি করে না, এখন সে কলম দিয়ে চুরি করে। তার আর প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি।

স্বামীজি ধর্মশিক্ষা বা অধ্যাত্মশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বারবার ধর্মশিক্ষা বা অধ্যাত্মশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা যাই করি না কেন, সমাজনীতি, রাজনীতি সব কিছুই ধর্মের মাধ্যমে করতে হবে। নচেৎ কিছুই হবে না। স্বামীজি কোনও সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' ব্যবহার করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে পরোপকার ধর্ম, পরপীড়ন পাপ। শক্তি ও সাহসিকতা ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা পাপ। অপরকে ভালোবাসা ধর্ম, ঘৃণা করা পাপ। স্বামীজির ভাষায়, 'ধর্ম এমন একটি ভাব- যা পশুকে মনুষ্যত্ব ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।' স্বামীজির মতে, বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কদের জীবন ও জীবনী পাঠ করা তরুণ সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য। তবেই মনুষ্যত্ব জাগ্রত হবে, মন থেকে কুসংস্কার দূর হবে, তরুণসমাজ ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগবে।

বর্তমানে ধর্মশিক্ষায় যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে 'নৈতিক শিক্ষা' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিক্ষায় উন্নতির জন্য গঠিত রাধাকৃষ্ণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারি কমিশন তাদের রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানে সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষকেরাই দেবেন তা নয়, বাবা-মা'র কাছ থেকে সন্তানকে অনুপ্রাণিত হতে হবে। ছাত্রদের ভিতর অনন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। পূর্ণতা প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে আছে। তারই প্রকাশ-বিকাশই হল শিক্ষা। অনেক সময় আমরা শিক্ষা এবং ধর্মকে এক করে ফেলি। যদিও তা ঠিক নয়। Through Religion is evolved a divine man. আমাদের সেই ধর্মেরই প্রয়োজন যাকে হাতিয়ার করে আমরা জাগ্রত দেবতারূপে পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ এক আশ্চর্য চিন্তনবিদ ছিলেন। আমরা যেন যথার্থ শিক্ষিত হয়ে আমাদের দৈবীসত্তার উন্মোচন করতে পারি। তাঁর চরণে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

(লেখক শিক্ষক ও সাংবাদিক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলছেন নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। শনিবার ইসলামাবাদে।

সাড়া দিল না বাংলাদেশ

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : ভারতের আবহাওয়া দপ্তর মৌসম ভবনের ডাকে শেষপর্যন্ত সাড়া দিল না বাংলাদেশ। আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অখণ্ড ভারত শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারত। ইসলামাবাদ তাতে ইতিমধ্যে সাড়া দিলেও ঢাকা উলটোকথা বলেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা মনে করেন, এই মুহূর্তে ভারত ভ্রমণ নেহাৎই অনাবশ্যক। বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তরের কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর মোমিনুল ইসলাম বলেন, 'ভারতের মৌসম ভবনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ওই অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা নয়াদিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখছি এবং সহযোগিতা করছি। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে আমরা যাচ্ছি না। কারণ সরকারি খরচে অনাবশ্যক বিদেশ ভ্রমণে আমাদের এখন কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

তবে এর সঙ্গে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কোনও যোগ নেই। মোমিনুল বলেন, ভারতের মৌসম ভবনের সঙ্গে বাংলাদেশের আবহাওয়া দপ্তরের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। গত মাসেই তিনি ভারতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন। ভারতের ডাকে পাকিস্তান সাড়া দিল, বাংলাদেশের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারাটা দক্ষিণ এশিয়ায় ভুল বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। এক অংশের মত, ইউনূস আসার পর বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই অতিরিক্ত খরচে লাগাম টানা হচ্ছে। সেই কারণে ভারতের মৌসম ভবনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এড়িয়ে গিয়েছে তারা। এদিকে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ১৫০ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে শনিবার কলকাতার গল্ফগ্রীনে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে 'রান ফর মৌসম'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই দৌড়ের সূচনা করেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের উপমহানির্দেশক ড. সোমনাথ দত্ত এবং বিশিষ্ট ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য।

বার্তা ইউনূস সরকারের

সংখ্যালঘু নির্যাতনে জিরো টলারেন্স

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়নের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। একের পর এক হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি ও বারবার জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার ঘটনায় ইউনূসের সরকার একাধিকবার সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলার কথা ঘোষণা করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশকে। পাশাপাশি হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে ইউনূসের সরকার।

প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার শনিবার জানিয়েছেন, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ইউনূস সরকার। এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। উপ প্রেসসচিবের মতে, সাম্প্রদায়িক হিংসার অভিযোগ পেতে পুলিশ একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পুলিশ সবধরনের অভিযোগের সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, ৪ অগাস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক হামলার বিষয়ে যে ১৭৬৯টি অভিযোগ মিলেছে তার মধ্যে ৬২টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ১২৩৪টি হামলা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ২০টি সাম্প্রদায়িক কারণে হয়েছে। ১৬১টি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার দাবি করেছেন, যাঁরা আওয়ামি লিগের সমর্থক বলে পরিচিত তাঁদের ওপরই হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি রয়েছে। হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগগুলিকেও বারবার অস্বীকার করেছে ঢাকা। তবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি, সংখ্যালঘুদের ওপর ১৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি এবং উপাসনালয়ে যে সমস্ত হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে সেই তালিকা বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পাক সফরে মালালার নিশানায় তালিবান

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি : নারীশিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলেন মালালা ইউসুফজাই। ২০১২-তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় স্কুল থেকের ফেরার সময় গাড়িতে বসা মালালাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুরুতর আহত ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন থেকে সেদেশেই সপরিবারে রয়েছেন মালালা। মাঝে বার দুয়েক পাকিস্তানে গেলেও তাঁর সফরসূচি নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল। এবার ইসলামাবাদে আয়োজিত সম্মেলনে মা-বাবার সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন মালালা।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে ফিরতে পেরে আমি অভিভূত ও আনন্দিত। নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে।' পাকিস্তানে নারী নির্যাতন, সংখ্যালঘু মহিলাদের ওপর ধর্মান্তরণের চাপের অভিযোগ নিয়ে মুখ না খুললেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মালালা। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার নিয়ে সরব হব। আফগানিস্তানে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তালিবান নেতাদের কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হবে সেই বিষয়ে কথা বলব।' এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানে নারী স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেন, 'মেয়েদের শিক্ষার ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান সহ মুসলিম বিশ্ব উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, তাঁদের কণ্ঠস্বর রোধ করার সমান।'

ভোটের মুখে ক্যাগ রিপোর্টে আপ-বিজেপি তর্জা

আবগারি দুর্নীতিতে ক্ষতি ২০২৬ কোটি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে দিল্লির ক্ষমতাসীন আপ সরকারকে ফের অস্বস্তিতে ঠেলে দিল অধুনালুপ্ত আবগারি নীতি সংক্রান্ত আর্থিক কেলেঙ্কারি। ক্যাগের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ওই আর্থিক দুর্নীতির কারণে দিল্লির কোষাগারের ২০২৬ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওই নীতি তৈরি করা হয়েছিল, তা পূরণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে আবগারি নীতি। উলটে ওই নীতি দেখিয়ে আপ নেতারা মোটা টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলে ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীগোষ্ঠী মানতে অস্বীকার করেছিল। আবগারি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। সিবিআই-ও পৃথক তদন্ত শুরু করে। কিন্তু গতবছর আপের শীর্ষ তিন নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ক্যাগের ওই রিপোর্টটি এখনও পর্যন্ত দিল্লি বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। কিন্তু তার আগেই যেভাবে ওই রিপোর্ট ফাঁস হয়েছে, তাতে আপ-বিজেপির মধ্যে প্রবল আকচা-আকচি শুরু হয়েছে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার তোপ, 'ক্ষমতার বিষে বিষাক্ত, অপশাসনের চূড়ান্ত লুটের আপদা মডেল পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। সেটাও আবার মদ নিয়ে। ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং অপকর্মের জন্য শাস্তি পেতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি রয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে লিকারগেটের মুখোশ খুলে গিয়েছে।' তাঁর দলের নেতা অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'আপের নীতি যদি ভালোই ছিল, তাহলে তারা সেটি প্রত্যাহার করল কেন? দিল্লির ভাঙাচোরা রাস্তা, নোংরা পানীয় জল, ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ বিল, পাহাড়প্রমাণ আবর্জনার স্তূপ এবং দূষণের ব্যাপারে আপের কাছে কোনও উত্তর নেই। দিল্লির মানুষ এই আপদা (বিপর্যয়) থেকে মুক্তি চাইছে।' উলটোদিকে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং ওই রিপোর্ট আদৌ যথাযথ কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এই ক্যাগ রিপোর্ট কোথায়? আপনাদের কাছে কি এর কোনও প্রতিলিপি আছে? কোথা থেকে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট? বিজেপির দপ্তরে কি এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। বিজেপি নেতারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ক্যাগ রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি। অথচ তাঁরা অদ্ভুত সব দাবি তুলছেন।' সুর চড়িয়েছে কংগ্রেসও। দিল্লির প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করায় বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিপোর্টটি চেপে থাকার জন্য বিজেপি ও আপের মধ্যে যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। দিল্লিতে বিধানসভা ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি।

ক্যাগ রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছে, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য খতিয়েও দেখা হয়নি। যারা নিয়ম মানেনি তাদের শাস্তিও দেওয়া হয়নি। আবগারি নীতি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা কিংবা উপরাজ্যপালের সম্মতিও নেওয়া হয়নি।

> ক্ষমতার বিষে বিষাক্ত, অপশাসনের চূড়ান্ত লুটের আপদা মডেল পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। সেটাও আবার মদ নিয়ে। ক্যাগ রিপোর্টে লিকারগেটের মুখোশ খুলে গিয়েছে।
>
> **জেপি নাড্ডা**
>
> এই ক্যাগ রিপোর্ট কোথায়? কোথা থেকে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট? ক্যাগ রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি। অথচ তাঁরা অদ্ভুত সব দাবি তুলছেন।
>
> **সঞ্জয় সিং**

অসমে খনি থেকে আরও ৩ দেহ উদ্ধার, মৃত বেড়ে ৪

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : অসমের ডিমা হাসাও জেলার উমরাংশুর কয়লাখনিতে আটকে থাকা আরও তিন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার। গত সোমবার হঠাৎ খনিতে জল ঢুকে যাওয়ায় ৯ জন শ্রমিক সেখানে আটকে পড়েন।

খনি থেকে প্রথম মৃতদেহটি উদ্ধার হয় বুধবার। শনিবার সকালে উদ্ধার হওয়া তিন শ্রমিকের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি হলেন ২৭ বছর বয়সি লিজেন মাগার। তিনি ডিমা হাসাও জেলার উমরাংশুর বাসিন্দা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'উদ্ধার অভিযান চলছে। এই দুঃসময়ে শোকাহত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা। আমরা এখনও আশা ধরে রেখেছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, খনিটি ১২ বছর আগে পরিত্যক্ত হলেও অবৈধ নয়। তিন বছর আগে পর্যন্ত খনিটি অসম মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীনে ছিল। তাঁর কথায়, 'এটি অবৈধ খনি নয়, তবে পরিত্যক্ত ছিল। শ্রমিকরা সেদিন প্রথমবার সেখানে কয়লা তুলতে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।'

৩১০ ফুট গভীর ওই খনি থেকে জল বের করার চেষ্টা চলছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি) এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা কোল ইন্ডিয়া থেকে আনা বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে জল নিষ্কাশন করতে। তবে খনির জল কয়লার সঙ্গে মিশে অ্যাসিডিক হয়ে যাওয়ায় ডুবুরিদের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে জীবিত অবস্থায় একজনকেও আর উদ্ধার করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ চলছে কনৌজ রেলস্টেশনে। শনিবার।

নির্মীয়মাণ ছাদ ভেঙে আটকে শ্রমিকরা

কনৌজ, ১১ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের কনৌজ রেলস্টেশনের একাংশে নির্মাণকাজ চলছিল। আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ অংশের ছাদ। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন শ্রমিক। তাঁদের

কনৌজ স্টেশন

মধ্যে কতজন জীবিত রয়েছেন তা নিয়ে আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে। রেলকর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছে পুলিশ, দমকলবাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় ৩৫ জন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন। ১১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কনৌজের জেলা শাসক শুভ্রান্তকুমার শুক্লা বলেন, 'স্টেশন চত্বরে যে নির্মাণকাজ চলছিল সেটির ছাদ ভেঙে পড়েছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের বার করে আনতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

উদ্ধারকাজে গতি আনতে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তলব করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশন চত্বরে ১২টি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে। ঘটনার পরেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। যাঁদের চোট গুরুতর নয়, তাঁরা ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

মৃত্যু আপ বিধায়কের

চণ্ডীগড়, ১১ জানুয়ারি : নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল থেকে গুলি ছিটকে মৃত্যু হল পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিমের আপ বিধায়ক গুরপ্রীত বাসসি গোগীর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে আপ বিধায়ককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ডিসিপি জসকরণ সিং তেজা বলেন, 'শুক্রবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা তদন্ত করছি।' দেশি-বিদেশি পুরোনো ভিন্টেজ গাড়ি এবং বন্দুকের সংগ্রাহক হিসেবে যথেষ্ট নামডাক ছিল গোগীর। দলীয় বিধায়কের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

৬৪ জনের যৌন হেনস্তার শিকার দলিত তরুণী

তিরুবনন্তপুরম, ১১ জানুয়ারি : এক দলিত কিশোরীকে একটানা পাঁচ বছর দলবেঁধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল কেরলের পাঠানমথিত্তা জেলায়। অভিযোগ, ৬৪ জন নাগাড়ে যৌন অত্যাচার করে গিয়েছে ওই দলিত কিশোরীকে। মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রথম যৌন হেনস্তার শিকার হন খেলাধুলোয় পারদর্শী ওই কিশোরী। কিন্তু এতদিন এ কথা তিনি কাউকে জানাতে পারেননি স্রেফ লজ্জায়। বর্তমানে ওই কিশোরীর বয়স

আঠারো। সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মনোসমীক্ষণের সময় তিনি সত্য কথা জানিয়ে দেন। তরুণী বলেন, পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হত।

কেরলের পাঠানমথিত্তা এলাকায় 'মহিলা সমাক্য' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রুটিন কাউন্সেলিংয়ের কাজ করা হচ্ছিল। ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কৈশোরে হেনস্তার বিষয়টি সামনে আসে। পাঁচ বছর ধরে তাঁকে কী অবর্ণনীয় যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল, সে কথা তরুণী কবুল করেন সংস্থার মনোচিকিৎসকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়। পাঠানমথিত্তা শিশুকল্যাণ সমিতি (সিডব্লিউসি)-র সঙ্গে এরপর কথা বলেন সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। তরুণী বলেন, তিনি খেলা ভালোবাসতেন। স্কুলে সবরকম খেলায় নিয়মিত অংশও নিতেন। সেই সময়েই যৌন নির্যাতনের শিকার হন তিনি। সেই নির্যাতনের ভিডিও তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে তিনি আতঙ্কে ভুগতে থাকেন।

সিডব্লিউসি-র অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ঘটনায় এপর্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পাঠানমথিত্তা জেলার পুলিশ। তরুণীর বয়ান নথিভুক্ত করে শুরু হয়েছে তদন্তও। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ করছে পুলিশ। পাঠানমথিত্তা জেলা চেয়ারপার্সন এন রাজীব জানান, অভিযোগ গুরুতর। তরুণীর সুরক্ষায় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর কথায়, 'মামলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলের অষ্টম শ্রেণি থেকে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, ভাবা যায় না। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে। দোষীরা শীঘ্রই ধরা পড়বে।'

সঙ্গীকে খুন করে ৮ মাস ফ্রিজে

ভোপাল, ১১ জানুয়ারি : শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুনের পর দেহটি ৩৫ টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল তার লিভ-ইন পার্টনার আফতাব পুনেওয়ালা। দিল্লির সেই ঘটনার নৃশংসতা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে। ভোপালে লিভ-ইন পার্টনারকে খুন করে মাসের পর মাস ফ্রিজে ভরে রাখার অভিযোগ উঠেছে এক বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সঞ্জয় পাতিদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় সে জানিয়েছে, ৫ বছর ধরে পিঙ্কি প্রজাপতি নামে ওই মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল।

পিঙ্কিকে নিয়ে ভোপালে ভাড়া বাড়িতে থাকছিল সঞ্জয়। পিঙ্কি বিয়ের জন্য তাকে চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু রাজি হয়নি সঞ্জয়। চাপমুক্ত হতে গতবছর জুন মাসে পিঙ্কিকে খুন করে সঞ্জয়। তারপর বাড়ির ফ্রিজে দেহটি ভরে রাখে। ৮ মাস বাদে শুক্রবার ফ্রিজ থেকে পচাগলা দেহটি বের করে পুলিশ। তখনও দেহে শাড়ি-গয়না ছিল। হাত-পা বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, উজ্জয়িনীর বাসিন্দা সঞ্জয় বিবাহিত। পিঙ্কির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল সে। কিছু দিন লিভ-ইন সম্পর্কে থাকার পর পিঙ্কি সঞ্জয়কে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। দু-জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হত। পিঙ্কিকে খুন করার পর দেহটি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেয়। তারপর আর খুব একটা ভাড়া বাড়িতে যেত না সে। সম্প্রতি বাড়িওয়ালা ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর কয়েকঘণ্টা পর থেকেই ঘর থেকে পচা গন্ধ বেরোতে থাকে। এরপরই খুনের বিষয়টি জানাজানি হয়।

১০ দিন আগেই রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

অযোধ্যা, ১১ জানুয়ারি : শনিবার উৎসাহ-উদ্দীপনা, হোমযজ্ঞ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পালিত হল অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা মহোৎসবের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্সে লেখেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই মন্দির এক মহান ঐতিহ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, সংগ্রাম এবং ভক্তিনিষ্ঠার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে।'

গতবছর ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ১১ জানুয়ারি প্রথম বর্ষপূর্তি পালন করার কথা জানায়। হিন্দু তিথিনক্ষত্র মেনে শনিবারই এই অনুষ্ঠান হয়। ট্রাস্টের ব্যাখ্যা, গতবছর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী পৌষ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে। যাকে কূর্ম দ্বাদশীও বলা হয়। এবছর এই তিথিটি পড়েছে ১১ জানুয়ারি। সেই কারণে এদিনই অযোধ্যায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে।

বহাল স্টর্মি-অস্বস্তি, ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি : আর মাত্র ৯ দিন। তারপরই ৪ বছরের জন্য 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর' দেশের সর্বশক্তিমান নেতা হবেন তিনি। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসার ঠিক আগেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেজায় অস্বস্তিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর যাবতীয় ক্ষোভের নিশানায় ডেমোক্র্যাট পার্টি ও জো বাইডেনের সরকার। শুক্রবার ম্যানহাটন আদালত তাঁকে 'নিঃশর্ত মুক্তি' দিলেও দোষী ঘোষণা করেছে। ফলে এই প্রথম ঘুষ দেওয়ার মতো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছেন।

ঘটনাপ্রবাহ সেইদিকে মোড় নিতেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছেন ট্রাম্প। আদালতের রায়কে 'ঘৃণ্য প্রহসন' বলে উল্লেখ করে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে 'ডাইনি শিকার'-এর কায়দায় তাঁকে রাজনৈতিকভাবে খতম করার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, 'আজকের ঘটনাটি ছিল একটি ঘৃণ্য প্রহসন। এটি শেষ হয়ে গেলেও আমরা এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আপিল জানাব। এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা আমেরিকার মহান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করব।' পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও আইনি পথে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ট্রাম্প। স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ মামলায় নিম্ন আদালতের সাজা ঘোষণা স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আমেরিকার শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি কাজকর্মের আইনি রক্ষাকবচ থাকে। তবে সেই বিষয়টির সঙ্গে ঘুষ মামলার সম্পর্ক নেই। ট্রাম্পের এদিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, সুপ্রিম-রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে আবেদন জানাতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা। তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে ২০১৬-য় স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ১.৩ লক্ষ ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। স্টর্মিকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইকেল কোহেন।

আমি পারতাম

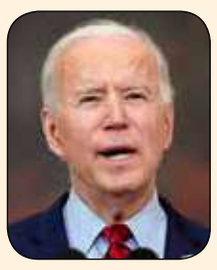

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাঝপথে ময়দান না ছেড়ে যদি লড়াই চালিয়ে যেতেন তাহলে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা ছিল। বিদায়বেলায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাশাপাশি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসাবে কমলা হ্যারিসেরও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারানোর ক্ষমতা ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। বাইডেন বলেন, 'ট্রাম্পকে হারাতে পারতাম বলেই আমার মনে হয়। কমলার পক্ষেও সেটা সম্ভব ছিল।' ২০২০-তে ট্রাম্পকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়কে 'জীবনের সেরা সম্মান' বলে মনে করেন বাইডেন।

> আজকের ঘটনাটি ছিল একটি ঘৃণ্য প্রহসন। এটি শেষ হয়ে গেলেও আমরা এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আপিল জানাব। এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

দুঃসাহসিক খুন
(৩ জানুয়ারি)

মালদা শহরে দিনেরবেলায় প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে দাপুটে তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে খুন। ঘটনার রেশ পৌঁছাল নবান্ন পর্যন্ত।

সীমান্তে বাধা
(৩ জানুয়ারি)

কুচলিবাড়ির নাকারেরবাড়ির গোলাপাড়ায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এখানে বেড়া দিতে গিয়ে বিএসএফ-কে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে।

ফের স্কুলে
(৫ জানুয়ারি)

জমানো খুচরো টাকা নিয়ে স্কুলছুট কিশোর ফের স্কুলে ভর্তি হল। চাকুলিয়া হাইস্কুলের এই ঘটনা সকলকে সমানভাবে ছুঁয়ে গেল।

অবশেষে হাসপাতাল
(৭ জানুয়ারি)

জয়গাঁ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে। এখানে ৫০টি বেডে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। এলাকায় খুশির হাওয়া।

সানি সরকার

হাকিমপাড়ার কাঠের বাড়িগুলি প্রায় সবই উধাও। সুকনা, শালবাড়ি, শালুগাড়ায় আকাশছোঁয়া বহুতলের সারি। নগরায়ণের জাঁতাকলে সমানে পিষ্ট শিলিগুড়ি। শহর থেকে সবুজ রংটা ক্রমেই গায়েব হয়েই চলেছে।

উন্নয়ন।। *শিলিগুড়ি গেটের কাছে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।*

সবুজ নয়
অবুঝ শিলিগুড়ি

তখন সবুজের সমাহার।।
শিলিগুড়ি গেটের কাছে একই জায়গায়।

সূর্যনগর না ডাবগ্রাম, তর্কটা চলে আজও। কারও মতে এলাকার নাম সূর্যনগর, কারও যুক্তি এলাকার পরিচিতি ডাবগ্রামে। কেন এমন বিরোধ, তার খোঁজ মেলে অতীতের পাতায়। ডাবগ্রামের পরিচয়ের মূলেই রয়েছে বন দপ্তরের ডাবগ্রাম বিট অফিস। কয়েক দশক আগে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডাবগ্রাম বিট অফিস ছিল সূর্যনগরে। মুখে মুখে সূর্যনগর হয়ে যায় ডাবগ্রাম। বিট অফিস বলতে বনাঞ্চলের মাঝে বন দপ্তরের কার্যালয়। আজ বনও নেই, অস্তিত্বহীন বিট অফিস। খুঁজে পাওয়া যায় না লাল ইটের রাস্তার দু'ধারে কাঁচা ড্রেন, টিনের চালের বাড়ির চারদিকে গাছগাছালি। গাছের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একের পর এক বহুতল, নানান রংয়ের।

চোখের সামনে ভাসে হাকিমপাড়ার বদলে যাওয়া ছবিটা। গাছের তলায় সারি সারি কাঠের বাড়ি আর নেই। পরিবর্তে সেই বহুতল। এমন উদাহরণের শেষ নেই। এখন তো সুকনা, শালবাড়ি, শালুগাড়াতেও আকাশ ছুঁতে চাওয়া বহুতলের সারি। একেই নাকি বলে নগরায়ণ। এই নগরায়ণ এবং উন্নয়নের জাঁতাকলে পরিধি বাড়ছে শহর শিলিগুড়ির। ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, এমনকি মহানন্দা অভয়ারণ্যও। নানা রংয়ের বাড়িতে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ রং। প্রতিবাদ করলেই উন্নয়নবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই, প্রতিবাদীরা একঘরে। যেমন, বর্তমানে স্টেশন ফিডার রোড চওড়া করার জন্য একের পর এক গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে। একা 'কুম্ভ' হয়ে গাছ বাঁচাতে লড়াই শুরু করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। বন্ধ করে দিয়েছেন পুরনিগমের এই উদ্যোগ। তাঁর সঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের বেধেছে তর্জা। শংকর যে তাঁর লড়াই বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না, পালটা সমালোচনার মুখে পড়তে হবে, তার প্রমাণ মিলছে কেন্দ্রীয় সরকারের এলিভেটেড হাইওয়ে বা করিডর নির্মাণের সিদ্ধান্তে। বালাসন থেকে এলিভেটেড হাইওয়ে শেষ হয়েছে সেবক সেনাছাউনিতে। এখান থেকেই সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতিন গড়করির সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রক বরাদ্দ করেছে ১,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এশিয়ান হাইওয়ের মতো ফের একের পর এক গাছে কোপ পড়বে। শংকর কি পারবেন এই ক্ষেত্রে রুখে দাঁড়াতে, যেমনটা করেছিলেন লাটাগুড়ির ক্ষেত্রে?

বিরোধ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নয়ের দশকের একটি ঘটনা। অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সে সময় সেবক রোড চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন বাম সরকার। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন, ক্লাব। প্রতিবাদটা এতটাই জোরালো হয়েছিল যে 'গণভোট'-এর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। গাছ না উন্নয়ন, বাছাইয়ের ভোট। লাইনে দাঁড়ালেন সাধারণ মানুষ। আর পাঁচটা নির্বাচনের মতো ভোট দিলেন। রেজাল্ট উন্নয়নের পক্ষে। শয়ে-শয়ে গাছে করাত পড়ল। ওই ভোট ছিল লোকদেখানো, গণনায় কারচুপির অভিযোগ এনে আজও স্মৃতিচারণা করেন পরিবেশপ্রেমীরা। অর্থাৎ, শাসকের রং যাই হোক, বৃক্ষচ্ছেদন-উন্নয়নের পক্ষে সব দলই।

শিলিগুড়িতে এই 'উন্নয়ন যজ্ঞ'র সূচনা সাতের দশকে। সে সময় থেকেই জনবসতির সংখ্যা বৃদ্ধির শুরু। প্রথমে বাংলাদেশ ও অসম থেকে মানুষের ছুটে আসা, সঙ্গে কাজের খোঁজে বা মাথা গোঁজার টানে বিহার ও নেপালের বাসিন্দাদের চলে আসা। নদীর ধারে থাকা গাছ কেটে গড়ে উঠল একের পর এক বসতি। কাটা পড়ল জঙ্গলও। এই সেদিনও আশিঘর মোড়ে ছিল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। এখন ফাড়াবাড়িতেও মানুষের বসবাস। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরায় টান পড়ল ঘরের। আটের দশক থেকে শুরু হল ফ্ল্যাট কালচার। ভাঙা পড়তে শুরু করল টিনের বাড়িগুলি, কাটা পড়ল পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির চারদিকে থাকা গাছগুলি। এখন বাড়ির পরিবর্তে ফ্ল্যাট। তাতে নানা রং। খোঁজ মেলে না শুধু সবুজের। নয়ের দশকে চাঁদমণি চা বাগান ধ্বংস করে উপনগরী গড়ে তোলা হয়। এর জেরে প্রতিবাদী আন্দোলনে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

তবে আশার বিষয় বলতে, দেরি হলেও এ বিষয়ে 'বেড়ি' পরাতে চাইছে বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের লাগোয়া পাঁচ কিলোমিটার ইকো সেনসিটিভ জোন হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্যের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এই জোনে আর কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না। ভাঙা পড়তে পারে বহুতলগুলি। ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গিয়েছে। লগ্নির কী হবে, উঠছে সেই প্রশ্নও। তাই একের পর এক বৈঠক হলেও সবপক্ষ সহমত হতে পারছে না। সিদ্ধান্তের বিষয়ে কেন্দ্রকে জানাতে পারছে না স্থানীয় প্রশাসন। এই ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে এবং মহানন্দা নদীতে গুলমায় গড়ে উঠেছে রিসর্ট। প্রশাসন নাকি জানতই না। ভাবা যায়!

বাড়বে গতি
(৮ জানুয়ারি)

সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার এলিভেটেড করিডরের জন্য সড়ক পরিবহণমন্ত্রক ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল।

মাছের মিউজিয়াম
(৮ জানুয়ারি)

উত্তরবঙ্গে মেলে এমন ১৫৬টি মাছ নিয়ে অভিনব এক মিউজিয়াম বানিয়ে মাথাভাঙ্গার ভেলাকোপা গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত বর্মন তাক লাগিয়েছেন।

অডিট শুরু
(৮ জানুয়ারি)

আবাস দুর্নীতির তদন্তে রাজ্য সরকারের বিশেষ অডিট টিমের সদস্যরা মাল পুরসভায় এলেন। স্বপন সাহা ঘনিষ্ঠের গাড়িতে চেপে আসায় বিতর্ক।

দুয়ারে হাতি।। *ফালাকাটা শহরের সুভাষপল্লিতে হাতি। গত বৃহস্পতিবার।*

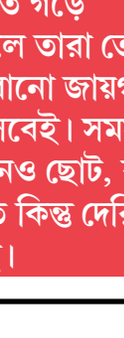

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা শহরে হাতির হানাদারি আজকাল যেন রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় নয় বছর আগে শুরু। তারপর থেকে শহরে লাগাতার হাতি আসছে। অবশ্য হাতির আর দোষ কী! তাদের চলাফেরার করিডর আটকে বসতি গড়ে উঠলে তারা তো পুরোনো জায়গায় আসবেই। সমস্যা এখনও ছোট, বড় হতে কিন্তু দেরি নেই।

ফের ফালাকাটায়

ঠিক এক বছর আগের কথা। গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারি ফালাকাটা শহরে হাতি ঢুকেছিল। শুধু তাই নয়, হাতি ঢুকে শহরে বেশ কিছু ক্ষতিও করেছিল। এবারের হানাদারি অবশ্য একটু আগে। ৯ জানুয়ারি। ফের হাতি ঢুকল শহরে। দুটিতে মিলে বেশ ভাঙচুরও করল। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার হাতির তাণ্ডব দেখেছে শহর ফালাকাটা। এখনও পর্যন্ত মারাত্মক তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর না পাওয়া গেলেও হাতির হানাদারির ঘটনায় বাসিন্দারা যথেষ্টই আতঙ্কিত।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটা শহরে ২০১৬-'১৭ সালে হাতি এসেছিল। সেবার সারদান্দপল্লি, অরবিন্দপাড়া দিয়ে হাতির পাল তাণ্ডব চালিয়েছিল। ২০১৯ সালে ফের শহরে আসে হাতি। ওই সময় ৩১ মে ভোর থেকে সারাদিন জলদাপাড়া বনাঞ্চলের এক বুনো হাতি তাণ্ডব চালায় ফালাকাটা শহরে। সুভাষপল্লি ও মাদারি রোডেও হামলা চালায় হাতিটি। একইভাবে ওই বছর ২৯ অক্টোবর মাঝরাতে শহরের একাধিক রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় একটি বুনো। সেবার ট্রাফিক পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে হাতির সেই দাপুটে চলাফেরার দৃশ্য। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসেও হাতির তাণ্ডব চালায় ফালাকাটায়। তবে সেটি সেবার শহরে সেরকম ক্ষতি করতে পারেনি। ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ফের হাতি বের হয় শহরে। গত বছর শিশু সদন স্কুলেও হাতি ঢুকে পড়ে। তবে বন দপ্তর সজাগ থাকায় বড়সড়ো কোনও ক্ষতি হয়নি। পরে ওই হাতিটি শিশু সদন ও রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর এবারের ৯ জানুয়ারির ঘটনা।

ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে অনেকেই উদ্বিগ্ন। ফালাকাটার পরিবেশপ্রেমী ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরীর কথায়, 'ফালাকাটার আশপাশে আছে জলদাপাড়া বনাঞ্চল। কিন্তু এই বনাঞ্চলে চলছে ক্রমশ বৃক্ষচ্ছেদন। ফলে বুনোদের খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়ছে। পাশাপাশি হাতির করিডরে তৈরি হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতা। এসবের জেরে খাদ্যের সন্ধান কিংবা করিডরে দিকভ্রষ্ট হয়েই হাতির দল ফালাকাটা শহরে ঢুকছে।' শিক্ষক সুমিত দাসের বিশ্লেষণ, 'ভৌগোলিক দিক থেকে ডুয়ার্সের একাধিক এলাকাতেই ছিল হাতির সেফ করিডর। ওই করিডর আজ অবরুদ্ধ। তাই বারবার করিডরের বদলে অন্যত্র হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণ ঢুকে পড়ছে। বন সহ আমাদের সবার আরও বেশি করে গাছ লাগানো দরকার।'

ফালাকাটা শহরে এভাবে বারবার হাতির হানাদারির ঘটনায় বন দপ্তরের দিকেই অভিযোগের আঙুল। ফালাকাটার একটি সামাজিক সংগঠনের সভাপতি শুভজিৎ সাহার কথায়, 'ফালাকাটা শহরে এখন প্রতি বছর হাতি ঢুকে পড়ছে। তাই বন সংলগ্ন এলাকা বাদেও এখন হাতি নিয়ে শহরেও সচেতনতা প্রচার করা প্রয়োজন। বন দপ্তরের এ বিষয়ে আরও সচেতন পদক্ষেপ প্রয়োজন। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের অবশ্য বক্তব্য, 'সম্ভবত দলছুট হাতি কোনওভাবে এখানে ঢুকে পড়েছে। লোকালয়ে যাতে হাতি না আসে সেজন্য আমরা সমস্তরকম পদক্ষেপ করছি।'

সমস্যা এখনও ছোট, বড় হতে কিন্তু দেরি নেই বলেই আশঙ্কা। দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে।

পরিযায়ী পাচার?

পঙ্কজ মহন্ত

কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়াটা সাধারণ বিষয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর একরকম গায়েব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক বটে। বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রাম এমন কয়েকটি ঘটনার সাক্ষী। পরিস্থিতি যথেষ্টই প্রতিকূল।

জীবন যেমন।। *বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রামে।*

হয়তো আমাকে কারও মনে নেই, আমি যে ছিলাম এই গ্রামেতেই।

১৯৮১ সালের সিনেমা 'প্রতিশোধ'-এ কিশোরকুমারের গাওয়া হিট গান। দারুণ মন ভালো করা। বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রামের অবশ্য এই গান ভালো লাগে না। কেননা, গ্রামের অনেকেরই তো আর এলাকায় ফিরে আসা ইদানীং হয়ে উঠছে না। গ্রামের শ্রমজীবীরা কিছু বাড়তি আয়ের আশায় কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে পাড়ি দিয়েছিলেন। অনেকেরই আর বাড়ি ফেরা হয়নি।

মূলত দালালদের হাত ধরেই বেশি রোজগারের প্রলোভনে তাঁদের বাড়ি ছাড়া। প্রথমে তিন মাসের চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে দালালরা আশ্বাস দেয়। পরে অনেকেরই আর সময়মতো বাড়ি ফেরা হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেই দালালদের কাছ থেকে উত্তর আসে, 'ওঁর তো মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, আর উনি তো বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে নেমে কোথায় যে চলে গেলেন আর খোঁজই পাওয়া গেল না।'

মূলত খেটে খাওয়া মানুষেরই বসবাস এই গ্রামে। যেখানে ২০ শতাংশ আদিবাসী অধ্যুষিত। সম্প্রতি গ্রামে গিয়ে এমন সাতজনের গায়েব হয়ে যাওয়ার খবর মিলল। তরতাজা ছেলে মঙ্গল হেমব্রম গায়েব হলেও মা সেই চিন্তাকে বড় করে দেখাতে রাজি নন। ক্ষান্ত মঙ্গলের স্ত্রীরও একই দশা। দালালদের ভরসায় তারা পুলিশের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়নি। তারাই নাকি পুলিশে জানিয়ে খোঁজ চালাচ্ছে। তাদের কথাতেই আশ্বস্ত পরিবার। জোসেফ মুর্মু কোন রাজ্যে কাজে যাচ্ছে না জানিয়ে দাদনের মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি ছেড়েছেন। কাজে যাওয়ার পর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হঠাৎই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সমীর দাস দু'বছর আগে এলাকারই একজনের হাত ধরে দিল্লি গিয়েছিলেন। সমীরের কোমর ভাঙা, খোঁড়াও। যার দুটো ইট বহনের ক্ষমতা নেই, তাকে নির্মাণকর্মী হিসেবে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমীরের স্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে পুলিশের কাছে দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অসহায় মহিলা নিখোঁজ স্বামীর ছবি দিয়ে পোস্টার বানিয়ে দিল্লির নানা গলিতে সেঁটে এসেছেন। বালুরঘাটে এসেও ভোগান্তি। পুলিশ মিসিং ডায়েরি নেয়নি। সমীরের স্ত্রী পরে আদালত মারফত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সমীর এখনও নিখোঁজ। এভাবেই গ্রামটি যেন ক্রমশ পুরুষশূন্য হয়ে পড়ছে।

বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এই গ্রামে পা মাড়ালেই রাস্তাঘাটে মহিলাদের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বাইরে কাজে গিয়ে পুরুষ উধাওয়ের ঘটনা জনপ্রতিনিধিরাও জানেন। প্রায় সাতজন গ্রাম থেকে গায়েব হওয়ার পরে কয়েকজনের নামে মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু তারপরে সব ফাইল চাপা। নিখোঁজ শ্রমিকরা এখনও নিরুদ্দেশের তালিকায়। আর এখানেই উঠে আসছে মানব পাচারের তত্ত্ব। রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে মানব পাচারের আশঙ্কা তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ জেলায় কয়েকটি চালকল ছাড়া তেমন কারখানা নেই। কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। সেখানে বেশি মজুরির প্রলোভন দেওয়া সহজ। প্রায় এক দশক আগে বুনিয়াদপুরে রেলের ওয়াগন ফ্যাক্টরির শিলান্যাস হলেও সেখানে এক গাড়ি মাটিও পড়েনি। বালুরঘাটের রাইনগরে শিল্পতালুক ১৯৯৮ সাল থেকে শোনা যায়। যেখানে জায়গা কমতে কমতে ৫.৩১ একরে নেমেছে। আদৌ তা কবে বাস্তবায়িত হবে জানা নেই কারও। তাই বর্তমানে কলকারখানা, শিল্পহীন এই প্রান্তিক জেলার মানুষের কাছে ভিনরাজ্য যেন স্বপ্নপূরণ। না ফেরার উদ্বেগকে ফুৎকারে উড়িয়ে জীবন হাতের তালুতে রেখে তবু একের পর এক শ্রমিক পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। এখন এই শ্রমিক উধাওয়ের বৃত্ত কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ হয় সেটাই দেখার।

উদ্বেগ।। *নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের আধার কার্ড হাতে স্ত্রী।*

রঙিন পৃথিবী।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অলোক দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সারাদিনে মেরেকেটে মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার বিক্রি

বিক্রি নেই সবলামেলায়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামের দশভুজা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বৃদ্ধেশ্বরী বর্মনের মন খুব খারাপ। কারণ তাঁদের হাতে তৈরি ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে না। কারণ লোকই নেই মেলায়। অন্যদিকে, চিড়ে-মুড়ি এবং তেলেভাজার দোকানে তাও একটু ভিড় চোখে পড়ছে। এমনই বৈসাদৃশ্যে ভরা চিত্র দেখা যাচ্ছে দিনহাটার বোর্ডিংপাড়ার মাঠে।

গত আট তারিখ থেকে ওই মাঠে শুরু হয়েছে সবলামেলা। প্রায় চারদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু সেভাবে ক্রেতার দেখা নেই। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এলাকার মানুষজন জানেই না এবারের সবলামেলা হচ্ছে দিনহাটার বোর্ডিংপাড়ার মাঠে। যার ফলে দিনের শেষে শূন্য হাতেই ফিরতে হচ্ছে মেলায় আগত বিভিন্ন জায়গার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দোকানিদের। আগে থেকে প্রচার হলে মেলায় অনেক লোক আসত। সেইসঙ্গে প্রচুর বিক্রি হত বলে দাবি দূর থেকে আগত দোকানিদের। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও প্রায় একবাক্যে

দিনহাটার বোর্ডিংপাড়ার মাঠের সবলামেলায় গুটিকয়েক ক্রেতা।

মেনে নিয়েছেন যে, একটু ভালো করে প্রচার হলে হয়তো ছবিটা একটু হলেও বদলাত।

জামবাড়ি থেকে এসেছে জামবাড়ি ফার্মার্স প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড। সেখানকার এসএসজি গ্রুপের মহিলারা মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন। চারদিন ধরে মেলা চলছে। কোনওদিন ৪০০ টাকার বিক্রি হয়েছে। কোনওদিন আবার ৫০০ টাকা। বিক্রিবাটা সেরকম না হওয়ায় খানিকটা হতাশ হয়েছেন তাঁরা। গ্রুপের এক সদস্য শাহরুখ আলম আক্ষেপের সুরে বললেন, 'একটু ভালো করে প্রচার হলে হয়তো আরও অনেক বেশি লোক মেলায় আসত। তাহলে বিক্রি আরও ভালো হত।'

দিনহাটা ছাড়াও মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ, সিতাই, শীতলকুচি ও কোচবিহার থেকে প্রচুর স্বনির্ভর

লোকসানের কারবার

- সঠিক উদ্যোগ এবং প্রচারের অভাবে ক্রেতার দেখা নেই সবলামেলায়
- রোজ ৪০০-৫০০ টাকার মতো বিক্রিবাটা হচ্ছে বলে জানালেন দোকানদাররা
- এই সামান্য টাকার বিক্রিতে লাভ কিছুই হচ্ছে না বলে আক্ষেপ তাঁদের

দলের মহিলারা তাঁদের পসরা নিয়ে বসেছেন সবলামেলার মাঠে। কিন্তু এখানে এসে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকেই মেলার কথা জানেন না।

যদিও ঠিকঠাক প্রচার হয়নি বলে মেলায় লোকজন আসছেন না, এই অভিযোগ মানতে নারাজ স্থানীয় বিডিও গঙ্গা ছেত্রী। তিনি বলেন, 'অনেক আগে থেকে মেলা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করা হয়েছে। মাইকিং করা হয়েছে, পোস্টারও সাঁটানো হয়েছে সব জায়গায়। এখন বিক্রি কম হলে সেখানে আমাদের কিছুই করার থাকে না।'

মেলায় জুয়েলারির দোকান নিয়ে আসা তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট ব্লকের বেলপাতা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা শিল্পী সরকার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু বিক্রিবাটা হয়নি। শুক্রবার অবশ্য ৭০০ টাকার কাছাকাছি বিক্রি করেছিলাম। এই প্রথম মেলায় দোকান দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। তাই বিক্রি কম হলেও আমরা খুশি।'

দিনহাটা ছাড়া জেলার অন্য প্রান্ত থেকে স্বনির্ভর দলের মহিলারা হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করতে এসেছেন সবলামেলায়। কেউ এনেছেন হাতে তৈরি ব্যাগ, ঘর সাজানোর জিনিস, কেউ আবার প্রসাধনের সামগ্রী, খাবার ইত্যাদি। মেলায় ৩৭টি স্টলে এইসব হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। এই দোকানগুলিতে সেরকম ক্রেতার দেখা না মিললেও চিড়ে-মুড়ির দোকানে তাঁদের দেখা যাচ্ছে। তেলেভাজার দোকানেও ক্রেতাদের ঢল নামছে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার মেলায় পিঠেপুলির দোকান সেরকম নেই। পিঠের দোকান না পেয়ে হতাশ সাধারণ মানুষ।

বিয়ের দাবিতে ধর্না তরুণের

শীতলকুচি, ১১ জানুয়ারি : বিয়ের দাবিতে ধূপগুড়ি থেকে শীতলকুচি পৌঁছে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন এক তরুণ। ওই তরুণের অভিযোগ, সাত বছর সম্পর্ক রাখার পর তাঁর প্রেমিকা অন্যত্র বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা তিনি কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। যদিও পালটা মিথ্যে কথা বলার অভিযোগ এনেছেন তরুণীটি। পুলিশ অবশ্য শুক্রবারই তরুণকে থানায় নিয়ে যায়। বাড়ির লোকের অনুরোধে পড়ে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

শীতলকুচি

সমাজমাধ্যমে পরিচয় এবং মন দেওয়া-নেওয়া, শেষে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসা। এধরনের ঘটনা নতুন নয়। তাতে সংযুক্ত হল গোলেনাওহাটির ঘটনাটি। সমাজমাধ্যমে যে তাঁদের পরিচয়, তা স্বীকার করে নিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির বাসিন্দা ওই তরুণ। তাঁর দাবি, সাত বছর ধরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর যাতায়াতও ছিল মেয়েটির বাড়িতে। দুই পরিবারের মধ্যে দুজনের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনাও হয়। কিন্তু এখন নাকি সম্পর্ক অস্বীকার করে তরুণীটি অন্যত্র বিয়ে ঠিক করেছেন। যা জানতে পেরে তিনি চলে এসেছেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় জমান মেয়েটির বাড়ির সামনে। তরুণীটির বক্তব্য, সমাজমাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু মিথ্যা কথা বলেছেন তরুণ। তাই এই সম্পর্কে থাকতে চান না তিনি। শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সোবাহান মিয়াঁ বলেন, 'ধর্নার ঘটনাটি শুনেছি। তাঁকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠায় মেয়েটির পরিবার। দুই পরিবারকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।' তবে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যাষ্থনি হোড়ো জানান, পুলিশ তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে ওই তরুণের পরিবারের লোকজন এসে তাঁকে নিয়ে যান।

আলুর ফলন নিয়ে চিন্তায় মেখলিগঞ্জ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জানুয়ারি : কোচবিহারের কৃষিপ্রধান ব্লকগুলোর মধ্যে অন্যতম মেখলিগঞ্জ ব্লক। বছরভর এখানকার কৃষকরা নানা ধরনের শাকসবজির চাষাবাদ করে থাকেন। শীতের মরশুমে যেমন ব্লকের অধিকাংশ এলাকায় আলু চাষ করে লাভের আশা করেন কৃষকরা। কিন্তু এবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আলুর ফলন নিয়ে চিন্তায় কৃষকরা।

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচার কৃষক রাহুল হোসেন ১১ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। কিন্তু আবহাওয়ার এমন রূপ দেখে তাঁর মাথায় হাত। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন সকাল হলে রোদ উঠছে, শিশিরের দেখা নেই। এদিকে, সূর্য ডুবতে না ডুবতেই শুরু হয়ে যাচ্ছে তীব্র হাওয়ার দাপট। শিশির তো ঠিকমতো পড়ছেই না, আলুর ফলন হবে কী করে?' ফলন হোক বা না হোক ব্যাংকের টাকা তো শোধ করতে হবে।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অমিত দাস জানান, মেখলিগঞ্জ ব্লকে কৃষকরা মূলত জ্যোতি, চন্দ্রমুখী পোখরাজ এইসব আলুর চাষ করে থাকেন। আলুর ধসা রোগ সাধারণত স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে

কী করণীয়

- জমিতে জলের অভাব রয়েছে কি না, নজর রাখতে হবে
- কৃষি দপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী রাসায়নিক স্প্রে করা
- জমিতে রসের ঘাটতি মেটাতে চাপান সার এবং অন্যান্য অনুখাদ্যের প্রয়োগ

দীর্ঘদিন রোদের দেখা না মিললে হয়। এখনও সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে আবহাওয়ার কারণে আলুর ফলনের উপর একটা প্রভাব তৈরি হয়েছে। বললেন, 'সবে তো ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। এক সপ্তাহ ভালোমতো ঠান্ডা পড়লে শিশিরও পড়বে। জানুয়ারির শেষের দিকে কতটা ফলন হয় সেটা বোঝা যাবে। প্রয়োজনে কৃষকরা ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করবেন।'

ভোটবাড়ির কৃষক দীপক রায়ের গলায় আশঙ্কার সুর। জানান, এই ধসা রোগ খুব ছোঁয়াচে হয়। খেতের পর খেত নষ্ট করে দেয়। মাটি এত শুকনো হয়ে গিয়েছে যে জলসেচ ছাড়া কোনও উপায় নেই। প্রতিদিন মোটর ভাড়া করে আলুখেতে জলসেচ দিতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বললেন, 'ঠিকঠাক ফলন না হলে কীভাবে সব টাকা শোধ করব, সেই চিন্তায় আমার রাতের ঘুম উড়েছে। গতবছর আলু চাষে লাভ মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এ বছরের লক্ষণ ভালো ঠেকছে না।'

কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী শংকর সাহা কৃজানান, আলুর টিউবার ফর্মেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নেই। তাই ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আবহাওয়া পরিবর্তনশীল বলে তাঁর আশ্বাস।

তাঁর সংযোজন, সারা পশ্চিমবঙ্গে কেপিএস সংক্রান্ত একটি সমস্যা রয়েছে। জেলার কৃষকরা ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেন। প্রয়োজনে কৃষকরা ছবি তুলেও পাঠাতে পারেন ফসলের।

বাজার মাতাচ্ছে রাজস্থানি বনকুল

হলদিবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজোর এখনও ঢের দেরি। তবে এখন থেকেই হলদিবাড়ির বাজারে উঠেছে রাজস্থানি বনকুল। আর সেই কুলের চাহিদা পথচলতি স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেই বেশি। যদিও তালিকায় বাদ যাচ্ছেন না বড়রাও। আর এদের চাহিদার কারণে ভালো বিক্রি হাসি ফোটাচ্ছে ব্যবসায়ীদের মুখে। গত ১০ বছর ধরে রাজস্থান থেকে আনা কুল বিক্রি করছেন হলদিবাড়ি শহরের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সত্যনারায়ণ মাহাতো। মাঝেমধ্যে দোকান সামলান তাঁর স্ত্রী রিনাও। রবিবার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন কুল বিক্রি করে এই দম্পতি।

সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, লাইনম্যানের কাছ থেকে ছোট বনকুল ৮০-৯০ টাকা কেজি দরে এবং বড় কুল ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে কিনে আনেন। এরপর সেগুলো ১০, ২০, ৩০ টাকা দরে কাগজে মুড়ে খুচরো বিক্রি করেন। দিনে গড়ে ছয়-সাত কেজি কুল বিক্রি হয় বলে জানান তিনি। এদিকে, সরস্বতীপুজোর আগে পড়ুয়াদের কুল খাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী রিনার দাবি, 'এই কুল খাওয়ার ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাস মানা হয় না। পাকা কুল বিক্রি হয়। ঠান্ডার মধ্যে তা খেলেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় কুলের পসরা নিয়ে রিনা মাহাতো।

এদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে কলেজ পড়ুয়া তনিমা সেন ওই দম্পতির থেকে কুল কিনে খাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, 'এলাকার কুল গাছে সবে ফুল থেকে কুল ধরতে শুরু করেছে। এমন সময় হাতের নাগালে পাকা কুল পেয়ে লোভ সামলাতে পারছিলাম না।' অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত্রা মল্লিক জানিয়েছেন, প্রতি বছর মরশুমের আগে এই দোকান থেকে তিনি কুল কিনে খান। সেইসঙ্গে পরিবারের সদস্যদের জন্যও নিয়ে যান।

মাথাভাঙ্গা শহরের কলেজ মোড়ে এই বেসরকারি বাসটিতে আগুন লেগে যায়। শনিবার দুপুরে।

বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসে আগুন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা শহরে কলেজ মোড়ে শনিবার দুপুরে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসে হঠাৎ আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীরা জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক নরেন রায় বলেন, 'বাসচালকের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ডিজেলের পাইপলাইন লিক করায় এই অগ্নিকাণ্ড।'

এদিন যে বেসরকারি বাসে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেটি ৬০ বছরের পুরোনো। ১৯৬৪ সালের ২ নভেম্বর বাসটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। এত পুরোনো বাস কী করে রাস্তায় চলে এবং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরই বা কীভাবে সেটির ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এত পুরোনো বাস কীভাবে রাস্তায় চলছে, তা নিয়ে বাসের মালিক মনোরঞ্জন পালকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি আগুন লাগার সময় বাসটিতে ছিলেন। তিনিই বাসের কনডাক্টর। তাঁর জবাব, 'নতুন বাসের জন্য আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে গতবছর নভেম্বর মাসে আবেদন করেছি। সেখান থেকে জানানো হয়েছে, আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানানো হবে।' অনুমতি পেলে

> চলতি বছর ১৯ মার্চ পর্যন্ত বাসটির ফিটনেস রয়েছে। ইনসুরেন্স, পলিউশন এবং পারমিট সহ সমস্ত কাগজ ঠিকঠাক আছে।
>
> **মনোরঞ্জন পাল**

এই বাস স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে এই রুটে নতুন বাস চালাবেন বলে জানান তিনি। তাঁর সংযোজন, 'চলতি বছর ১৯ মার্চ পর্যন্ত বাসটির ফিটনেস রয়েছে। ইনসুরেন্স, পলিউশন এবং পারমিট সহ সমস্ত কাগজ ঠিকঠাক আছে।'

বছর চারেক আগে মাথাভাঙ্গা শহরের আইনজীবী কৌশিক ভদ্র তৎকালীন মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের কাছে একশ্রেণির বেসরকারি বাসে কীভাবে যাত্রী সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে, তার বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিলেন। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেদিন যে সমস্ত বাসের নম্বর উল্লেখ করে অভিযোগ করেছিলাম, তার মধ্যে এই বাসটিও ছিল।'

কোচবিহার বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা দত্ত জানালেন, কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় ১৫ বছরের বেশি পুরোনো বাস বাতিল করা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের অন্যত্র সাড়ে ১৩ হাজার টাকা ফি দিয়ে গাড়িগুলির সরকারি আইন অনুযায়ী ফিট সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে। এতে রাস্তায় চলতে বাধা থাকছে না।

মাথাভাঙ্গার এআরটিও দেবীপ্রসাদ শর্মা এ বিষয়ে বলেন, 'গাড়ির যখন ফিটনেস পরীক্ষা হয়, তাতে যদি সেই গাড়ি পাশ করে তাহলে সেই গাড়িকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে আমরা বাধ্য।'

আহত শকুন উদ্ধার

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির একটি আহত শকুন উদ্ধার করল বন দপ্তর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। শনিবার কোচবিহারের তুফানগঞ্জের উত্তর ধলপলের ভুরকুশ এলাকায় নেপাল দাসের বাড়ি থেকে শকুনটি উদ্ধার হয়।

নেপালের বক্তব্য, 'শনিবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ দেখতে পাই একটি শকুন বাড়ির সামনে ভুট্টাখেতে এসে পড়ল। সেটি উড়তে পারছিল না। সে সময় কিছু ছোট ছেলে শকুনটিকে ঢিল মারছিল। এরপর শকুনটি কোনওভাবে উড়ে এসে আমার বাড়ির চালে বসে। তারপরই পুলিশকে বিষয়টি জানাই।' এরপর পুলিশ বন দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের লোকজন পাঠায় ঘটনাস্থলে। তাঁরা এসে আহত শকুনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে অর্ধেন্দু বণিক বলেন, 'শকুনটিকে উদ্ধার করে আমরা বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি।'

হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির আহত শকুনটি।

বেহাল রাস্তায় বাড়ছে বিপদ

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : পাঁচ বছর আগে রাস্তাটি একবার সংস্কার করা হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয়নি। রাস্তাটিতে এখন ছোট-বড় পাথর বেরিয়ে পড়েছে। কোনওরকমে যাতায়াত করছেন গোবড়াছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশামত মোকরারি গ্রামের বাসিন্দারা। বর্ষায় সেই ভোগান্তি বাড়ে। গ্রামবাসী আসিদা বিবি বলেন, 'আমাদের রোজ যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জানি না, কবে ভালো রাস্তা হবে।'

কিশামতের এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ কিমি। এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে দিনহাটা বাজারে কৃষিজ পণ্য নিয়ে যাতায়াত করেন গ্রামের কৃষকরা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে চলাচল করে। পাথর উঠে যাওয়ায় রাস্তাটি দিয়ে চলা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে। স্থানীয় তরুণ অভিজিৎ পাল বললেন, 'বাইক বা সাইকেল নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে খুবই সমস্যা হয়।'

কিশামত মোকরারি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নবুল হক অবশ্য জানান, রাস্তা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশ দাসের গলাতেও আশ্বাসের সুর। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে পাকা করা হবে। সবকিছু ঠিক করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে ট্রাফিক কার্যালয় উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। শনিবার।

নিশিগঞ্জ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীতের দাবি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে ট্রাফিক কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও একবার থানার দাবি উঠল। স্থানীয় বাসিন্দারা শনিবার এমন দাবি তুলেছেন। এ ব্যাপারে উদ্বোধক কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'নিশিগঞ্জ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করার সম্ভাবনার বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।' স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফাঁড়ি লাগোয়া জমি প্রস্তাবিত থানার জন্য অধিগ্রহণের দাবি জানানো হয়। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে সম্প্রতি পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই, নিশিগঞ্জে ট্রাফিক অফিসটি রাজ্য সড়কে পথ নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এখন কোচবিহারে মোট ১৩টি থানা রয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা-কোচবিহার গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের পাশে নিশিগঞ্জ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা মানছেন জেলা পুলিশের বহু কর্তাই। নিশিগঞ্জ প্রস্তাবিত থানা স্থাপন কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল কাদের আলি বলেন, 'শনিবার আরও একবার পুলিশ সুপারকে থানার দাবি জানানো হয়েছে।'

নিশিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশান্ত মালাকার এ ব্যাপারে বলেন, 'নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করার জন্য সমিতি থেকে অতীতে ডিআইজিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও দাবিসনদ পাঠানো হয়েছিল।'

কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে এক ব্যবসায়ীর টাকার ব্যাগ ছিনতাই, খুটামারাতে পেট্রোল পাম্পে ছিনতাই, এলাকায় অবৈধ গাঁজা, পপি চাষের বাড়বাড়ন্ত। এজন্য ওই এলাকায় থানা তৈরির জোরদার দাবি উঠেছে। এদিন নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালিত হয়। কম্বল বিলি করা হয়। ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিমেষ রায়, এসডিপিও সমরেণ হালদার, তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার, মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন প্রমুখ।

হীরক জয়ন্তী উদযাপন

ফেশ্যাবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হীরক জয়ন্তী বর্ষ শুরু হল ফেশ্যাবাড়ি গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শনিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের এই স্কুলে এই উপলক্ষ্যে দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিন স্কুল পড়ুয়ারা কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রাক্তন পড়ুয়া, অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষকরা স্মৃতিরোমন্থন করেন। রাতে শিল্পীদের নিয়ে ভাওয়াইয়া সংগীতানুষ্ঠান হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ বর্মনের কথায়, 'বিদ্যালয়ের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়।' এছাড়াও এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দে-কে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আখতার বানু, প্রধান শিক্ষক নারায়ণ বর্মন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মদনমোহন দত্ত, তপনকুমার দে প্রমুখ।

থানায় হাজিরা গৌরী-মৌমিতার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবারে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল যুবর টাউন ব্লক সভাপতি মৌমিতা ভট্টাচার্যকে। একইসঙ্গে ডাক পেয়েছিলেন সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। শনিবার বিকেল চারটায় দুজনেই হাজিরা দিলেন দিনহাটা থানায়। এই খবর লেখা পর্যন্ত দুজনের জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল।

এদিন থানায় ঢোকার মুহূর্তে প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিছু বলতে চাননি। তবে মৌমিতা বললেন, 'জাল রসিদ কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে ডেকেছিল। তদন্তে সহযোগিতা করতে এসেছি।' এর বাইরে মৌমিতা আর কিছু বলতে নারাজ।

বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির ঘটনায় গত ৩০ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় দিনহাটা পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তীকে। ৩১ ডিসেম্বর তাঁকে কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। যা রবিবার শেষ হতে চলেছে। পাশাপাশি আরও দুই ইঞ্জিনিয়ারেরও পুলিশি রিমান্ড শেষ হতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করার আগে তথ্যনির্ভর প্রমাণ পেশ করতে চান তদন্তকারীরা। তারই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত দু'দিনে একাধিক পুরকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। পুরসভার হেড ক্লার্কের পাশাপাশি সেই তালিকায় ছিলেন কোষাধ্যক্ষ সহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরাও।

যদিও গ্রেপ্তারির সংখ্যা একই রয়েছে। এবার জিজ্ঞাসাবাদের তালিকায় নতুন সংযোজন মৌমিতা, তিনি পুরসভার কর্মীও। অন্যদিকে,

> জাল রসিদ কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে ডেকেছিল। তদন্তে সহযোগিতা করতে এসেছি।
>
> **মৌমিতা ভট্টাচার্য**
> টাউন ব্লক সভাপতি, তৃণমূল যুব

পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকরকে এর আগেও দিনহাটা থানায় তলব করা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার কার পালা, সেটাই দেখার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'এদিন বিকেল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এর বাইরে কিছু বলা যাবে না।'

জল, খাজনা আদায়-প্রশ্ন অনেক

কতই না প্রতিশ্রুতি, কতই না প্রত্যাশা। কিন্তু একবার ভোট বৈতরণি পেরিয়ে গেলে সেসব কী আদৌ পূরণ হয়? অথবা নতুন কোনও সমস্যার সমাধান নিয়েও উদ্যোগের অভাব? এরকমই একাধিক বিষয় নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি বুল নমদাস মুখোমুখি হলেন শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের।

জনতার চার্জশিট

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

দীপিকা রায় বর্মন
প্রধান, শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ বুথে এখনও পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা না পৌঁছানোয় সোলার পাম্পিং ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোজেক্টের জলের ওপরই বেশিরভাগ মানুষ নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন বুথে প্রকল্প বিকল হওয়ায় পরিষেবা মিলছে না। পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কী উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : ঘরে ঘরে পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে কাজ চলছে। আশা করছি, দ্রুত এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। এছাড়া সোলার পাম্পিং ড্রিংকিং ওয়াটার পরিষেবা নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ থাকলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনতা : দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠলেও পশ্চিম বিজিকুটা ও পূর্ব নলঙ্গিবাড়ি এলাকায় নেন্দা নদীর ভাঙন রোধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

প্রধান : ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। তাই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই এই বিষয়ে সাড়া মিলবে।

জনতা : গাদলেরকুঠিতে সুটুঙ্গা নদীর ওপর ভেঙে পড়া সেতুর জায়গায় নয় বছরেও নতুন সেতু তৈরি হল না কেন?

প্রধান : কোচবিহারের সাংসদ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে নতুন সেতু তৈরির জন্য আর্জি জানানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ফের এ নিয়ে যোগাযোগ করা হবে।

জনতা : বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি পাকা রাস্তা সংস্কারের অভাবে বেহাল। প্রতিনিয়ত যাতায়াতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। সংস্কারের জন্য কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি প্রস্তাব আকারে পথশ্রী প্রকল্পে পাঠানো হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ হবে।

জনতা : অনেক খেটেখাওয়া মানুষ আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ জমছে। কী বলবেন?

প্রধান : সরকারিভাবে সমীক্ষার ভিত্তিতেই ঘরের যোগ্য প্রাপকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে।

জনতা : ঘরের প্রাপকদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে খাজনা আদায় করছে গ্রাম পঞ্চায়েত। এটা কি সত্যি?

প্রধান : না। কোনও জুলুম করা হচ্ছে না। স্বেচ্ছায় ঘরপ্রাপকদের অনেকেই বকেয়া খাজনা শোধ করছেন।

জনতা : বিভিন্ন রাস্তায় পথবাতির প্রয়োজন। এ নিয়ে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একনজরে

ব্লক : ব্লক-মাথাভাঙ্গা-১
পঞ্চায়েত সদস্য : ২১ জন
জনসংখ্যা : ২২,৯৪৮
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ৩০ বর্গ কিমি

টুকরো খবর

আলোচনা

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় চকচকা ২৩ নম্বর সুসংহত শিশুবিকাশকেন্দ্রে এলাকার অভিভাবিকাদের নিয়ে শনিবার আলোচনা শিবির হয়। এই শিবিরে বাল্যবিবাহ, তার প্রতিকার, ডিজিটাল অ্যারেস্ট স্ক্যাম, শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জেলার পার্শ্ব আইন সেবক তরুণ চক্রবর্তী। শিবির শেষে সেখানে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্রচার পুস্তক বিতরণ করা হয়।

পপিখেত নষ্ট

ঘোকসাডাঙ্গা ও গোপালপুর, ১১ জানুয়ারি : শনিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপা এলাকায় পপিখেতে অভিযান চালায় ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। শনিবার প্রায় ২২ বিঘা জমির অবৈধ পপি গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। এদিকে, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধ পপি ও গাঁজা খেত ধ্বংস করতে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ অভিযান চালায় এদিন।

মিলনমেলা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামঠেঙ্গায় চলছে মিলনমেলা। এই মেলা চলবে দশদিন। জনশ্রী ক্লাব ও পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক এই মেলায় নাগোরদোলা, মনিহারির একাধিক স্টল এবং বিনোদনের নানা উপকরণের পসরা বসেছে। খুদেদের কথা চিন্তা করে রয়েছে ছোট নাগরদোলা এবং একাধিক 'রাইড'। ক্লাবের সম্পাদক পিন্টু মিত্র ও কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বর্মনের কথায়, স্থানীয় রামঠেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় এই মেলা।

উৎসব

মেখলিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নর্থবেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত দু'দিনব্যাপী বিবেক-নিবেদিতা উৎসবের সূচনা হল শনিবার। প্রতি বছরের মতো এবারও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যা থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বর্গীয় প্রবীর গোস্বামী স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

মহানামযজ্ঞ

নিশিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলঙ্গিবাড়ি গ্রামে ৪০তম মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হল। শুক্রবার রাতে কীর্তনের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যরা। স্থানীয় মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তনের আসরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

উদ্বোধন

দেওয়ানহাট, ১১ জানুয়ারি : ঘুঘুমারি মাছ বাজারের শেডঘর সংস্কারের পর শনিবার এর উদ্বোধন হল। এই কর্মসূচিতে কোচবিহার পুরসভার কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক, ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপরাজিতা রায় মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ঘুঘুমারি বাজারকে ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দেন।

কেউ গল্পে মশগুল, কেউ কাজে...

কোচবিহারে বাঁধের রাস্তায়। ছবি : জয়দেব দাস

সরকারি জমি দখল রুখতে টালবাহানা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : সাত মাস পার, সরকারি জমি দখলমুক্তির নোটিশই সার। বাস্তবে এনিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। সাত মাস আগে নির্দিষ্ট সময় পার হলেও তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি জমি জবরদখলকারী হটাতে উদাসীন প্রশাসন। এ ব্যাপারে প্রশাসন সদিচ্ছাহীন বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।

বছরখানেক আগে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি নদীসংলগ্ন চর এলাকায় রাতারাতি সরকারি জমি দখল করে তৈরি হয় বসতি। সেখানে কান পাতলেই শোনা যায়, ৪০ হাজার টাকায় মিলছে তিন কাঠা জমি। ওই জমিতে পাটকাঠির ঘর তুলে কয়েক বছর ধরে রয়েছেন অসমের নবীরন বিবি। তাঁর কথায়, 'তিন কাঠা জমির জন্য স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে ৪০ হাজার টাকা দিয়েছি।'

এমন অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ২০২৪-এর জুনে তুফানগঞ্জ ভূমি সংস্কার দপ্তর সেখানে গিয়ে জবরদখলকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে জমি খালি করার নির্দেশ দেয়। ধরানো হয় উচ্ছেদের নোটিশ। দপ্তর থেকে জমিতে সরকারি বোর্ডও লাগানো হয়। এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু ওই ঘটনার সাত মাস পরও জমি খালি হয়নি। সরেনি একটিও বাড়ি।

বিরোধীদের অভিযোগ, ওখানে সরকারি বোর্ড লাগানোর পর সাত মাস কেটে গিয়েছে। প্রশাসন বা ভূমি সংস্কার দপ্তর সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে কোনও পদক্ষেপ করেনি। বিরোধীদের দাবি, শাসকদলের নেতারা মোটা টাকা নিয়ে বসতি গড়েছেন। তাই, প্রশাসন নির্বিকার।

কালজানি নদীর চর দখল করে তৈরি কলোনি। - সংবাদচিত্র

প্রশ্ন যেখানে

- কালজানি নদীসংলগ্ন চরে সরকারি জমি দখল করে তৈরি হয় বসতি
- টাকার বিনিময়ে জমি বিক্রির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে
- সাত মাস আগে দখলমুক্তির নোটিশ জারি
- তারপর আর প্রশাসন দখলকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্তা প্রহ্লাদ বর্মনের কথায়, 'আমি সবে এখানে কাজে যোগ দিয়েছি। আগের আধিকারিক সরকারি জমিতে নোটিশ বোর্ড লাগিয়েছেন। পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি।'

উচ্ছেদ ঘিরে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছে। কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি উৎপল দাস বলেন, 'অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করে তৃণমূল নেতারা প্রতিটি বাড়ি থেকে মোটা টাকা তুলেছেন। সেখানে প্রায় শ-খানেক বাড়ি তৈরি হয়েছে। শাসকদলের নেতারা যুক্ত থাকায় ভূমি সংস্কার দপ্তর ও প্রশাসন উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েই হাত গুটিয়ে নিয়েছে।' বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১(ক) ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডল বলেন, 'আমাদের দলের কেউ কোনও টাকা নেননি। আমরাই প্রশাসনকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

ইতিমধ্যে ওই জমিতে কেউ টিনের, কেউ পাটকাঠির ঘর তুলে বিঘার পর বিঘা জমি দখল করে নিয়েছেন। প্রথমে সেখানে মাত্র ১৪টি বাড়ি থাকলেও এখন তা একশো ছাড়িয়েছে।

নবীরন বিবির কথায়, 'এখান থেকে সরার জন্য অনেকবার নোটিশ পেয়েছি। আমরা এই জমি ছাড়ব না।'

ছোট্ট তারা

সমৃদ্ধি সরকার, ড্রিম অ্যাঞ্জেল অ্যাকাডেমির ইউকেজির পড়ুয়া। সে পড়াশোনা ভালোবাসে। পছন্দের বিষয় ইংরেজি। পাশাপাশি নাচ, গান ও ছবি আঁকাতেও বেশ নজর কেড়েছে।

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : শনিবার দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগর নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়ের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের পাশাপাশি ৭৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন সকালে স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এছাড়াও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, নিগমনগর নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ সহ এলাকার বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

হাতির হানা

জটেশ্বর, ১১ জানুয়ারি : শুক্রবার গভীর রাতে দলগাঁও জঙ্গল থেকে তাসাটি চা বাগানের পানু লাইন এলাকায় চলে আসে একটি দাঁতাল। সেখানে মীনা ওরাওঁ নামে এক চা শ্রমিকের বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়ে তাঁর দুটি ঘর ভেঙে দেয় হাতিটি। এদিকে, হাতির হানায় ঘর ভেঙে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়ে ওই পরিবারের সদস্যদের। শনিবার পঞ্চায়েত থেকে ওই পরিবারটির জন্য পলিথিনের ব্যবস্থা করা হয়।

হেরিটেজ দিঘির তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : এ যেন ঠিক ভানুমতীর খেল। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আস্ত একটা দিঘি, অথচ ল্যান্ড রেকর্ডে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। ঠিক এমনই অবস্থা কোচবিহার রাজবাড়ি এবং স্টেডিয়ামের মাঝে থাকা একটি দিঘির। এমন তথ্য শুনে এলাকার প্রত্যেকেরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। দিঘিটি নিয়ে নানা প্রশ্ন, জটিলতা সামনে আসছে।

দিঘি নিয়ে এমন কাণ্ড শুনে অবাক জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা ছিল না। তবে দিঘিটি যদি ল্যান্ড রেকর্ডে বাস্তু জমি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা সেটিকে রেকর্ড কারেকশন করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব।'

কোচবিহার জেলায় হেরিটেজের তালিকায় ১১৬ নম্বরে কোচবিহার রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে রাজবাড়ি প্যালেসের সঙ্গেই সার্পেন্টাইন ২ নামে দিঘিটির নাম উল্লেখ রয়েছে। কচুরিপানায় ঢাকা দিঘিটি কী করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নথিতে বাস্তুজমি হয়ে গেল তার উত্তর নেই। এডিএম ডিএলএলআরও হিমাদ্রি সরকারের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খুব দ্রুত এই জটিলতা দূর করার জন্য পদক্ষেপ করব।'

কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের পেছন থেকে রাজবাড়ি চত্বরের ভেতরে খানিকটা ঢুকেছে এই দিঘিটি। রাজবাড়ি স্টেডিয়াম আর রাজবাড়ির মধ্যে একটা সীমানা থাকলেও দিঘির কারণে মাঝের কিছুটা অংশে কোনও প্রাচীর দেওয়া যায়নি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) রাজবাড়ি ও তার সংলগ্ন অংশের দেখভাল করে। এএসআই সূত্রে খবর, রাজবাড়ির ভেতরে যতটুকু ওই দিঘিটি ঢুকে রয়েছে, দিঘির সেটুকুই অংশ তাদের সম্পত্তি। অথচ কাগজে-কলমে দিঘিটি কোচবিহার জেলা শাসকের সম্পত্তি। ফলে দিঘির আসল মালিক কে তা নিয়েও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সদস্য দেবব্রত চাকির বক্তব্য, 'দিঘি যেহেতু চোখে দেখা যাচ্ছে তাই কোনওমতেই তার চরিত্রকে বদল করা যাবে না। এটির সংশোধন জরুরি।'

কচুরিপানা ও আবর্জনায় পূর্ণ দিঘিটির পরিষ্কারের দায়িত্ব কার? সেই প্রশ্নের উত্তরও অজানা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই দিঘিতে প্রতিবছরই নিয়ম করে মাছ চাষ করা হয়। একমাত্র মাছ চাষের সময়ই সেটি পরিষ্কার করা হয়ে থাকে বলে স্থানীয়দের অনেকেই জানালেন। দিঘিটি নিয়ে মৎস্য দপ্তরের সাফাই, ওই দিঘিটি মৎস্য দপ্তরের আওতায় নেই। ওখানে দপ্তর মাছ চাষের দায়িত্ব নেয়নি। কারা সেখানে মাছ চাষ করছে? সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে? ওই দিঘির লিজ কীভাবে দেওয়া হল কোনও দপ্তরেই এর উত্তর দিতে পারেনি।

এই ঘটনায় অবাক আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তিনি বলেন, 'একটা জলাশয়কে বাস্তুতে পরিণত করতে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। এত বড় একটা দিঘি কাগজে-কলমে বাস্তু হয়ে গেল অথচ সরকারের নজরে আনল না ভূমি সংস্কার দপ্তর? ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে। এবার তো হেরিটেজ কমিশনের ওপরেও প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ওরা কী দেখে লিস্ট বানিয়েছে?'

এত বছরের পুরোনো দিঘি, যা কিনা আবার হেরিটেজ তালিকাভুক্ত, কোন জাদুবলে বাস্তুতে পরিণত হয়ে গেল তার উত্তরের অপেক্ষায় কোচবিহারবাসী।

কোচবিহার রাজবাড়ি সংলগ্ন সার্পেন্টাইন ২ দিঘি। - সংবাদচিত্র

চরিত্র বদল

- কোচবিহার জেলার হেরিটেজের তালিকায় এই দিঘি
- সেটি এখন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নথিতে বাস্তু জমি
- দিঘির মালিকানা নিয়ে বিভ্রান্তি
- হেরিটেজ কমিশনের ভূমিক নিয়েও প্রশ্ন

খাগড়িবাড়িতে গ্রামবাসীদের তৈরি সাঁকো। গোপালপুরে।

সুটুঙ্গার উপর তৈরি নতুন সাঁকো

রাকেশ শা

গোপালপুর, ১১ জানুয়ারি : নিজেদের উদ্যোগে সুটুঙ্গা নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করলেন গ্রামবাসীরা। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগড়িবাড়িতে গ্রামবাসীরা পথ চলার সুবিধায় এক মাস আগে সাঁকোটি তৈরি করেছিলেন। অভিযোগ, অনেকদিন আগে এখানে বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটি ভেঙে যাওয়ার পর আর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নতুন করে কোনও সাঁকো তৈরি করা হয়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এরপর গ্রামের মানুষ নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এই সাঁকোটি তৈরি করেন। সুটুঙ্গা নদীর একদিকে খাগড়িবাড়ি ও ডাকুয়ারবাড়ি গ্রাম। অন্যদিকে, নদী পার হলেই লক্ষ্মীরহাট। সাঁকো না থাকায় প্রায় ছয় কিলোমিটার ঘুরপথে গ্রামের মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, এলাকার এক হাজারের বেশি মানুষ দৈনিক এই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করেন।

এই বিষয়ে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান লক্ষ্মীকান্ত বর্মনের বক্তব্য, 'বিষয়টি শুনেছি। সুটুঙ্গা নদীর উপর যাতায়াতের জন্য আরেকটি বাঁশের সাঁকো রয়েছে। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে অর্থের অভাব রয়েছে। সেজন্য নতুন করে আর সাঁকো তৈরি করা যাচ্ছে না।' গ্রামের বাসিন্দা কানাই বর্মনের কথায়, 'সাঁকো না থাকায় নদীর দুই প্রান্তের সাধারণ মানুষ খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁদের অনেকটা পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হত। এর ফলে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছিল তেমনই অনেক বাড়তি টাকাও খরচ হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাঁশ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে **মাস খানেক আগে সাঁকোটি তৈরি করেছেন।**'

> সুটুঙ্গা নদীর উপর যাতায়াতের জন্য আরেকটি বাঁশের সাঁকো রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে অর্থের অভাব রয়েছে। সেজন্য নতুন করে আর সাঁকো তৈরি করা যাচ্ছে না।
>
> **-লক্ষ্মীকান্ত বর্মন,** উপপ্রধান
> গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

নাজিরহাট-শালমারা রোডে মরণফাঁদ

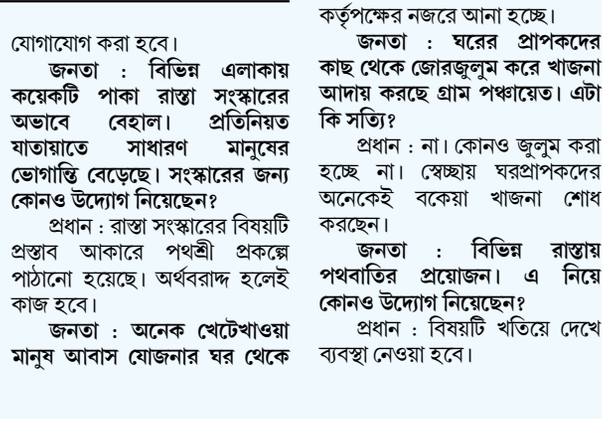

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : উপর থেকে রাস্তার গর্তের গভীরতা ও পরিধি ঠিক ঠাওর করা যায় না। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে ওই গর্তের কারণেই শ্যাওড়াগুড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় নাজিরহাট-শালমারা রাস্তার অর্ধেকের বেশি ধসে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী ওই রাস্তায় গর্তটির খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রায় এক বছর ধরে রাস্তার ধারে গর্তটা রয়েছে। ক্রমেই সেটি বড় হচ্ছে। এমনকি আগামী বর্ষার আগে গর্তটি ভরাট না হলে রাস্তার একটা বড় অংশেও এর প্রভাব

পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দিনহাটা-২ ব্লকের শ্যাওড়াগুড়ির বাসিন্দা দীপক সেনের কথায়, 'এই গর্তে কেউ পড়লে বড় বিপদ ঘটবেই।' দীপকের সঙ্গে একমত সাবেক ছিটমহল মধ্য মশালডাঙ্গার বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক আবদুল সাত্তার। তাঁর বক্তব্য, 'এই রাস্তায় যে কোনওদিন ভারী গাড়ি গেলে বড় বিপদ হবেই।'

এই রাস্তাটি দিয়ে শালমারা, দিঘলটারি, মধ্য মশালডাঙ্গা, দক্ষিণ মশালডাঙ্গা, পূর্ব মশালডাঙ্গা, শ্যাওড়াগুড়ি, নোটাফেলা সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ নিত্য যাতায়াত করেন। দিঘলটারির মৈদাম হোসেনের কথায়, 'যাঁরা রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাঁরা গর্তটার অবস্থান জানেন বলে বিপদ এড়িয়ে যান। অচেনা কারও পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তখনই বড় বিপদ ঘটতে পারে।'

ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প চায় কোচবিহার

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১১ জানুয়ারি : গত কয়েক বছর ধরে কোচবিহার জেলায় বাড়ছে ভুট্টা চাষ। বর্তমানে যা জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল। কিন্তু চাষিরা সিংহভাগ ক্ষেত্রে এর অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলায় ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জোরালো দাবি রয়েছে। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বভাবতই প্রশাসনের ভূমিকায় হতাশ কৃষক মহল। অবিলম্বে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে ইতিবাচক পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

জেলা কৃষি দপ্তর, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ফার্মার্স ক্লাবের সম্মিলিত চেষ্টায় কোচবিহার জেলায় ভুট্টা চাষে বিপ্লব এসেছে। বিনা কর্ষণের মতো অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে কম খরচ হওয়ায় প্রচুর কৃষক ভুট্টা চাষে ঝুঁকেছেন। কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী রবি ও খারিফ মরশুম মিলিয়ে জেলায় কমবেশি প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। উৎপাদিত ভুট্টার পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু স্থানীয় চাহিদা না থাকায় এখানে উৎপাদিত ভুট্টার সিংহভাগ ভিনরাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। আর ভুট্টার প্রকৃত বাজারমূল্য নিয়ে চাষিদের কাছে সেরকম তথ্য থাকে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাইকাররা তাঁদের অভাবী বিক্রিতে বাধ্য করেন বলে অভিযোগ। জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

এই পরিস্থিতি বদলাতে পারে কোন পথে? কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে কর্মরত কোচবিহার জেলা ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সভাপতি অমল রায় বলেন, 'জেলায় ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলে চাষিরা উৎপাদিত ভুট্টা ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে অধিক লাভবান হবেন। এ বিষয়ে আমরা লাগাতার বিভিন্ন মহলে দরবার করছি।' কোচবিহার-১ ব্লকের পানিশালা এলাকার জনৈক রমেন দাস প্রান্তিক চাষি। তাঁর কথায়, 'আলু চাষে প্রচুর ঝুঁকি। পাটেরও তেমন চাহিদা নেই। তাই এখন আমন ধানের পর ভুট্টা চাষ করি। কিন্তু ভুট্টার দামে কোনও নিশ্চয়তা নেই।' এই পরিস্থিতিতে হাঁড়িভাঙ্গা এলাকার ইবনে মিয়াঁর বক্তব্য, 'পাইকাররা একেক বছর একেক যুক্তি খাড়া করে ভুট্টার দাম ঠিক করেন। তাই আমরা সেভাবে লাভ ঘরে তুলতে পারি না।'

সিপিএম প্রভাবিত সারা ভারত কৃষকসভার জেলা সহ সম্পাদক আকিক হাসানের দাবি, জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছি আমরা। কিন্তু রাজ্য সরকার তা পূরণে ব্যর্থ।

এদিকে তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার শিল্প স্থাপনে বরাবর উৎসাহ দিয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগসুবিধাও রয়েছে। ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে কোনও উদ্যোগী এগিয়ে এলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

ভুট্টা চাষের জমি। জিরানপুর এলাকায়। - সংবাদচিত্র

> জেলায় ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলে চাষিরা উৎপাদিত ভুট্টা ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে অধিক লাভবান হবেন। এ বিষয়ে আমরা লাগাতার বিভিন্ন মহলে দরবার করছি।
>
> **অমল রায়,** সভাপতি
> প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের সেন্ট মেরিজ প্রাইমারি স্কুলের ইউকেজির ছাত্র অর্কদেব সেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতেও সে ভালোবাসে। আবৃত্তি এবং গানে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

মেখলিগঞ্জের নয়া চেয়ারম্যান

প্রভাত, কৃষ্ণাকে নিয়ে জোর গুঞ্জন

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : শুক্রবার আস্থা ভোটে নিজের আস্থা প্রমাণ করতে পারেননি মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস। সিংহভাগ কাউন্সিলার তাঁর বিরুদ্ধে এই ভোটে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। ফলে মেখলিগঞ্জ পুরসভায় যে নতুন কোনও মুখ চেয়ারম্যান পদে আসতে চলেছে তা পরিষ্কার। শুক্রবার আস্থা ভোটের ফলাফল প্রকাশ পেতেই মেখলিগঞ্জ পুর এলাকায় চায়ের দোকান থেকে পাড়ার রক, সর্বত্রই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

শহরবাসী নিজের নিজের পছন্দের কাউন্সিলারের নাম চেয়ারম্যান হিসেবে তুলে ধরছেন, পাশাপাশি তার সপক্ষে যুক্তিও দিচ্ছেন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান পদের জন্য দুটি নাম নিয়ে বেশি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। মেখলিগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুপদ ঘোষকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

চর্চার তালিকায় প্রথমজন হলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা বর্মন। কৃষ্ণা বাম আমলেও ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন। অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি এই পদের দাবিদার বলে মত প্রকাশ করেছেন শহরবাসীর একাংশ। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা স্বাধীন দাসের বক্তব্য, 'চেয়ারম্যান পদে বসার জন্য এবারে অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেই আশা করছি।' তবে কৃষ্ণা বলেন, 'এবিষয়ে কিছু বলার নেই।'

দ্বিতীয় যার নাম এই দৌড়ে মানুষের মুখে উঠে আসছে তিনি হলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনি। প্রভাত রাজনীতিতে আসার আগে থেকেই সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।কোভিডের সময়ে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা সবার নজর কেড়েছিল। তাই শহরবাসীর একাংশের মতামত, যুবদের সামনে আনতে প্রভাত পাটনিকেই চেয়ারম্যান পদে বসানো উচিত। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের কথায়, 'আমি একজন তরুণ। আমি চাই নতুন চেয়ারম্যান তৈরি করা হলে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ, তরুণদের কাজ করার মানসিকতা রয়েছে। প্রভাত পাটনির নাম শোনা যাচ্ছে। তাঁর ওয়ার্ডে তিনি খুব ভালো কাজ করেছেন।' তবে প্রভাতের নিজের কথায়, 'আমি এই দৌড়ে নেই।'

নীরবতায় জোর

- শুক্রবার মেখলিগঞ্জ পুরসভার আস্থা ভোটে কাউন্সিলারদের প্রায় সবাই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভোট দেন
- নতুন চেয়ারম্যান পদের জন্য দুটি নাম নিয়ে বেশি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে
- তাঁদের একজন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা বর্মন, অন্যজন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনি
- যাঁদের নাম নিয়ে চর্চা চলছে শাসকদল এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি

মাসকাবারি পুজোর ফুল

একটা সময় ছিল যখন বাড়ির সামনের দিকে কিছুটা জায়গা রেখে একটু পিছিয়ে বাড়ি করতেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। জনসংখ্যার চাপে এখন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ফ্ল্যাট। জমি কিনে বাড়ি করলেও আজকাল ফুল গাছ লাগানোর মতো জায়গা তেমন থাকছে না। ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছে উঠোনের ধারণা। ফলে বেশিরভাগ বাড়িতেই এখন পুজোর ফুলের আকাল, আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**।

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

বাঁদিকে বাজারে ফুল বিক্রি। ডানদিকে বাইকে ফুল নিয়ে ফেরি। কোচবিহারে তোলা সংবাদচিত্র।

ভোরের টেনশন

যাঁদের বাড়িতে এখনও কিছু ফুল গাছ রয়েছে তাঁদের ঘুম ভাঙার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় ফুলগুলো চুরি হয়ে যাওয়ার টেনশন। অনেকেই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে পুজোর ফুল তুলে রাখেন পাছে কেউ চুরি করে নিলে অসুবিধেয় পড়তে হবে বলে।

ভ্রমণের ফুল

অনেকে আবার মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে প্লাস্টিকে করে ফুল নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু যাঁদের বাড়িতে ফুল গাছ আর নেই বা লাগানোর মতো জায়গা বা ইচ্ছে কোনওটাই নেই তাঁদের ভরসা হয় বাজারের ফুল, নয় বাড়ি বাড়ি ফুল দিয়ে যাওয়া ফুলওয়ালা।

পুষ্প-বাণ

এই শীতের সকালেও আজ বাড়ির আবহাওয়াটা বেশ গরম। বাজার থেকে পুজোর ফুল আনতে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন দীপক চৌধুরী। আর তাই সকাল থেকেই গিন্নির বাক্যবাণে একরকম কোণঠাসা হয়ে আছেন তিনি। এখন আর শুধু ফুল আনার জন্য আবার বাজার যেতে তার একদম ইচ্ছা করছে না।

ভাগের উঠোন

আগে উঠোন ভরা ফুল থাকত সব বাড়িতে। বাজার থেকে ফুল আনার কোনও ব্যাপারই ছিল না। তখন যত ইচ্ছে গাছের থেকে ফুল তোলো আর ঠাকুরকে দাও। ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পরে তিন ভাই মিলে ওই জমির উপর ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে। ফলে আর উঠোনও নেই ফুলও নেই।

মাসকাবারি

টেম্পল স্ট্রিটে ফ্ল্যাটে থাকেন রিমি ভট্টাচার্য। সংসার আর ছোট বাচ্চা সামলে একা হাতে পেরে ওঠেন না। অধ্যাপক স্বামী ব্যস্ত নিজের পড়াশোনা আর কাজের জগৎ নিয়ে। নিয়ম করে বাজার থেকে পুজোর ফুল তাই কিনে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না দুজনের কারও। অগত্যা

ভরসা সেই ফুলওয়ালা। প্রায় ঘুম থেকে ওঠার আগেই ফ্ল্যাটের দরজার আংটায় ফুল ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে চলে যান। আগে ঠাকুরের ফুল কেনার জন্য চিন্তা করতে হত। এখন আর কোনও সমস্যাই নেই। শুধু মাসের শেষে টাকা দিয়ে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। বললেন রিমি।

ভরসা ফুলওয়ালা

বাড়িতে ফুল গাছ থাকলেও সবরকম ফুল সব সময় ফোটে না বললেন ভেনাস স্কোয়ারের রিক্তা নিয়োগী। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। জানালেন, ফুল ছাড়াও ঠাকুরের জন্য নিয়ম করে আমের পল্লব, তুলসীপাতা, দূর্বা এগুলো সব সময় পাওয়া যায় না। সেই কারণেই ফুলওয়ালার ভরসায় থাকতে হয়। ওরা জবা ফুল, সাদা ফুল, গাঁদা- সব ধরনের ফুল একসঙ্গে দিয়ে যায়। সেই কারণে বাজারে আর যেতে হয় না। আর আমারও খুব সুবিধা হয়। আর বড় পুজো হলে তো অনেক বেশি ফুল লাগে, তখন ফুলওয়ালার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

বসা ও ভ্রাম্যমাণ

কোচবিহারের সবক'টা বাজারেই আজকাল দেখা যায় পুজোর ফুল, দূর্বা, আমের পল্লব, তুলসীপাতা সব নিয়ে বসতে। জানা গেল, কোচবিহারের বাজারগুলোতে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি দোকান বসে ফুলের। এছাড়া বাইরে থেকে এসে বাড়ি বাড়ি সাইকেল ও বাইকে করে ফুল দিয়ে যাওয়ার চল রয়েছে। শহরে এরকমও ফুলওয়ালা আছেন ৪-৫ জন।

ফুল-বাইক

সাত-আট বছর ধরে শহরে বিভিন্ন বাড়িতে পুজোর ফুল দিচ্ছেন তাপসকুমার দে। দেওয়ানহাট থেকে বাইকে করে ফুল নিয়ে শহরে চলে আসেন তিনি। সকাল ৬.৩০ থেকে ১১টা পর্যন্ত বাড়িগুলোতে ফুল দিয়ে ফিরে যান। যাঁরা পুজোর ফুল নেন সেই সব বাড়ির কাকিমারা একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে রেখেছেন। ওঁরা সেখানেই সকালে ফুল রেখে দিয়ে চলে যান।

বাবা আর ছেলে

আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমারই ফ্ল্যাটে থাকেন, জানালেন প্রসেনজিৎ দে। বাবা আর ছেলে মিলে বাজারে ফুল নিয়ে বসেন। একজন দোকান সামলান আর একজন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুল দিয়ে আসেন। জানালেন, ঘেঘিরঘাটে নিজেদের বাড়িতেই ফুলের বাগান আছে তাঁদের। এছাড়াও আশপাশের বাড়ির থেকেও ফুল জোগাড় করতে হয়। বাজার থেকেও অনেকে ফুল কিনে নিয়ে যান। এছাড়াও প্রায় ৫০টি বাড়িতে ফুল দিয়ে আসতে হয় তাঁদের।

বাজারে-ঘরে

সাধারণত দশ টাকার প্যাকেট হয় ফুলের। শুধু বৃহস্পতিবারে একটু বেশি ফুল লাগে। তাই সেদিনের প্যাকেট কুড়ি টাকা। নতুন বাজারেই এরকম আট-দশটা দোকান আছে যাঁরা বাজারে দোকানও করেন আবার বাড়ি বাড়ি ফুলও দিয়ে আসেন।

পৌষ-পার্বণের অপেক্ষা

পিঠের জন্য খেজুর গুড় আর নারকেল নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়। কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

লম্বাপাড়ায় পদ্ম নেতাকে মারধর

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : বিজেপির কোচবিহার শহর মণ্ডল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠল কোচবিহার শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতির বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পুর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লম্বাপাড়া এলাকায়। দিনের আলোয় এমন ঘটনায় উত্তাল রাজনৈতিক মহল। ঘটনায় দু'পক্ষের তরফেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপির কোচবিহার শহর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তীর অভিযোগ, কোচবিহার শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতি আবদুল্লা ফারুক খন্দকারের বিরুদ্ধে। বিপ্লবের পরিবার সূত্রে খবর, অন্যদিনের মতো এদিনও ছেলেকে স্কুলে দিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলেন বিপ্লব। সেই মুহূর্তে রাস্তা আটকে দাঁড়ান ফারুক। গালিগালাজ করায় প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কানে গুরুতর আঘাতের কারণে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লবকে কোচবিহার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

এ ব্যাপারে বিপ্লব বললেন, 'বেশ কিছুদিন আগে সরকারি জমি দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিলাম। সেই থেকে চোখের কাঁটা হয়ে উঠি। আর এই কারণেই রাস্তায় একা পেয়ে ওই নেতা শারীরিকভাবে আঘাত করে। একই সঙ্গে পকেট থেকে ছিনিয়ে নেয় দু'হাজার টাকা। অভিযুক্তের শাস্তি ও সুবিচারের দাবিতে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' তবে বিপ্লবের অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন শাসকদলের ওই নেতা। ফারুক বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে কোণঠাসা করার জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। বরং আমাকেই কটূক্তি করা হয়েছিল। প্রচারের আলোয় থাকার জন্যই এই মিথ্যে অভিনয়।'

> দুর্নীতি নিয়ে সরব হতে গেলেই মারধর খেতে হচ্ছে বিজেপি নেতাদের।
>
> **উজ্জ্বলকান্তি বসাক**
> *জেলা সহ সভাপতি, বিজেপি*

এদিকে, ঘটনার পরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এ ব্যাপারে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাকের বক্তব্য, 'দুর্নীতি নিয়ে সরব হতে গেলেই মারধর খেতে হচ্ছে বিজেপি নেতাদের।' বারংবার আক্রমণের পরেও পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে বড়সড়ো আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বৈভব বাঙ্গারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অভিযোগপত্র হাতে বিজেপি নেতার পরিবার ও নেতারা। ছবি : বাবাই দাস

মশাল মিছিল

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : রবিবার সিপিএম পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পুর এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুজফফর আহমেদ ভবনে তৃতীয় এরিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শনিবার কমিটির তরফে মশাল মিছিল করা হল। এদিনের মিছিলটি পূর্ব এরিয়া কমিটির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে রানিরহাট বাজার হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক রঞ্জন দে, জেলা কমিটির সদস্য অসীম সাহা, অর্থ উপসমিতির যুগ্ম কনভেনার কুশল গুহ রায় সহ অনেকেই।

কর্মীসভা

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : শনিবার তুফানগঞ্জ শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মীসভা হল। এদিন শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবাহন ভবনে সভাটি হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা, শহর সভানেত্রী সীমা সরখেল সহ অনেকেই। এদিনের সভায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

সামগ্রী বিলি

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাইজিন কিটস, বাসনপত্র, বালতি, মশারি, বিছানার চাদর, বিস্কুট, চকোলেট সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিল ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির কোচবিহার জেলা শাখা। শনিবার কলাবাগান হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে ওই সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন ১৬ই

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : কোচবিহার পুরসভার নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শনিবার কোচবিহার শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন তিনি করেন। আগামী ১৬ জানুয়ারি নতুন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বলে তিনি জানান।

ভাবী বধূর হাতে হবু বরের ছবি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : বাঙালির বিয়ে মানেই এখন ছোট একটা ইন্ডাস্ট্রি। আর সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে সেই ইন্ডাস্ট্রি এখন তরতর করে এগিয়ে চলেছে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে ফোটোশুটের পাশাপাশি সংযোজন হয়েছে মেহেন্দির। প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুটের মতোই মেহেন্দির জন্য এখন আবার বিয়েবাড়িতে একটি আলাদা দিনই বরাদ্দ করা হচ্ছে। আর সেখানে রীতিমতো ঘটা করে ভাবী বধূ মেহেন্দি পরতে বসছেন।

তাঁকে ঘিরে আবার গানবাজনার জমজমাট আসরও বসে। তবে এখন অবশ্য আগের মতো আলপনা দেওয়া মেহেন্দি নয়, বিয়ের জন্য থিম মেহেন্দির কদর বেশি। কখনও ভাবী বধূর হাতে তাঁর হবু বরের ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মেহেন্দির মাধ্যমে, কোথাও আবার বিয়ের নানা প্রতীকী ছবি ফুটে উঠছে ভাবী বধূর হাতে। আর ভাবী বধূর হাতে সেই মেহেন্দি পরিয়েই জীবিকায় নতুন দিশার আলো দেখছে বর্তমান নবীন প্রজন্ম।

এরকমই একজন দিনহাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুদীপা সাহা। ছোট থেকে আর্টের প্রতি ঝোঁক সুদীপার। বরাবরই আর্ট নিয়ে কিছু করার তাগিদ ছিল তাঁর মধ্যে। সেই থেকে শুরু বিয়েতে ভাবী বধূর হাতে মেহেন্দি পরানো। তারপর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিশেষ করে তাঁর থিমনির্ভর মেহেন্দি পরানো ক্রমেই দিনহাটায় জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তারই মাঝে চাকরিতে সুযোগ। কথায় আছে, স্বপ্নকে কিছু দিয়েই আটকে রাখা যায় না। সেটাই দেখা গেল সুদীপার ক্ষেত্রে।

সুদীপা ঠিক করেন, একা স্বাবলম্বী হলে সমাজ বদলাবে না। তাই বছর পাঁচেক আগে শুরু করেন মেহেন্দি পরানোর অ্যাকাডেমি। সেখানে এখন বিয়ের মেহেন্দি পরানো শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছেন শহর ও গ্রাম থেকে আসা মেয়েরা। আর তাঁরাই বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ করছেন বিয়ের মরশুমে। গড়ে তুলেছেন নিজেদের পরিচিতিও।

অন্বেষা নাগের কথায়, 'পড়াশোনার পাশাপাশি এই কাজ করে নানাভাবে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারছি। তার সঙ্গে নিজের শখও পূরণ করতে পারছি।' মনীষা ভৌমিকের কথায়, 'বর্তমান সময়ে হাতের কাজের মূল্য রয়েছে। তাই আমাদের এই শিল্পকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি। ভালোই আয় হচ্ছে। প্রতিটি বিয়ের তারিখে দুটি করে ব্রাইডালের মেহেন্দি পরিয়ে থাকি। তাতে আয় বেশ ভালোই হয়।'

সুদীপার কথায়, 'এখন শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয় মেহেন্দি পর্ব। তার সঙ্গে সাধের অনুষ্ঠান হোক বা অন্নপ্রাশন- সবেতেই এখন মেহেন্দির অনুষ্ঠান। তাই সুযোগ অনেক বেশি, সেই থেকেই এই চেষ্টা।' এখনও পর্যন্ত বহু মেয়ে এই পেশার মধ্য দিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করেছে। সেই মেয়েদের মুখের হাসিতেই শিল্প সার্থক।

ব্রাইডাল মেহেন্দি

দিনহাটায় ব্রাইডাল মেহেন্দির চাহিদা দিন প্রতিদিন বাড়ছে

এখন মেহেন্দির জন্য বিয়েবাড়িতে আলাদা দিনই বরাদ্দ করা হচ্ছে

তাঁকে ঘিরে আবার গানবাজনার জমজমাট আসরও বসে, তবে এখন বিয়ের জন্য থিম মেহেন্দির কদর বেশি

নববধূর হাতে মেহেন্দি দিয়ে হবু বরের ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে

আজ শহরে

- সন্ধ্যা ছ'টায় এমজেএন স্টেডিয়ামে বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেট ফাইনালে মুখোমুখি হবে সমস্তিপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স ইলেভেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	৩
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

- **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	৩
ও নেগেটিভ	–	০

- **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	–	১২
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	৭
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৮
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৬
ও নেগেটিভ	–	০

গাছ থেকে খেজুরের রস পাড়ার প্রস্তুতি।। দক্ষিণ খাপাইডাঙ্গাতে শনিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ব্রাত্যের প্রশ্নে শিক্ষকরা

পালটা অভিযোগ বিরোধী সংগঠনগুলির

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। নিজের সন্তানের জন্য সর্বক্ষণ যত্নশীল হন বাবা-মায়েরা। একজন পড়ুয়ার জীবনে বাবা-মায়ের পরেই স্কুল শিক্ষকদের অবস্থান। এমনটা মনে করা হলেও শিক্ষকরা কি পড়ুয়াদের সন্তানসম কল্পনা করে বাবা-মায়ের মতোই যত্নশীল হন? শনিবার শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুলে দিলেন খোদ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যা নিয়ে শিক্ষা মহলে এখন তুমুল বিতর্ক।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামর্থ্য এবং সংবেদনশীলতা বাড়াতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে রাজ্যজুড়ে কর্মশালা চলছে। এদিন শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সেই কর্মশালার সূচনা অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে তখন ছিলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিক্ষক প্রতিনিধিরা।

এদিন শিক্ষকদের উদ্দেশে ব্রাত্য বলেন, 'পড়াশোনার সুবিধার জন্য একজন পড়ুয়ার যা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কিছু মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন তো? যেভাবে নিজের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নিয়ে আপনারা চিন্তিত থাকেন, তেমনই স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ভাবেন তো? এমন অনুষ্ঠানে এসে এটাই আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

শিক্ষামন্ত্রীর সংযোজন, 'রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পড়ুয়া সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে। তারা শিক্ষকদের

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠানে ব্রাত্য বসু।

ওপর ভরসা করছে। তাদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে পারছেন তো শিক্ষকরা? কয়েকজন হয়তো জাতিকে ধ্বংস করতে চান। তবে বাকিরা পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলেই আমার ধারণা।' সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা দুই বছর ধরে মিলছে না বলেও এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ব্রাত্য।

রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষার মান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলে ঠিকঠাক ক্লাস না হওয়ার ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। এমনকি শিক্ষকদের একাংশ ক্লাসে বসে পড়ানোর বদলে মোবাইলে ব্যস্ত থাকেন বলেও অভিযোগ উঠছে। শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ায় স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে বলে শিক্ষাবিদদের খেদোক্তি শোনা যাচ্ছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর এমন মন্তব্য বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

এদিকে, যখন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষার কাঠামো নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'এই সরকার আসার পর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত অধিকার বিঘ্নিত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বহু স্কুলে শিক্ষক নেই। এটার দায় রাজ্যের। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নিজেদের কাঁধ থেকে দায় ঝেড়ে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ঠিক নয়।' বিজেপির শিক্ষাসেলের শিলিগুড়ির কনভেনার বিশ্বদীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'শিক্ষকরা পড়াশোনার মান বাড়াতে চাইলেও মুখ্যমন্ত্রী পিছনের দিকে টান দিচ্ছেন। সেই কারণে প্রাথমিকে সিমেস্টার চালু করায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে ধমক দিয়েছেন। তাই শিক্ষামন্ত্রী কী বলছেন তার গুরুত্ব এই রাজ্যে নেই।'

যদিও শিক্ষামন্ত্রীর তোলা প্রশ্নটিকে পরামর্শ হিসাবে দেখাতে চাইছে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিজন সরকার বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী আমাদের অভিভাবক। তাই শিক্ষকদের আরও ভালো করার কথা বলছেন। শিক্ষকরা তাঁর পরামর্শ মানবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব বিনোদ কুমার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল প্রমুখ।

জোড়া খুনের অভিযুক্তকে ধরতে হিমসিম পুলিশ

ঠিকানা পরিবর্তনে অধরাই প্রণব

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : কখনও ঠিকানা উত্তরপ্রদেশ, কখনও আবার বিহার। কোনও জায়গাতেই একটানা বেশিদিন থাকছে না ডাওয়াগুড়িতে সিরিয়াল কিলার অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্য। এতেই প্রণবকে ধরতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। মোবাইল নম্বর যাতে ট্র্যাক করা না যায় সেজন্য নিজের দুটি নম্বরই সে বন্ধ করে রেখেছে। ফলে জোড়া খুনের ঘটনার তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেও এখনও অভিযুক্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও জেলা পুলিশের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে প্রণবের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আগে সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারলেও এখন তা আর পারছে না। শীঘ্রই তাকে ধরা যাবে।

ডাওয়াগুড়িতে সিরিয়াল কিলিংয়ের ঘটনায় কোচবিহার তো বটেই রাজ্যজুড়েই চর্চা শুরু হয়। সাম্প্রতিককালে কোচবিহারে এরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটেনি বলেই বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। ফলে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য

বাড়ি থেকে উধাও অভিযুক্ত।

জোর চর্চা

- প্রণবের উপস্থিতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাওয়া গিয়েছে
- ওই রাজ্যগুলিতে এক জায়গায় বেশি সময় ধরে সে থাকছে না
- দুটি নম্বরই বন্ধ করায় তাকে ট্র্যাকও করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ

ছড়িয়েছে। দোষীকে দ্রুত খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে।

গত ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা। প্রণবের বিরুদ্ধে তাঁর বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়কে খুনের অভিযোগ রয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর কোচবিহার শহর সংলগ্ন ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ায় শোয়ার ঘরে শোকেসের ভেতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রণবের বাবা বিজয়কুমার বৈশ্যের দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে গিয়ে ওই বাড়িরই সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে পুলিশকে তার পিসতুতো দাদা গোপাল রায়ের দেহ মেলে। আর আশ্চর্যজনকভাবে সেদিন থেকেই বাড়ি থেকে উধাও প্রণব।

প্রণব যে ভিনরাজ্যে পালিয়েছে তা নিয়ে আগেই নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। তবে বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর এসেছে যে, প্রণবের উপস্থিতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি ওই রাজ্যগুলিতে এক জায়গায় বেশি সময় ধরে সে থাকছে না। ফলে প্রণবকে হাতের নাগালে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ার এখনও পর্যন্ত জোড়া খুনের ঘটনার রেশ কাটেনি। এদিনও এলাকায় গিয়ে থমথমে পরিবেশ দেখা গিয়েছে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ের আড্ডা, সবেতেই একই বিষয় নিয়ে চর্চা চলছে। একটাই প্রশ্ন, 'প্রণব কোথায়?'

জাতীয় স্তরে হ্যান্ডবলে পূর্ব চিকলিগুড়ির রাহুল

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে হ্যান্ডবলে বাংলার হয়ে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের ছাত্র রাহুল দাস প্রতিনিধিত্ব করছে। চলতি ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে ন্যাশনাল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সে অংশগ্রহণ করেছে। রাহুল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চিকলিগুড়ির বাসিন্দা।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে রাহুল। বাবা মন্টু দাস মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বিঘা চারেক জমি আছে। মা ঝর্ণা দাস তা দেখভাল করেন। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও রাহুল খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। কামাখ্যাগুড়ি

রাহুল দাস।

হাইস্কুলের মাঠে সে হ্যান্ডবল নিয়মিত প্র্যাকটিস করে। তার প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ ও রুপম রায়। তাঁরা ২০২২ সাল থেকে রাহুলকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। কিশোর বলেন, 'রাহুল প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আজকে জাতীয় স্তরে খেলছে। যদি আরও ভালো সুবিধা, পরিকাঠামো পায় ও একদিন দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করবে।'

রাহুল জানাল, পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলেও বাবা, মা ও দিদি প্রতিনিয়ত খেলাধুলোয় উৎসাহ দেন। দুই প্রশিক্ষকও সবসময় উৎসাহিত করেন। তবে আমাদের দেশে ক্রিকেট ও ফুটবলে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, হ্যান্ডবলে তেমন দেওয়া হয় না। তাই সমাজের মূলধারার খেলা থেকে হ্যান্ডবল অনেকটাই উপেক্ষিত বলে বক্তব্য রাহুলের। তার সংযোজন, 'প্রান্তিক এলাকায় সুযোগসুবিধার অভাব থাকে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতে অনেক টাকা প্রয়োজন। অনেকসময় সরঞ্জামের অভাবে খেলা বন্ধ থাকে। খেলাধুলোয় সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে উপকৃত হতাম। আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারব জানি না।' আগামীদিনে, কামাখ্যাগুড়িতে ভালো খেলার মাঠ ও খেলাধুলোর উন্নত পরিকাঠামোর দাবি জানিয়েছে রাহুল। রাহুলের মা বলেন, 'সরকারি সহযোগিতা না পেলে কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবে জানি না।'

নিষিদ্ধ স্যালাইন নিয়ে

প্রথম পাতার পর

গত বছর ৯ ডিসেম্বর কর্ণাটক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়াকে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহার করে সেই রাজ্যে চারজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অবিলম্বে তদন্ত করে অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছিল কর্ণাটক স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপরেই তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। বন্ধ করে দেওয়া হয় সোনাপুরের ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারী কারখানা। ১১ ডিসেম্বর থেকে সেখানে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

এ বছর ৭ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে একটি নোটিশ রাজ্যের সমস্ত জেলায় পাঠানো হয়। সেখানে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি স্যালাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফার্মা ইনপেক্স ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে নতুন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। তারা দ্রুত একই দরে স্বাস্থ্য দপ্তরকে স্যালাইন সরবরাহ করবে। অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহারের কথা নয়। কিন্তু তারপরেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শনিবারও বিভিন্ন অন্তর্বিভাগে এই স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। চিকিৎসকদের অনেকেই জানিয়েছেন, এদিন দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন অন্তর্বিভাগ এবং অপারেশন থিয়েটারে এই স্যালাইন ছিল। পরে অবশ্য

সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন হাসপাতালেও শনিবার এই স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে।

ওই সংস্থার স্যালাইন সরবরাহ করা হত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মেদিনীপুরের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই সেখানে তড়িঘড়ি ওই স্যালাইন দেওয়া বন্ধ করা হল। শনিবার নবান্ন ও স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয়। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, 'আমরা আপাতত ওই সংস্থার স্যালাইন দেওয়া বন্ধ রেখেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে যা নির্দেশ আসবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে।'

এমজেএন হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে প্রতিদিন ১০০০-১২০০ স্যালাইন প্রয়োজন। চোপড়ার যে ওষুধ কোম্পানির স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেই কোম্পানির ১৫৫টি স্যালাইন বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে রয়েছে। সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও হাসপাতালের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চোপড়ার ওই কোম্পানির তৈরি যে ব্যাচের স্যালাইন নিয়ে মেদিনীপুরের সমস্যা হয়েছে ওই ব্যাচের কোনও স্যালাইন কোচবিহারে ছিল না। ফলে এখানে আশঙ্কার কিছু নেই।

প্রশ্ন উঠেছে, ৭ জানুয়ারি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়া স্যালাইন কীভাবে উত্তরবঙ্গে একাধিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যবহার হল?

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'শনিবার সকালেই সব হাসপাতালে নির্দেশ পাঠিয়ে ওই স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে।'

ভরসা নদীই

প্রথম পাতার পর

এবার যে নতুন লাইন করা হচ্ছে তাতে সমস্যা নেই। আশা করছি শীঘ্রই সেখানে জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।' বাসিন্দা আমিনা বিবি বলেন, 'বাড়িতে চাপাকল থাকলেও সেই জল ব্যবহার করা যায় না। যে কারণে স্নান করা, জামাকাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে রান্নার জন্য আমরা নদীর জলই ব্যবহার করি। তবে বর্ষার সময় নদীর জল ঘোলা থাকায় তখন খুব অসুবিধা হয়। সেসময় আমরা বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা দিয়ে রান্না করি।' এলাকার আরেক বাসিন্দা রিনা বিবির কথায়, এলাকায় অধিকাংশ বাড়িতে ট্যাপকল বসানো হলেও তাতে জল আসে না।

কোচবিহার শহর থেকে মেরেকেটে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে হরিণচওড়া এলাকায় তোর্ষা নদীর রেলসেতু লাগোয়া হল গুদাম মহারানিগঞ্জ। এলাকায় বেশ কয়েকশো লোকের বাস। বাসিন্দারা বলছেন, ৮-১০ মাস আগে এলাকায় অধিকাংশ বাড়িতে সরকারের তরফে জলের লাইন বসানো হয়। কিছু বাড়িতে অবশ্য লাইন এখনও বসানো হয়নি। অভিযোগ, জলের লাইন থাকলেও তাতে জল আসে না। এই অবস্থায় এলাকার গরিব বাসিন্দাদের হাতেগোনা কয়েকজন গাঁটের কড়ি খরচ করে বাড়িতে চাপাকল বসিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু সেই জল পান করা তো দূরের কথা, তা ব্যবহারেরও অযোগ্য। যে কারণে, স্নান করা, জামাকাপড় কাচা থেকে শুরু করে এমনকি রান্না করার জন্য অনেকেই নদীর জলই ব্যবহার করেন। বাসিন্দা আছিরণ বিবি বলেন, 'বাড়িতে প্রায় এক বছর আগে কল বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কল দিয়ে জল পড়ে না। ফলে খাওয়ার জল অনেক দূর থেকে আনতে হয়। রান্না করি নদীর জল দিয়ে।' শায়রা বিবি, মনোরা বিবি বলেন, পানীয় জলের খুবই সমস্যা। অনেক দূর থেকে জল আনতে হয়। আমাদের সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবে না।

সীমান্তে চলল গুলি, গ্রেনেড

নিউজ ব্যুরো

১১ জানুয়ারি : মালদা,দক্ষিণ দিনাজপুর,মুর্শিদাবাদে শুক্রবারও উত্তেজনা ছড়াল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে উত্তেজনার আবহে এবার মালদা শ্মশানি সীমান্তে মাদক পাচার রুখতে গিয়ে পাচারকারীদের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়তে হল বিএসএফ জওয়ানদের। জওয়ানরা গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বালুরঘাট থানার শিবরামপুর বিওপি এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবির প্রবল বাধার মুখে পড়ে বিএসএফ কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ওদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নন্দনপুর ও ফর্জিপাড়া সীমান্তে গোরু পাচার আটকাতে গিয়ে জওয়ানদের স্টান্ট গ্রেনেড ছুড়তে হয়েছে।

বিএসফের তরফে বলা হয়েছে, শ্মশানি সীমান্তে ডিউটি করার সময় জওয়ানরা দেখতে পান ১৫-২০ জন সশস্ত্র বাংলাদেশি চোরাকারবারি কাঁটাতারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ধাওয়া করেন। কিন্তু বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা পালটা জওয়ানদের চোখে হাই-বিম টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে। জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে শূন্যে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র,লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জওয়ানরা আত্মরক্ষার জন্য দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি চালায়। ইতিমধ্যে আরও জওয়ান ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। চোরাকারবারিরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আম বাগানের মধ্য দিয়ে ফিরে যায়। মালদা, কোচবিহারের পর গত কয়েকদিন ধরে বালুরঘাটে নানা সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি বালুরঘাটের শিবরামপুর সীমান্ত ও বাংলাদেশের নওগাঁ সীমান্তের মাঝে বেড়া দেওয়া নিয়ে বিএসএফ ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। মালদা, কোচবিহারের পর এবার বালুরঘাটের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ল সীমান্তে।

বালুরঘাট থানার শিবরামপুর বিওপি এলাকায় বিজিবির বাধায় কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয় বিএসএফ। ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়দের দাবি, বিজিবি সীমান্তের ওপারে অস্থায়ী বাংকার ও ছাউনি তৈরি করেছে। এমনকি দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশের অংশে বাংকার খুলে কামান, বন্দুক তাক করার ছবিও বাংলাদেশি মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে।

সীমান্তের ওপারের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়রা চাইছেন উন্মুক্ত সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া বসুক।

সকালে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। বিএসএফ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।

পালিয়ে রক্ষা

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্য থেকে কিশোরী পাচারের অন্যতম প্রধান কারণ অশিক্ষা ও অর্থাভাব। আর সেই সুযোগে দশম শ্রেণির পড়ুয়া বছর সতেরোর এক আদিবাসী কিশোরীকে এজেন্টের মাধ্যমে পরিচারিকার কাজের নামে ভিনরাজ্যে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছিল খোদ তার মা। গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর মেয়েকে বাড়ি থেকে এক এজেন্ট এসে নিয়ে যাওয়ার কথা পাকা হয়। সেজন্য কিশোরীর বাড়ির বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেই মা। নিজেকে বাঁচাতে মেয়েটি এক ফাঁকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় এক পরিচিত দিদির বাড়িতে। ২৭ ডিসেম্বর কিশোরীর মা মেয়ে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। শনিবার অসমে এক আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার জন্য শামুকতলা থানার মহাকাল চৌপথিতে এসেছিল মেয়েটি। সেখান থেকে বাসে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। তখনই শামুকতলা থানার পুলিশ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তাকে শামুকতলা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

ডার্বিতে বাগান-বিলাস

প্রথম পাতার পর

একই গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থক! এমন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ কে কবে দেখেছে? হয়তো অন্য রাজ্য বলে ঝামেলা হল না। না হলে এদিন যেভাবে সৌভিক চক্রবর্তী শরীরী ফুটবল খেলতে শুরু করেন শুরু থেকে, তাতে একবার মাঠে হালকা ঝামেলা হলেও তা গ্যালারি অবধি গড়াল না। কিন্তু ক্ষতিটা হল ইস্টবেঙ্গলেরই। ৬৪ মিনিট নিজেদের অর্ধ থেকে একটা লুজ তাঁর বাড়ানো বল ধরে তরতর করে ওঠা লিস্টন কোলাসোকে আটকাতে সৌভিকের কাঁচি চালানো ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। ফলে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখে সৌভিক মাঠ ছাড়ায় দশজনে হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এদিন অস্কার ব্রুঁজো দল সাজান ৩-৪-৩ ছকে। ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে শুরু থেকে খেলালেন সম্ভবত চারদিকের দাবির চাপে পড়ে। কিন্তু দেখা গেল, পরে নেমে তিনি যতটা কার্যকরী, শুরু থেকে ততটা নন। পিভি বিষ্ণুকেও যে কেন সাইডব্যাক হিসাবে খেলানো হল, পরিষ্কার নয়।

তবে, এদিন গ্যালারিতে লোকজন না থাকার কারণেই সম্ভবত খেলার মান উচ্চতায় উঠল না। মোহনবাগান প্রচুর সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ। বরং ইস্টবেঙ্গলের কাছে দুই অর্ধে দুটো সুযোগ ছিল। মাত্র ৬ মিনিটে ক্লেইটন সিলভার নিশ্চিত গোলে ঢোকা শট টম অ্যালড্রেড ক্লিয়ার করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ক্লেইটন বক্সের মধ্যে থেকে বল গোলে রাখতে পারেননি। তবে, এদিন ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরেও ইস্টবেঙ্গল যে সাহস দেখিয়েছে, সেটা শুরু থেকে দেখালে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হতেই পারত। নন্দকুমার শেখর নামার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার বাড়ে। যার ফলে চাপে পড়ে যায় মোহনবাগানের মতো ওজনদার দলও। পরের দিকে বহুদিন পর নামলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তবে দুজনেই চোটের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু আইএসএলে ডার্বিতে না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণই থেকে গেল মোহনবাগানের। এদিনের জয়ের ফলে ১৫ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে তাদের ব্যবধান হল আট পয়েন্টের। সেখানে ইস্টবেঙ্গল এগারোতেই থেকে গেল।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, সাহাল (টাংরি), লিস্টন (সুহেল), কামিংস (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (দিমি)।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, নীশু, হিজাজি (নন্দকুমার), ইউস্তে, নুঙ্গা, বিষ্ণু, সৌভিক, জিকসন, ডেভিড (মহেশ), ক্লেইটন ও দিয়ামান্তাকোস।

সাড়ম্বরে শুরু টি অ্যান্ড ট্রাইবাল ফেস্টিভাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : বর্ণাঢ্য আয়োজন ও বিপুল জনসমাগমের মধ্যে দিয়ে শুরু হল রাজ্য টি অ্যান্ড ট্রাইবাল ফেস্টিভাল। শনিবার নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানের ফুটবল মাঠে ওই উৎসবের সূচনা করেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই দপ্তরের মুখ্যসচিব ছোটেন ডি লামা, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন প্রমুখ। রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদ সদস্য মহুয়া গোপ সহ প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে ছিলেন।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে প্রথম জলপাইগুড়ি উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ ঘোষণা করা হয়। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি জেলা সদরে আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য একটি ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করা হয়। সেখানে কিউআর কোড স্ক্যান করেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করা যাবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। মন্ত্রী বলেন, 'চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়দের কৃষ্টি সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্যই এমন উদ্যোগ।'

পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে চা বাগানের বাসিন্দাদের সচেতন করতেও এই উৎসব উল্লেখযোগ্য বলেও তিনি জানান। প্রকাশ দাবি করেন, আদিবাসী উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কাজ এককথায় ঐতিহাসিক।

নাগরাকাটার ভগতপুর চা বাগানের ফুটবল মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে আয়োজিত গণবিবাহে মোট ৬০ জোড়া তরুণ-তরুণীর বিয়ে হয়। তবে অনুষ্ঠানে আয়োজিত গণবিবাহ নিয়ে আপত্তি তুলেছে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা তেজকুমার টোপ্পো বলেন, 'বিয়ে দেওয়া সরকারের কাজ নয়। গণবিবাহ আদিবাসী সংস্কৃতির পরিপন্থী। দ্রুত আমরা প্রশাসনের কাছে এই কারণে প্রতিবাদপত্র পাঠাব।' এই অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী বুলু অবশ্য জানিয়েছেন, দুঃস্থ আদিবাসীরা অর্থের অভাবে অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে পারেন না। তাই এই আয়োজন করা হয়েছিল।

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, খাদ্যাভ্যাসের উপরও প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জুরন্তী চা বাগানের মুন্ডা, কালিম্পংয়ের লেপচা, লুকসানের লিম্বু-সুব্বা সম্প্রদায়ের লোকসংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। হিমালয়ান বুদ্ধিস্ট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সিঙ্গি নৃত্য সহ তামাং, অসুর, ওরাওঁ সম্প্রদায়েরও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলেছে।

আদিবাসী প্রবীণদের হাতে জয় জোহর পেনশন, পড়ুয়াদের সবুজ সাথীর সাইকেল, জাতিগত শংসাপত্র ইত্যাদিও তুলে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। মন্ত্রী বুলু আরও বলেন, 'আমাদের দপ্তর থেকে এবছর মোট ১২ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। বহু আদিবাসী পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ডও দেওয়া হচ্ছে।'

টিভি ও টাকা নিয়ে চম্পট

চালসা, ১১ জানুয়ারি : দিনেদুপুরে চালসার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। চালসার স্কুলপাড়ার মোহাম্মদ ইকবালের বাড়িতে শনিবার দুপুরে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে টিভি সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

পরে বাড়ির লোকজন এসে চুরির বিষয়টি বুঝতে পেরে মেটেলি থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এলাকার কিছু নেশাগ্রস্তরাই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদের অনুমান।

ফসল নষ্ট

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলু বলেন, 'আমরা চা বাগানে কাজ করেই সংসার চালাই। তাই চা বাগান নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব।'

চা বাগানের সঙ্গে তামাক গাছও ক্ষতি করেছে দুষ্কৃতীরা। সঞ্জিত রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আমার প্রায় সব জমি কাঁটাতারের ভিতরে। জমির সমস্ত তামাক গাছ নষ্ট করে দিলে সমস্যায় পড়ে যাব।' স্থানীয় কৃষকরা চাইছেন, বিএসএফ কাঁটাতারের ভিতরেও ডিউটি করুক। স্থানীয় মনতোষ রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আগে বাংলাদেশিরা এরকম আচরণ করেনি। সেদেশের সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এরকম ক্ষতি শুরু হয়েছে। বর্তমানে সেই মাত্রা বেড়েছে।' বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ খরখরিয়া এলাকায় শুক্রবার কৃষকরা ফসল বাঁচাতে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়েছেন। এনিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল সীমান্ত এলাকা। এদিন দেখা গেল, ওই সীমান্তে বিএসএফের কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। বাংলাদেশের দিকেও বিজিবি'র তৎপরতাও লক্ষ করা গিয়েছে। এদিন অবশ্য নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া লাগাননি কৃষকরা। অনুপ রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আমরা নিজেরা প্রায় ১ লক্ষ টাকার কাঁটাতার কিনেছি। তা দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে। আবার কাঁটাতারের বেড়া এনে বাকি খোলা সীমান্তেও বেড়া দেওয়া হবে। এদিন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'বিজিবি বা বাংলাদেশিরা যতই বাধা দিক, খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবেই।'

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। রোদমাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনও- পথেঘাটে বেজে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঢেকে যায় সেই মায়ামাখা জঙ্গলে। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

১৪
ট্রাভেল ব্লগ : শৌভিক রায়

১৫
গল্প
সুস্মিতা সোম
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ : সেবন্তী ঘোষ

কুয়াশা আঁচল খোলো

স্বপ্নে ‘দ্য ফগ ফেস্টিভাল’

বিজয় দে

একদা আমাদের পাড়ার ছিল একজন রানাদা আর পাড়ার মোড়ে ছিল রানাদার জমজমাট লন্ড্রি। সব সময় ভিড়। টেপরেকর্ডারে সব সময় গান বাজত...‘আজা তুঝকো পুকারে মেরে গীত রে...’এরকমই সব পুরোনো ও নতুন গান। রানাদা ছিলেন সংগীতরসিক। কিন্তু সেইসব এখন আর দোকানটি নেই। রানাদাও নেই।

জামাকাপড় শাড়ি নিয়ে দোকানে গেলে কিংবা ইস্ত্রি করা পোশাক আনার সময় দেখতাম রানাদা একমনে জামাকাপড় ইস্ত্রি করছেন আর ফাঁকে ফাঁকে নিজেই গুনগুন করে গান গাইছেন। এটাই সারাদিনের ছবি। গলা তেমন ভালো নয়, কিন্তু কাজ করতে করতে গান গাওয়াটাই ছিল রানাদার একমাত্র নেশা। হিন্দি বাংলা সব গান পার করে, একদিন দেখলাম, তিনি গাইছেন ...‘আশা ছিল কুয়াশা ছিল ...আজ আশা নেই সেই কুয়াশাও নেই...’ কিশোরকুমারের গাওয়া একটি জনপ্রিয় গানের নকলে, তবে সুর একই।

এরকম কোনও গান যে রানাদার মুখ থেকে শুনব সেটা ভাবিনি। লিরিকের এই অদ্ভুতুড়ে পরিবর্তন কি রানাদা নিজেই করেছেন, নাকি অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া? রানাদা এতই সিনিয়ার যে জিজ্ঞেস করার মতো সাহস ছিল না এবং করলেও জবাব দিতেন কি না সন্দেহ। ওই এক লাইন ‘... আশা ছিল কুয়াশা ছিল...’যখন যেটা ভর করে, এই গানের দু’কলি যেমন, সেটাই সারাদিন চলছে এবং বেশ কিছুদিন চলেওছিল। তারপর আবার অন্য গান। হঠাৎ হঠাৎ শুনতে খুব একটা খারাপ লাগত না।

যাই হোক, এখানে আমার লেখার বিষয় সংগীতরসিক রানাদা নয় বা রানাদার গাওয়া গুনগুনানো গানও নয়, আমি লিখতে চাই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় ... এই উত্তরের চরাচরে ব্যাপৃত শুধু কুয়াশা, শুধু নির্ভেজাল কুয়াশা। তাই, রানাদাকে ছেড়ে আমি বরং সেইদিকেই মনোনিবেশ করি।

‘শীতকালের দুপুরে চাই একটা জবরদস্ত ঘুম’... চাহিদা হিসেবে এটা কি খুব বেশি কিছু? কিন্তু সেই সামান্য চাহিদাও বিগড়ে যায় মাঝে মাঝে। অথচ শীতের দুপুরে ঘুম, অনেকের মতো আমারও একটি ব্যক্তিগত বিলাস। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এই ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেননা ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা স্বপ্ন, ভালো কিংবা খারাপ, যাই হোক, ঘুম চটকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেদিন যেমন, ঘুমটা পেকে উঠতেই, দেখি কোথা থেকে কী, ঘরের ভেতরে অবিরাম কুয়াশা এবং কুয়াশার ভেতরে কিছু একটা ভাসছে। আসলে ঘরের এদিক-ওদিকে যা ভাসছে, সেটা একটি বই এবং সেটি এগিয়ে আসছে আমার বিছানার দিকেই।

আমি কাছে গিয়ে বইটির শিরোনাম দেখে অবাক! ‘দ্য ফগ ফেস্টিভাল’! এরকম কোনও ‘ফেস্টিভাল’ কোথাও আছে বলে শুনিনি। আর কোন দেশের বই বা লেখকের নামটিই বা কী, সেসবের কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাংলা ভাষায় ‘কুয়াশা উৎসব’ হলেও না হয় একটু মানানসই হত কিন্তু তা’বলে একেবার বিদেশি ভাষা... পেপারব্যাক! পাতা ওলটাতেই, দেখি সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ‘ফগ ইজ দ্য সুইটেস্ট ব্লগ রিটেন বাই গড আন্ডার দ্য সান’!

এটা কার উক্তি? লেখাটা ঠিক পড়লাম তো? আবার পাতা ওলটালাম বিশদ জানার জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুমটা ভেঙে চৌচির। আগের মতোই, কাঁচা ঘুম আর পাকা হল না...।

সেবার নদীর ধারে শহরের বইমেলার আয়োজন করা হলে আমরাই আয়োজক। ফলে অন্য ধরনের ব্যস্ততা। এদিকে শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার আসবেন বইমেলার উদ্বোধনে। ফলে একটা সাজোসাজো রব।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শীতের দুপুরে ঘুম, অনেকের মতো আমারও একটি ব্যক্তিগত বিলাস। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এই ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেননা ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা স্বপ্ন, ঘুম চটকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ভাঙে বাস্তবের অনড় প্রাচীর

কৌশিক জোয়ারদার

কবি, তুমি কি পথ হারাইয়াছিলে? তোমাকে শেষবার আমরা দেখছি সংসারের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সাদা কাগজের সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকে ধ্যানমগ্ন নির্বাক। তারপর সহসা তুমি উঠে চলে গেলে কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠের দিকে, হেমন্তের মুমূর্ষু দিন তোমাকে জাদু করেছিল। বন্ধু ও পরিবার, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, উজ্জ্বল আলোর সংবর্ধনা তুচ্ছ করে মাঠের মেঘের ভিতর তুমি কেন বিলীন হয়ে গেলে পিছনে না-তাকিয়ে?

কুয়াশায় মিশে গিয়ে তুমি কি নিজেই কুয়াশা হয়ে গেলে। শক্তি কবির কবিতার ছেলেটি কি তুমিই? “ছেলেটির রূপ ছিল কুয়াশার মতন পলকা। / কুয়াশা কাটার মতো করে একদিন সে চলে গেল অনায়াসে / কাউকে কিছু বলেও গেল না।” কবি ও অস্বচ্ছ অস্পষ্টতার সম্পর্কের এই রসায়ন তুমি আমাদের বলো। এখানে উপস্থিত তোমার শ্রবণেচ্ছু পাঠক।

যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। হে ধর্মাবতার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, ইহা সত্য। কিন্তু আপনি প্রকৃতই ধর্মাবতার কি না, তা তো বলতে পারি না। অথবা এই বিচার সভা একটি স্বপ্নের মতো ভঙ্গুর কি না, সেটাই বা কী করে প্রতিষ্ঠা করি। অথচ দৃশ্যমান যা-কিছু, তাকে তো মিথ্যা বলেও অস্বীকার করতে পারি না। পাঠক, আমি যে জন্মেছি, ইহা সত্য। এমন এক সত্য, যার বিপরীত উচ্চারণ করলে স্ববিরোধ হয়। ‘আমি অজাত’, এই ঘোষণা করতে গেলে জন্মাতে তো হবেই। আমার মৃত্যুও অমোঘ, অনিবার্য এক সত্য। কিন্তু ‘আমার মৃত্যু নেই’– এই ঘোষণায় স্ববিরোধ হয় কি না, এই প্রশ্নে আমি ভাবিত।

আমি মৃত, এই কথা মৃতের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত আমার মৃত্যু এক অনুমেয় সত্য। নিজেকে নয়, আমি অন্যকে মরতে দেখি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আমি ভয় পাই, বেঁচে থাকার স্পষ্টতায় পালিয়ে থাকি। আমার যাপনে আমি মৃত্যুকে অস্বীকার করি। বেঁচে থাকাকে দীর্ঘায়িত করি মৃত্যুর ওপারে এক অস্পষ্ট পরলোকে। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে হেমন্তের বিকেল পেরিয়ে আমি শীতের রাত্রে প্রবেশ করেছি কখন। কালো অন্ধকারে দুধ-সাদা কুয়াশা সহসা আমাকে জড়িয়ে ধরল, ঝাপটা মারছে চোখে ও মুখে। ঘন কুজ্ঝটিকা শুষে নিল অন্ধকারের নিজস্ব আলো।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষ রূপবতী নারী

রেহান কৌশিক

কালো নয়। সাদা অন্ধকার। যেন হ্যারি হুডিনির ইন্দ্রজাল! তাঁর ম্যাজিক-স্টিকের ইশারায় উড়ে আসে কুয়াশার পাখি। ডানা থেকে ঝরতে থাকে রাশি-রাশি সফেদ পালক। আর, জাদুকরের কারসাজিতে ক্রমশ উধাও হতে থাকে চোখের সামনে জেগে থাকা মাঠঘাট, গাছপালা, নদী আর রাস্তারা। সাদা অন্ধকারে এ-যেন একলা হওয়ার ভুবন। শীতের চরাচরে এই রুপোলি কুয়াশার মায়া কি শুধুই একলা করে? নাহ, একা করে না। রাত্রির অন্ধকারে মাথার ওপর আকাশে যেমন আলোয় আলোয় লেখা হতে থাকে অনন্তের মহাজাগতিক আখ্যান, তেমনই কুয়াশার মায়াবী সেলুলয়েডে ফুটে উঠতে থাকে অচেনাকে প্রত্যক্ষ করার এক আশ্চর্য দাস্তান।

ওই তো নির্জন নয়ানজুলির চর। চরের ভিজে মাটি ঢাকা পড়েছে ভোরের কুয়াশায়। নিঃশব্দে হাঁটছে বক। বকের পায়ের আঙুল দাগ রাখছে ভিজে মাটির ওপর। দাগ নয়। লিপি পাঁচ হাজার বছর আগে পাখিদের এরকম দৃশ্য দেখেই কি লিপির কৌশল জেনেছিল সুমেরীয় লেখক? কাদামাটির ওপর জাগিয়ে ছিল কীলক-লিপি? লিখেছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য গিল গামেশের গল্প?

এই যে জগৎজুড়ে ছড়ানো অগাধ জীবন, এই যে বহমান ঘটনা-প্রবাহ, অবিচ্ছিন্ন আয়ুর স্রোতধারা, মানুষ তার কতটুকু লিখে রাখে ব্যক্তিগত নোটবুকে? কতখানি মুদ্রিত করে তার নিজস্ব বর্ণমালায়? তার চেয়ে ঢের বেশি লিপিবদ্ধ করে পশুপাখি। সাজিয়ে তোলে প্রকৃতি নিজেই।

নয়ানজুলির ভিজে পৃষ্ঠায় এই কুয়াশার নিঃশব্দ আবহে বক লিখে রাখছে এই সময়ের ধ্বনি। তার বেঁচে থাকার অনিবার্য আখর। চেনা বাংলার খুব চেনা এক দৃশ্যের ভিতর অচেনা আর-এক রোমাঞ্চিত দৃশ্যের এরকম রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতাই বোধহয় উড়ন্ত কুয়াশার অনন্য ম্যাজিক।

কারুকার্যময় অলংকারে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে নারীরা। কিন্তু গাছেরা? আম-জাম-অশত্থ-ডুমুর অথবা শালবন? হয়তো-বা ভালোবাসে। গাছপালার শাখায় শাখায় মাকড়সার বুনে রাখা সুতোয় জমে ওঠে বিন্দুবিন্দু তীব্র সাদা কুয়াশা থেকে জন্মানো ‘হিরের জল’। রাত্রির অন্ধকারকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষেরা যেন হয়ে ওঠে বাংলার রূপবতী নারী। পৌষ-মাঘের কুয়াশার আশ্চর্য জাদুতে এভাবেই বদলে যায় বৃক্ষদের অঙ্গসাজ।

কাঁসাই নদীর পাশে খেতজুড়ে গম, সর্ষে অথবা ফুলকপি, বাঁধাকপির সুবিন্যস্ত জ্যামিতিক নকশায় সাদা হয়ে জমে ওঠা হিম যেন কোনও এক ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠির বয়ান। কুয়াশার ডাকবাক্সে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রেমিকার জন্য। নদীঘাটের সনাতন মাঝি। যে কখনও বাড়ি ফেরে না। তার হারিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য আজও বসে থাকে নৌকোর পাটাতনে। কুয়াশার দিন এলে ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্ন আবার নতুন ‘জান’ পায়। ভাবে, দু’পাশের জমাট কুয়াশার আড়াল ভেঙে হারানো মানুষ ফিরে এসে দাঁড়াবে সম্মুখে। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে সে নিশ্চয়ই বলবে না, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’

সে হয়তো স্বগতোক্তি করবে, ‘দিশা খোয়ানো পক্ষী কি সহজে ফিরতে পারে তার জুড়িদারের কাছে!’

ইমরান ফকিরের কাছে জেনেছে, নিজেকে নিঃস্ব না করলে স্বপ্ন কখনও পূর্ণ হয় না। নদীঘাটের কুয়াশা যখন তাকে একলা করে, নিঃস্ব করতে থাকে, সবজির খেতে জেগে ওঠা চিঠির বিষাদবয়ান যখন সে পড়তে থাকে, তখন ফকিরের দেওয়া আশ্বাসে বুক বাঁধে কাঁসাই নদীর মাঝি-সনাতন। তার বিশ্বাস জন্মায়, শীতভোরে এই সফেদ ডাকের সাজে সেজে ওঠা নদীঘাটে, কুয়াশার সাদা রাংতায় মোড়া এই পথ ধরেই ফিরে আসবে তার হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের প্রেমিকা।

তাপমাত্রার নিম্নগামী পারদে পা রেখে, শীতকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এভাবেই হয়তো বাংলা ছড়িয়ে দেয় তার রোমান্সের নিঃশব্দ উষ্ণতা, গোপন উচ্ছ্বাস।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কাঁসাই নদীর পাশে খেতজুড়ে গম, সর্ষে অথবা ফুলকপি, বাঁধাকপির সুবিন্যস্ত জ্যামিতিক নকশায় সাদা হয়ে জমে ওঠা হিম যেন কোনও এক ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠির বয়ান। কুয়াশার ডাকবাক্সে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রেমিকার জন্য।

কচ্ছ দেখেননি? কিছুই দেখেননি...

শৌভিক রায়

‘যখন পাসপোর্ট ভ্যালিড ছিল, তখন কেউ ডাকেনি। এখন সবাই ডাকে। কিন্তু বিদেশযাত্রার ধকল এই বয়সে সম্ভব নয়’, বললেন পদ্মশ্রী আব্দুল গফুর খেতরি সাহেব।

বসে আছি নিরোনা গ্রামে। খেতরি সাহেবের দৌলতে কচ্ছের এই গ্রামের নাম প্রায় সবাই জানে। পার্সিয়ান শৈলীর রোগান শিল্পের একমাত্র ধারক তিনি। আটশো বছর ধরে বংশপরম্পরায় তাঁদের পরিবার শিল্পটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হাতেও খেতরি সাহেবের শিল্প তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের আরও বহু জায়গায় তাঁর শিল্প শোভা পাচ্ছে।

কচ্ছে আসার পথ মনে রাখার মতো। আহমেদাবাদ থেকে দীর্ঘপথে কার্পাস খেত, উইন্ডমিল, বিচ্ছিন্নভাবে সাদা হয়ে থাকা প্রান্তর আর ছোট-বড় নানা শিল্পের সমাবেশ দারুণ লাগছিল। তবে সানন্দে টাটার ন্যানো কারখানা দেখে মন একটু খারাপ হল বৈকি!

ভুজে পৌঁছালাম সন্ধ্যাবেলায়। কতবার ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে এই শহর! তবু জীবন থামেনি। ২০০১ সালের সেই ভয়ানক ২৬ জানুয়ারির পর ভুজের এখন নতুন রূপ। সেই প্রবল বিপর্যয়ের স্মৃতি নিয়ে স্থাপিত স্মৃতি ভবন আধুনিকতার সঙ্গে অতীতের এক অসামান্য মেলবন্ধন। রোমাঞ্চিত হতে হয় সেটি দেখে। কচ্ছ মিউজিয়ামেও তারই ছাপ। তবে সেখানে কচ্ছের জনজীবন আর হস্তশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেশের এই এলাকাকে জানবার জন্য যথেষ্ট। শহরের মাঝে হামিসার লেকের ধারের প্রাগ আর আয়না মহল কচ্ছের রাজকীয় অতীতের অসামান্য এক নিদর্শন। আভিজাত্য, বিত্ত আর রুচির এরকম মিশেল অবশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজপ্রাসাদে রয়েছে। তবে প্রাগ মহলের ইউরোপিয়ান শৈলীর স্থাপত্য নজরকাড়া। দ্রষ্টব্যগুলিও অন্য ধরনের।

ভুজ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে মান্ডবীর বিজয়বিলাস প্যালেসও অনবদ্য। হিন্দি ফিল্মের দৌলতে অনেকেই অবশ্য জানেন এর কথা। আগেই দেখে নিয়েছিলাম বাহাত্তর মন্দিরের জৈনালয়া আর শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা মেমোরিয়াল।

আয় মন বেড়াতে যাবি

প্রাগমহল। ভুজ।

ভুজে পৌঁছালাম সন্ধ্যাবেলায়। কতবার ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে এই শহর! তবু জীবন থামেনি। ২০০১ সালের সেই ভয়ানক ২৬ জানুয়ারির পর ভুজের এখন নতুন রূপ। সেই প্রবল বিপর্যয়ের স্মৃতি নিয়ে স্থাপিত স্মৃতি ভবন আধুনিকতার সঙ্গে অতীতের এক অসামান্য মেলবন্ধন। রোমাঞ্চিত হতে হয় সেটি দেখে। কচ্ছ মিউজিয়ামেও তারই ছাপ। তবে সেখানে কচ্ছের জনজীবন আর হস্তশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেশের এই এলাকাকে জানবার জন্য যথেষ্ট। শহরের মাঝে হামিসার লেকের ধারের প্রাগ আর আয়না মহল কচ্ছের রাজকীয় অতীতের অসামান্য এক নিদর্শন।

তবে মান্ডবী আমার কাছে আলাদা হয়ে রইল জাহাজ তৈরির জায়গা হিসেবে। কিছুটা জানা থাকলেও, মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে আসা কাঠের এভাবে জাহাজ তৈরি করা দেখব ভাবিনি কখনও। এ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। তবে সূর্যাস্ত বাদে এখানকার সৈকত সাধারণ বলেই মনে হয়েছে।

সবটাই অসাধারণ হয়ে গেল ধোরডো আর ধোলাভিরায় এসে। ধোরডো বিখ্যাত তার সাদা রনের জন্য। ধু-ধু এই প্রান্তরে কোনটা আকাশ আর কোনটা জমি বোঝা কঠিন। কপাল ভালো থাকায় ফ্লেমিঙ্গো আর বেলেহাঁসদের দেখাও মিলল। আসলে থর মরুভূমির বর্ধিত এই দক্ষিণ অঞ্চল প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। লবণের এরকম বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর কোথাও নেই। অন্যদিকে, ধোলাভিরা ইতিমধ্যেই ইউনেসকোর হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। এখানেই রয়েছে হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ। না দেখলে বোঝা যায় না সেই সময় কতটা উন্নত ছিল মানুষের জীবনযাত্রা। এখানকার ফসিল পার্ক একদম রন অফ কচ্ছ লেকের পাশে। সানসেট পয়েন্টটিও নজরকাড়া। সূর্যাস্তের আলোয় সাদা রনের মুহুর্মুহু রং পরিবর্তন যে কী অসাধারণ তা লিখে বোঝানো যায় না। ধোলাভিরা পৌঁছোনোর পথেই কর্কটক্রান্তি রেখা পেরিয়ে আসাটাও উল্লেখ করতে হয়।

ধোলাভিরার আরেকটি পালক হল তার রোড অফ হেভেন। লেকের মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা। দুইদিকে টলটলে জল আর রন নিয়ে এই পথ তুলনাহীন। এর টান উপেক্ষা করা যায় না। দিনে তো অবশ্যই, পূর্ণিমার রাতেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিমির রাস্তা নৈশবিহার করলাম। নেমে পড়লাম রনে। চাঁদ সাক্ষী, এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে কোনও দিন হয়নি।

কচ্ছের সবচেয়ে উঁচু জায়গা কালা ডুঙ্গার থেকে পাকিস্তান সীমান্ত দেখার বৃথা চেষ্টা করলেও, ম্যাগনেটিক জোনে আপনাআপনি গাড়ি চলতে দেখে সত্যিই বোকা হয়ে গেলাম। কী অদ্ভুত কাণ্ড! একসময় এই রাস্তা দিয়েই প্রতিবেশী এলাকার সঙ্গে ব্যবসা চলত। দেশ তখন ভাগ হয়নি। আজ অবশ্য আলাদা কথা। এখানকার সানসেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখা এক বিরল পাওনা। উঁচুনীচু পাহাড়, পাতা দিয়ে ছাওয়া গোলাকৃতি কচ্ছি বাড়ি আর নিজস্ব পোশাকের রঙিন মানুষ নিয়ে এই অঞ্চলটি ভালো লাগবেই।

অজস্র গ্রাম ছড়িয়ে কচ্ছ জেলায়। প্রত্যেকেই মোটামুটি প্রসিদ্ধ নিজেদের হস্তশিল্পের জন্য। বান্নি এলাকার এই গ্রামগুলিতে পরিবারের সংখ্যা কোথাও পঁচিশ, কোথাও দশ। কিন্তু তার মধ্যেই গড়ে উঠেছে আজরক, মুশরু, বাঁধনি, ব্লক প্রিন্ট ইত্যাদি সব নানা শিল্প। কেউ কেউ আবার বান্নি এলাকায় অস্থায়ীভাবে পশুপালন নিয়েই রয়েছে। ভুজৌদি, গান্ধি নাগাঁও, ধামারকা, ভিরানদিয়ারা, খভরা ইত্যাদি নানা গ্রামের মধ্যে আলাদা করে নজর পড়ে মাধাপারে। ভারতের অন্যতম ধনী গ্রাম এটি।

কচ্ছের মতো বৈচিত্র্য সারা দেশে বিরল। লবণের মরুভূমি, পাহাড়, সমুদ্র, রকমারি খাবার আর অতি অবশ্যই দুর্দান্ত মানুষজন নিয়ে কচ্ছ নিঃসন্দেহে পর্যটনের অন্যতম সেরা ঠিকানা।

ভাঙে বাস্তবের অনড় প্রাচীর

তেরোর পাতার পর

সারামাগোর ‘ব্লাইন্ডনেস’ উপন্যাসে মানুষের চোখে নেমে এসেছিল সাদা অন্ধত্ব। এই শুভ্র অন্ধকারের ধারণা কি তিনি কুয়াশার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন? অভূতপূর্ব এই সাদা অন্ধকারে অবাস্তব হয়ে উঠল প্রেম ও সৌজন্য, মানুষের তৈরি করা যাবতীয় মূল্যবোধ। মিথ্যা নয়, কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে উঠল সযত্নে সতর্কে নির্মিত সংসার। আলো ও অন্ধকারের, সত্য ও মিথ্যার এই মধ্যবর্তী অস্পষ্টতাই কুয়াশা। কুয়াশা এক স্ববিরোধ; এমন এক শুভ্রতা, যা দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ অথচ অলৌকিক করে তোলে।

বেদান্ত বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। পণ্ডিতেরা অনেকেই বলবেন, মিথ্যা মানে জগৎকে অস্বীকার নয়। বলতে চাওয়া হচ্ছে, জগৎকে যেমন দেখছি, সে আসলে তেমনটা নয়। মায়ার প্রভাবে সত্য আবৃত হয়ে আছে। ব্রহ্মের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাকেই বলা হয়েছে অবিদ্যা। দার্শনিকরা অবিদ্যাকে কুয়াশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যতদূর মনে পড়ছে, বিবেকানন্দের কোনও লেখায় কুয়াশার রং কালো। আসলে রংটা বড় কথা নয়, বড় কথা তার প্রভাব। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে সংসারকেই সত্য জেনে মানুষ চৈতন্যময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হয়।

বেদান্তের ভাষ্যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় প্রকৃতিই যেন কুয়াশাচ্ছন্ন এক বিভ্রম, আবৃত করে রেখেছে চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তাকে। অন্যদিকে যে সত্য আচার্য শংকরের সাধনা, তার সম্পর্কেই বুদ্ধের অবস্থান কুয়াশাময়। ঈশ্বর কি আছেন? বুদ্ধ নীরব। ঈশ্বর কি নেই? বুদ্ধ নীরব। অস্তি-নাস্তির এই অস্পষ্ট অবকাশ থেকে জন্ম নিল অজস্র বৌদ্ধমত। কুয়াশার স্বভাবই এমন। যাকে সত্য বলে জেনেছি, তার আপাত অনড় প্রাচীর সে ভেঙে দেয়, সম্ভাবনাময় করে তোলে অচলায়তন বাস্তবকে।

তারকোভস্কির সিনেমায় কুয়াশা নেমে এসে বাস্তবকে করে তোলে পরাবাস্তব। অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে ওঠে দুরারোগ্য নস্টালজিয়ায়। চেনা রাস্তা অচেনা হয়ে ওঠে, কুয়াশার ওপারে যেন অন্য দেশ-কাল। অস্পষ্টতার ওপারে কুহকী হাতছানি কবির অপেক্ষায়। ‘একদিন কুয়াশায় এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে...’, লিখেছিলেন জীবনানন্দ।

অবিমিশ্র প্রকৃত সত্য বলে কি কিছু আছে? মানুষের দৃষ্টিতে মিশে থাকে তার ভঙ্গি। প্রতিটি সত্যে মিশে থাকে তার প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আশঙ্কা। কোনও তথ্যের জ্ঞানই আবেগ বর্জিত হতে পারে না। তাই ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের বিজ্ঞান বুঝতে পারে না শিল্পীর ক্যানভাস। ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাবার যে ঝুঁকি, আক্রান্ত হবার যে উদ্বেগ, কবি ও শিল্পী তাকেই জড়িয়ে ধরে।

তারকোভস্কির সিনেমায় কুয়াশা নেমে এসে বাস্তবকে করে তোলে পরাবাস্তব। অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে ওঠে দুরারোগ্য নস্টালজিয়ায়। চেনা রাস্তা অচেনা হয়ে ওঠে, কুয়াশার ওপারে যেন অন্য দেশ-কাল। অস্পষ্টতার ওপারে কুহকী হাতছানি কবির অপেক্ষায়। ‘একদিন কুয়াশায় এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে...’, লিখেছিলেন জীবনানন্দ। ‘মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশার সন্ধ্যার বাতাসে- / কতো দূরে যায়...?’ ভাসমান শিশিরের পথে অলৌকিক ভ্রমণ শেষে সংসারে যে ফিরে আসে, সে অন্য কেউ। হে ধর্মাবতার, প্রিয় পাঠক, বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা নয়, দার্শনিকের অবিদ্যা নয়, সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ অস্পষ্টতা, আমি তাহাই বর্ণনা করলাম। জনতা যে বাস্তবের প্রতি বিশ্বাসে স্থির, তার পুনরাবৃত্তি করা তো কবির কাজ নয়।

স্বপ্নে ‘দ্য ফগ

তেরোর পাতার পর

প্রায় গোধূলিলগ্নে যথারীতি উদ্বোধনও হয়ে গেল। সন্ধে নাগাদ অতিথি অশ্রুবাবুরাও ফিরে গেলেন এবং তার পরই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেল।

বইমেলার পাশেই তো করলা নদী, সেই নদীর বুকে যে এত বিভিন্ন ধরনের কুয়াশা লুকিয়ে আছে কে জানত! বইমেলার মঞ্চে অতিথিরা উপস্থিত আছেন, বোধ হয় এই কারণে, লজ্জায়, কুয়াশা-সমগ্র নিজেদের প্রকাশ ঘটায়নি। ফলে মঞ্চ খালি হতেই দলে দলে তারা ঢুকে পড়ল বইমেলার প্রাঙ্গণে। শুধু মেলার চত্বরেই নয়, কুয়াশা ঢুকে পড়ল স্টলগুলির ভেতরেও। বইয়ের পাশাপাশি ক্রেতা-বিক্রেতা, আয়োজক সবাই প্রবল কুয়াশায় আক্রান্ত। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

কুয়াশার এমন দাপট আগে দেখিনি এবং চললও আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কুয়াশার ঢেউ চলে গেল বড় রাস্তা পেরিয়ে তিস্তা নদীর দিকে। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ যেন অনেকটা এরকম, ক্ষুধার্ত হাতির দল খাদ্য সংগ্রহের আশায় জঙ্গল ছেড়ে শহরে ঢুকেছিল। তারপর কিছু না পেয়ে, অনেক দাপাদাপি সেরে ফিরে গেল অন্য কোনও জঙ্গল বা লোকালয়ের দিকে। ‘বইমেলায় হঠাৎ কুয়াশার হানা’...খবরের কাগজে এরকম একটা সংবাদের শিরোনাম তো হতেই পারত।

যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে কুয়াশার সঙ্গে আমার প্রথম সম্যক পরিচয় ঘটেছিল আজ থেকে কুড়ি বছরেরও অনেক আগে। তারিখ মনে নেই, শুধু মনে পড়ছে সেই অভূতপূর্ব অপ্রাকৃত সকালটির কথা, যা নিয়ে আমি একদা অন্যত্র লিখেছিও। এখানে সেই অভিজ্ঞতার কথা, যেটুকু মনে আছে, তার কিছুটা পুনরাবৃত্ত করছি...।

...সেদিন (আমাদের পুরোনো ঠিকানার) ঘর থেকে বেরোতেই দেখি, কুয়াশায় কুয়াশায় পথঘাট ছয়লাপ। এরকম আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তখন তো শহর আরও ফাঁকা, নির্জন। ফলে কুয়াশার অবাধ গতি, যেন সমুদ্রের ঢেউ। একটা বড় কুয়াশা চলে যাচ্ছে, আরেকটা ততোধিক বড় কুয়াশা এসে ঢেকে দিচ্ছে শরীর। শুধু পায়ের নীচে মাটিটুকু চেনা যাচ্ছে। শব্দ নেই কোথাও।...

...সম্ভবত ‘নূর মঞ্জিল’-এর সামনে যখন পৌঁছেছি, তখনই চমকটা। একটা সানাই বেজে উঠল। তীব্র। শব্দটা এত তীব্র, এত আচমকা যে আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। সুর শুনছি, কিন্তু কাউকে তো দেখছি না। সানাইয়ের সুরটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আমিও কৌতূহলে ওই সুর অনুসরণ করি সানাইবাদকের পিছুপিছু। সুরটা কীরকম? এখানকার দেশি বাজনদারেরা যে রকম নহবৎ বাজায়, সে রকম। কিন্তু আমিই কি একমাত্র অনুসরণকারী? হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আর এক ফোঁটাও তো কুয়াশা নেই।

চোখের সামনে ভোরের নরম করলা নদী এবং নদীর পারে সেই দেশোয়ালি সানাইবাদক। আর নদীর জলের কাছাকাছি ছ’সাতজন মেয়ে-বৌ, যারা কলসীতে জল ভরার আয়োজন করছে। তার মানে এটাই আমাদের সমাজে বহুপ্রচলিত ‘গঙ্গা নিমন্ত্রণ’! মেয়েদের ঘুম ভাঙা মুখের লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রত্যেকটি মেয়ে-বৌয়ের মুখ যেন কুয়াশামাখা শীতের স্বপ্ন।

আমি কি আরও একটু তাদের দিকে এগিয়ে যাব? কথাটা ভাবতেই এক বিশাল কুয়াশা এসে ঢেকে দিল আমাদের। নদীর ধারে থেমে যাওয়া সানাইটা আবার বেজে উঠল...।

‘আহ ভালোবাসা, আলপথে সাপের শরীরে জড়ানো গরম কুয়াশা’ কবিতায় একদা এরকম একটা লাইন লিখেছিলাম। যে রকম লিখেছিলাম, ‘মা একটি কুয়াশারও নাম হয়/ যে-কুয়াশা নারিকেল সুপারিবনে আমাগো দ্যাশের বাড়ি/ যে-কুয়াশা তেপান্তরের পাঠশালা থেকে পালানো রঙচটা ভুগোল বই/ আমরা সব কুয়াশার সন্তান/ কুয়াশা দিয়ে মাকে ঢেকে রাখি...’ লিখতে গিয়ে নিশ্চিত, সেদিনের কুয়াশার অনুষঙ্গ কাজ করেছিল...

উদ্ধৃতি এবং বিবৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু কুয়াশা নিয়ে লিখতে গেলে এসব তো আমাকে লিখতেই হবে, বাদ দেওয়া যাবে না!

আমি এই শীতে একটি মোক্ষম দিবাস্বপ্নের প্রতীক্ষায় আছি। সেই ঘরভর্তি কুয়াশা আর কুয়াশার ভেতরে ভাসছে একটি বাংলা বই। বিছানার কাছাকাছি এলে দেখব, যার মলাটে লেখা আছে বইটির শিরোনাম ‘ইতি তোমার কুয়াশা’।

এটি আসলে বই নাকি কোনও বৃহৎ প্রেমপত্র, সেটা বুঝতে বুঝতে আমার শীতের দুপুরের সদ্য পেকে ওঠা ঘুমটা যথারীতি ভেঙে যাবে।

হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষ

তেরোর পাতার পর

উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি কুয়াশার এই দিন কি আমাদের হৃদয়কে কখনও ভারাক্রান্ত করে? করে নিশ্চয়। নাহলে রূপসী বাংলার কবি এমন ‘ম্যাজিক-মোমেন্টে’ দাঁড়িয়েও কেন শুনতে পান মৃত্যুর বেহালাবাদন? কেন বলে ওঠেন, ‘---কুয়াশায় ঝ’রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান / একদিন; ---হয়তো-বা নিমপেঁচা গাবে তার গান, / আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে--- / হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্খার----তবুও তো চোখের উপরে / নীল মৃত্যু উজাগর---বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ---’?

বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের অবকাশে গাছে আশ্রয় নেওয়া চে গেভারা তাঁর রুকস্যাক থেকে বের করতেন ‘গ্রিন নোটবুক’। নিবিষ্ট মনে পড়তেন নোটবুকে লিখে রাখা নেরুদা, ভ্যালেজো, ফেলিপের মতো কবিদের কবিতা। বৃক্ষের শাখায় নিশ্চল ভাস্কর্যের মতো দেখাত কবিতাপাঠে মগ্ন বিপ্লবীকে।

বাংলা থেকে বলিভিয়ার দূরত্ব কত? প্রায় সতেরো হাজার কিলোমিটার। দূরত্ব যাই হোক, সেই দৃশ্যই যেন জেগে ওঠে কুয়াশা-মাখা ভোরে, এই বাংলার গ্রামীণ প্রান্তরে। শিউলিদের কাঁধে ঝোলানো থলিতে হয়তো চে গেভারার কবিতা-লেখা সবুজ ডায়েরি মিলবে না। মিলবে না মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রও। কিন্তু খেজুর গাছের সঙ্গে নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে রুটিরুজির লড়াইয়ে শামিল ওই শ্রমজীবী মানুষ কি চে গেভারার উত্তরসূরি নয়? ভৌগোলিক দূরত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দুই ভিন্ন দেশের জীবন-সংগ্রামকে এক-ফ্রেমে তুলে আনতে পারে এই বাংলাই। বাংলার জাদুময় কুয়াশার ভোর।

নক্ষত্ররা স্নান করে? অবগাহনের সুখ নেয় শরীর ডোবানো জলে? মধ্যরাতে ঘন কুয়াশার অন্তরালকে ঢাল করে নক্ষত্ররা নেমে আসে পুকুরে, দিঘিতে। দল বেঁধে স্নান করে। স্নান শেষে ফিরে যায় তাদের অনন্ত মহলে। যারা স্নানের আনন্দে ফেরবার কথা ভুলে যায়, তারাই ছদ্মবেশ ধারণ করে থেকে যায় জলের ওপর। না-ফেরা নক্ষত্ররাই ছদ্মবেশী শাপলা হয়ে চুপ করে বসে থাকে কুয়াশার দিনে। কুয়াশাকাল হয়তো এভাবেই বাংলার বুকে জন্ম দেয় অন্য আর-এক আশ্চর্য রূপকথার।

শীতের চরাচরে ঝাঁপিয়ে নামা বাংলার ‘কুয়াশাকাল’ যেমন জন্ম দেয় রূপকথার, তেমনই জন্ম দেয় ‘অন্য-দেখার’ চোখ। কখনও শোনায় একাকিত্বের আজান, কখনও-বা উৎসবের শ্লোক। কুয়াশার রুপোলি সেলুলয়েডে জেগে ওঠা এমনই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের গল্পগুলো দিনেদিনে খোদিত হতে থাকে আমাদের স্মৃতির দেওয়ালে। অন্তরের গোপন ফলকে। শার্লক হোমস, ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশের টানটান থ্রিলারের চেয়ে এই গল্পগুলো কিন্তু কম রহস্যময়, কম রোমাঞ্চকর নয়।

ছোটগল্প

মায়াবী সাঁঝ

সুস্মিতা সোম
আঁকা : অভি

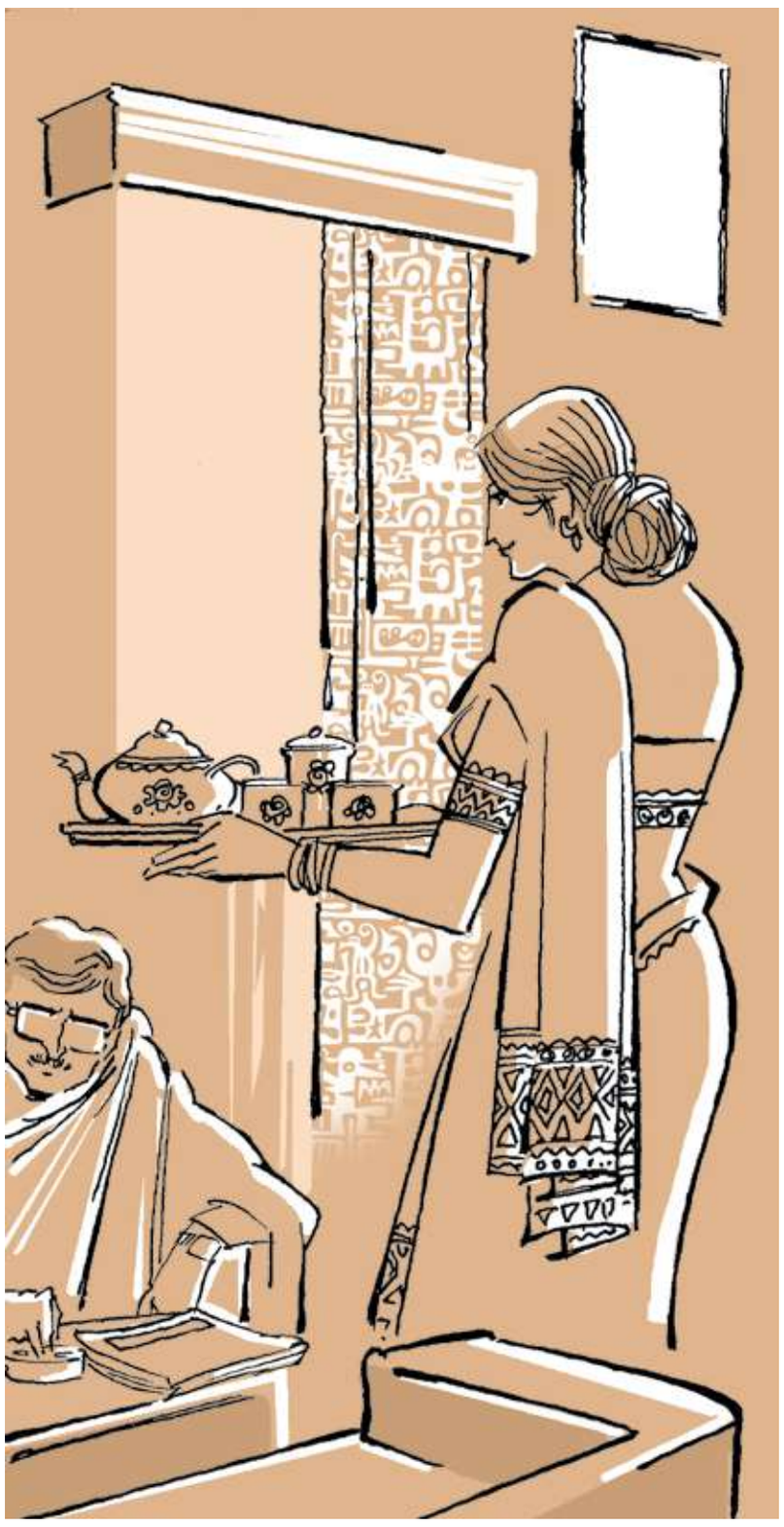

অফিসের ঠান্ডা ঘর থেকে বেরোতেই গরম হাওয়ার দমকা যেন শরীরের ভিতর ঢুকে দাপাদাপি আরম্ভ করে দিল। গলাটাও শুকিয়ে আসছে। তেষ্টাও পেয়েছে বেশ। অফিসে ঢুকে একটু ঠান্ডা জল খেয়ে এলে হত। না, থাক। অনেক কষ্টে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার অনুমতি আদায় করা গিয়েছে। তার ব্যাংকের ম্যানেজার ভদ্রলোক এমনিতে ভালো মানুষ। কিন্তু বড্ড খুঁতখুঁতে। এটা-ওটা এমন ফ্যাঁকড়া বার করে যে তার সব হ্যাপা সামলাতে হয় অরিত্রকে। চাকরিটা নতুন, বয়সটাও অন্যদের তুলনায় অনেকটাই কম, তাই বসের এইসব বায়নাক্কা তাকে মেনে নিতেই হয়। ওদিকে বাড়িতে বৌটাও যে নতুন, তারও হাজারো ঝক্কি-ঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব যে তাকেই পোহাতে হয়, একথা আর বসকে কে বোঝায়।

আজ বিয়ের পর পিয়ার প্রথম জন্মদিন। অ্যাকাডেমির দুটো টিকিট কেটেছে অরিত্র। নান্দীকার-এর নতুন নাটক। পিয়া আবার নাটক-পাগল। নাটক দেখে খাওয়াদাওয়া করে ফিরবে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে পিঠ-বুক বেয়ে। এই মধ্য শরতেও রোদ্দুরের কী দাপট! ফেরার বাসটা এখন ঠিকঠাক সময়মতো পেলে হয়।

-আরে অরিত্র না? তা, হেঁটে হেঁটে যে, অফিসের গাড়ির কী হল?

ভাবনার জাল থেকে বেরিয়ে অরিত্র স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। ব্যক্তিটি কে, কোথায় দেখেছে। তার নাম ধরে ডাকছে, তার মানে পূর্বপরিচিত নিশ্চয়ই।

-কৃত্তিবাসকে ভুলে গেলি এরই মধ্যে? না হয় চাকরিটার মধ্যে অনেক ফারাক, তা বলে আমি মানুষটার খোলস তো একই আছে। চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ঘাম মোছে কৃত্তিবাস।

-ভুলে যাব কেন? আসলে হঠাৎ তো, আর তোর ওই কালো চশমাটা এমন বেঢপ যে, মুখের অর্ধেকটাই চশমার পেছনে চলে গেছে।

- 'ওঃ হো হো, তা হবে। আসলে এই চশমাটা দিয়েছে আমার ছোট শালি। বাড়ি ফিরছিস বুঝি! আজ এত সকাল সকাল! তোর আর আমার তো দেখি একই অবস্থা, হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই শালার অবরোধ যে কখন উঠবে, কখন বাস পাওয়া যাবে কে জানে? রাজনীতির এই বেলেল্লাপনায় আমার আর তোদের মতো সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। এর মধ্যে ঋতঞ্জয়ের বাড়ি গিয়েছিলিস নিশ্চয়ই?'

-'সব্বোনাশ, অবরোধ! কোথায়? কেন? কী কারণে?'

-'অবরোধের কী কোনও কারণ লাগে অরিত্র? এখন তো শাসক হোক বা বিরোধী সকলের একটাই কাজ- নারীজাতির সম্মান রক্ষা। ধর্ষণ ধর্ষণ করে হেদিয়ে গেল গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই। আরে বাবা, মেয়েগুলোর অবস্থা দেখেছিস? দিনে দিনে তো জামা-কাপড় ছোট হয়েই চলেছে। সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফেরা, সে তো আজ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, কানে ফোন, হাতে টাকা, সঙ্গে একগাদা ইয়ার বন্ধু! এখানে ধর্ষণ হবে না তো কি দুগ্গা প্রতিমা পুজো হবে? ছাড় ওসব কথা, ভেবে কোনও লাভ নেই। এখন বল, ঋতঞ্জয়কে কেমন দেখলি?'

-না, যাওয়া হয়নি, যাব ভাবছি, এরই মধ্যে একদিন।'

-সে কি! একদিন মানে?

- না, আসলে, কেন কী হয়েছে, কোন খবর...?'

কৃত্তিবাস বেশ ঘন হয়ে আসে। - খবর মানে, খবরই খবর। সাংঘাতিক খবর। ডাক্তারি রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে ওর ভিসা পাওয়া।

-হ্যাঁ, সে তো হতেই পারে। ডাক্তার রিপোর্ট না দিলে অসুস্থ মাকে ফেলে সে যাবে কেমন করে। বিশেষ করে তোর কথামতো এই কাজের জন্যই যখন আসা। আর তা ছাড়া ওর মা-রও তো আর কেউ নেই। বেঙ্গালুরুতে একবার ফিরে গেলে তো আবার ফিরতে অনেকদিন লেগে যাবে। তাতে ওর পড়াশোনা চাকরি সবেরই ক্ষতি।

-না, তাহলে সত্যিই তুই কিছু জানিস না। একটা অদ্ভুত ধরনের হাসিতে মুখটা অপরিচিত হয়ে যায় কৃত্তিবাসের। আসলে তুই তো ওর বন্ধু, ভালো বন্ধু, তাই ওর সব ভালো, আগামাথা ল্যাজামুড়ো সব-সব। কিন্তু এই কৃত্তিবাসের মানুষ চিনতে ভুল হয় না, সেদিনও না। আজও না।

এমনিতেই মধ্য শরতের এই আকাশ শীতল হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। তার ওপর একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত এই কৃত্তিবাসী আবির্ভাব। ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখে অরিত্র। আসলে রেহাই চায় এখান থেকে।

ধনী পরিবারের ছেলে ঋতঞ্জয়। ঋতঞ্জয় মিত্র মজুমদার। তার মা আর বাবা দুজনেরই উপাধি ব্যবহার করত তার নামের সঙ্গে। অরিত্ররা যে পাড়ায় থাকত সেই পাড়াতে ঋতঞ্জয়রাই ছিল বড়লোক। অর্থের দিক থেকে তো বটেই, হাবেভাবে তার চাইতেও বেশি। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি, বাড়িময় ঘুরে বেড়ানো বিরাট অ্যালসেশিয়ান কুকুর, জয়ের মা-বাবার ইংরেজিতে কথোপকথন- সব মিলিয়ে প্রতিদিনের দেখা ঈর্ষণীয় সুখের ছবি। সেই ছবিকে সুন্দরতর করেছিল জয়ের মতো ছেলে। এমন আদ্যোপান্ত ভালো ছেলে এ তল্লাটে তো নয়ই, ইস্কুলেও ছিল না। অরিত্রর অহংকার বলতে ছিল ওইটুকুই, পাড়াতে আর পড়াতে একমাত্র ওকেই পছন্দ করত জয়। ধীরে ধীরে দুজনের পড়াশোনার জগৎ আলাদা হয়ে গেছে সময়ের ব্যবধানে। জয় এমবিএ করে বেঙ্গালুরু আর অরিত্র ইকনমিক্স নিয়ে পাশ করে ব্যাংকের চাকরিতে। সময় কেটে গিয়েছে হুহু করে। চাকরি পাওয়ার পর অরিত্র পুরোনো পাড়া ছেড়ে অফিসের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে চলে এসেছে। আর জয় বাইরে, তাই প্রথমে যোগাযোগ থাকলেও সেটা আস্তে আস্তে কমে এসেছিল।

অফিসে নিজের ঘরে কাজের টেবিলে বসে কাচের গেলাসে রাখা জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষে করে অরিত্র। কাল এত ভালো একটা নাটক দেখার পরও ঘুরেফিরে কেবল কৃত্তিবাসের কথাগুলোই মনে পড়ছে। ঋতঞ্জয় তার অনেকদিনের বন্ধু। খুব গভীরের কথা না জানলেও তাঁকে চিনতে তার এতটা ভুল হতেই পারে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না একেবারেই যে, এই জয়ের মতো ছেলে জড়িয়েছে ধর্ষণের মতো অতি খারাপ একটা ঘটনার সঙ্গে। আর জড়িয়েছেও বলা যাচ্ছে না, সেই নাকি এই ঘটনার নায়ক। কিন্তু ওই কৃত্তিবাস যেরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, তার সবই তো আর মিথ্যা হতে পারে না। যদিও কৃত্তিবাসটা বরাবরই ওইরকমই। যে কোনও ঘরোয়া খবরে আগ্রহ একটু বেশিই। জয় সম্পর্কে অরিত্রর মুগ্ধতার জায়গায় ফাটল ধরানোর জন্য সেই এই খবরটা প্রথম জোগাড় করেছিল যে, মিত্র মজুমদার জয়ের নিজের বাবা নয়, জয়ের মাকে বিবাহ করেছিল বর্তমান এই সন্তানটির দায়দায়িত্ব বহনের সমস্ত শর্ত আদায় করে।

পিয়া গান গাইছে রান্নাঘরে- 'শরতে আজ কোন অতিথি, এল প্রাণের দ্বারে....' আজ কি পূর্ণিমা! চাঁদের আলোয় বারান্দা ভরে গিয়েছে এই সন্ধ্যাবেলাতেই। চেয়ারটা টেনে নিয়ে অরিত্র হাঁক পাড়ে- পিয়া, চা-টা দাও তাড়াতাড়ি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।

ট্রেতে দু'কাপ চা আর চারটে গরম শিঙাড়া নিয়ে গুনগুন করতে করতে পিয়া বারান্দায় আসে। টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল- তোমার কোনও এক বন্ধু ফোন করেছিল। তোমার খোঁজ করছিল।

ট্রেতে দু'কাপ চা আর চারটে গরম শিঙাড়া নিয়ে গুনগুন করতে করতে পিয়া বারান্দায় আসে। টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল- তোমার কোনও এক বন্ধু ফোন করেছিল। তোমার খোঁজ করছিল। -বন্ধু? আমার? তুমি চেনো না? কী নাম বলল? -নাম তো কিছু বলল না, বলল আপনি নিশ্চয়ই মিসেস অরিত্র। বলবেন ওকে, আমি ওর পুরোনো বন্ধু। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল। অরিত্রকে বলবেন, আমিই ওকে ফোন করব।

অন্যমনে চায়ে চুমুক দেয় অরিত্র। তাহলে কি জয় ফোন করল? ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে ফোন করার মতো মানসিক অবস্থায় আছে কী করে? অরিত্রের অন্যমনস্কতা লক্ষ করে পিয়া বলে- কী গো? কী ভাবছ? শিঙাড়াটা ঠান্ডা হয়ে গেল যে। অফিসে কোনও সমস্যা হয়নি তো?

-আরে না না এই তো খাচ্ছি। টুকিটাকি কথার মধ্যেই ফোন বেজে ওঠে। 'হ্যাঁ রে অরিত্র বলছিস তো? আমি জয়। কতদিন পর কথা হল বল তো? তুই এখন কোথায়? অনেক কথাই গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল ঋতঞ্জয়। ফাঁক পেয়ে অরিত্র হাসতে হাসতে বলে- আমি ভালোই আছি, ঠিকঠাকই আছি, পিয়া এইমাত্রই তোর কথা বলছিল।

-তোর বৌ কী বলছিল আমি আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু গ্রেট কৃত্তিবাস কী বলেছে তোকে?

-আমাকে! তুই কী করে জানলি?

ফোনের ওপার থেকে হো হো করে হেসে ওঠে জয়- কৃত্তিবাসকে কি আজও তুই চিনলি না! তোর সঙ্গে ওর যে দেখা হয়েছিল, আমার জীবনে ঘটে যাওয়া যাবতীয় বিপর্যয়ের জন্য তুই যে খুব উদ্বিগ্ন, সে সব খবর আমার বাড়ি বয়ে ওই এসে দিয়ে গেছে। যাক গে, সে সব কথা, কাল তো রবিবার, ফ্রি আছিস নিশ্চয়ই, চলে আয় না বিকেলবেলা আমাদের পুরোনো আড্ডার জায়গায়?

গঙ্গার এই ধারটায় লোকজন একটু কম। গাছের তলার বেদিটা ঝেড়েঝুড়ে বেশ আরাম করে বসল দুজনে। পড়ন্ত এই বিকেলে সূর্যের আলো পড়েছে জলের শরীরে। তিরতির করে কাঁপছে রঙিন হয়ে ওঠা ছোট ছোট ঢেউগুলো। জলের গন্ধ মাখা ফুরফুরে বাতাসে ঠান্ডা হয়ে এল শরীর। জয়ের মেজাজটা যদি আজ ভালো থাকে তাহলে নৌকা নিয়ে ভেসে পড়া যায় সন্ধ্যায় সুন্দরী হয়ে ওঠা গঙ্গার বুকে। ডিঙি নৌকাটা যেন তাঁদেরই জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের খেলা দেখতে দেখতে অরিত্রর মনে হয়, জয়ের সত্যিই কি কোনও সমস্যা আছে, নাকি কৃত্তিবাসের চালাকি ওটা, এমন সময় জয়-ই নীরবতা ভাঙে- চাপবি নাকি নৌকাটাতে? আজ সন্ধেটা বড় সুন্দর, একটু পরেই চাঁদ উঠবে। হাঁকডাক করতেই পাওয়া গেল মাঝিকে।

অরিত্র, তোর নিশ্চয়ই মনে আছে মণিদীপাকে। ওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল, সেটাও একমাত্র তুই জানতিস। বাড়ির অসচ্ছলতা আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অসম্ভব জেদ ওর মধ্যে তৈরি করেছিল একধরনের অহংকার আর ব্যক্তিত্ব। আমার মা কেন জানি না ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই খেপে যেত আমার উপর। বাবা মারা যাবার পর সেই ঘ্যানঘেনেপনা বেড়েছিল আরও বেশি করে। কারণটা আমি বুঝেছিলাম পরে। আসলে বাবা যত টাকাপয়সা জমিয়েছিল, তার সবকিছুর মালিকানাই ছিল আমার। একসময় বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত মায়ের কাছে পেনশনটা ছাড়া আর কিছুই না থাকায় এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল মা।'

আমি অবাক হয়ে তাকাই জয়ের দিকে, 'এর মধ্যে বিপদই বা কোথায়, আর মণিদীপাই বা আসছে কোথা থেকে?' নৌকা তখন তীর ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে। জলের উপর বৈঠার আঘাত লেগে আওয়াজ উঠছে ছপছপ করে। জয় খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। আমি সেই নীরবতা ভাঙার কোনও চেষ্টা করি না। জেলে নৌকাগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে মাছ ধরতে। ঘুরে বেড়ানো নৌকার ছোট ছোট আলোর টিপগুলো মিটমিট করে জ্বলছে জোনাকির মতো। সেইসঙ্গে শান্ত গঙ্গার জলে নরম রুপোলি জ্যোৎস্নার আদুরে মাখামাখি।

-মণিদীপা মেয়েটা অদ্ভুত জানিস? এত বড় একটা বিপদ হয়ে গেল, কাউকে কিছু জানাল না, কোনওরকমে নিজেই গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করে এসেছে। তারপর থেকে ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দি। শরীর ও মনের যতটুকু চিকিৎসা চলছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। ততক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় অরিত্রর কাছে। 'তুই কেমন করে জানলি?'

-মার উপর রাগ করে আমি চলে গিয়েছিলাম বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই মার শরীরটা খারাপ ছিল। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল টাকাপয়সার। এই অজুহাতে মাও ডেকে পাঠায়, আমারও চলে আসা। তখনই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমি গিয়েছিলাম মণিদীপার কাছে। বলেছিলাম, আমি তাকে বিয়ে করে যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিতে রাজি। মণিদীপা স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু বিপদ বাঁধালেন আমার মা। তিনি বললেন, আমি যদি মণিদীপাকে বিয়ে করি তাহলে তিনি কেস ঠুকবেন এই বলে যে, আমি নাকি মাকে অত্যাচার করে বিষয়চ্যুত, গৃহহারা করতে চাইছি। - একদিন রাতে মাকে চেপে ধরলাম।

-'তুমি সত্যিই কী চাও?' - আমতা আমতা করে মা বলে, 'তুই আমার ছেলে, তুই কিনা তোর বাবার কষ্টে জমানো সব টাকা দিয়ে দিবি কোথাকার কোন নষ্ট চরিত্রের মেয়ে, তাকে!'

-'তাহলে তোমার টাকার দরকার? মণিদীপা যদি রাজি থাকে তাহলে আমি ওকে বিয়ে করবই। তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব, শর্ত এই যে, তুমি নিজে যাবে মণিদীপার বাড়িতে, তোমার ছেলের বৌ হিসাবে তাকে চাইতে।' হ্যাঁ, মা গিয়েছিল পরের দিনই মণিদীপার বাড়ি।

দুজনেই চুপচাপ। মস্তিষ্কের কোষগুলো বিষয়বস্তুর ওজনে আর গভীরতায় কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। রাত অনেকটাই হয়েছে। মরা জ্যোৎস্নার আলো পড়ে চারদিক হয়ে রয়েছে অসম্ভব মায়াবী। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। না দেখেই বা কী করার আছে! জয় কিছু বলছে না, আমিও প্রত্যুত্তরে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। নৌকা ফিরছে ঘাটের দিকে। ঘাটও তখন জনশূন্যই বলা চলে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ওপর চলে এলাম। এখন ফেরার জন্য একটা ট্যাক্সি পেলে ভালো হয়। কাছের সিগন্যালে গান বাজছে, 'পাতার ভেলা ভাসাই, ভাসাই নীরে'। রিনরিনে গলায় রবীন্দ্রসংগীত। অন্যসময় অরিত্র বিরক্ত বোধ করে এই ধরনের গান যখন-তখন, যেখানে-সেখানে বাজার জন্য। কিন্তু এখন খারাপ লাগছে না, এখন ভারী হয়ে থাকা মনটায় সুরের প্রলেপ পড়ে হালকা করে দিচ্ছে। আড়চোখে তাকায় জয়ের দিকে- জয়েরও কি তাই!

নিস্তব্ধতা ভেঙে জয় বলল- 'আজকের রাতটা যদি বাড়ি না ফিরে তোর কাছে থাকি! তোর বৌয়ের কি খুব আপত্তি হবে?'

-'একেবারেই না, কিন্তু তোর মা...?'

-'আসলে কী জানিস, অনেক অনেকদিন পর আজ এমন একটা দিন পেয়েছি যেটা একান্তই আমার, বলা যায় স্বপ্নপূরণের দিন। অপরাধী ধরা পড়েছে। এভিডেন্স দিয়ে শক্ত আইনজীবী দিয়েছিলাম ছোকরার শাস্তির ব্যবস্থা যাতে করা যায় তার জন্য। জিজ্ঞেস করলি না তো মণিদীপার কী খবর?

- 'হ্যাঁ বল। সেটা শোনার জন্যই তো অপেক্ষা করে আছি। তবে আমি নিশ্চিত, তোর প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে উত্তরটা। আমি কি তাই ঠিক ধরে নেব।'

- আগের মতোই গলাটা জড়িয়ে ধরে জয়, 'আপাতত খবর, এই আয়োজন সম্পূর্ণ করতে মাসখানেক লাগবে, তারপর দীপাকে নিয়ে যাব বেঙ্গালুরুতে আমার কাছে।'

এডুকেশন ক্যাম্পাস

জয়দীপ কর্মকার, সপ্তম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

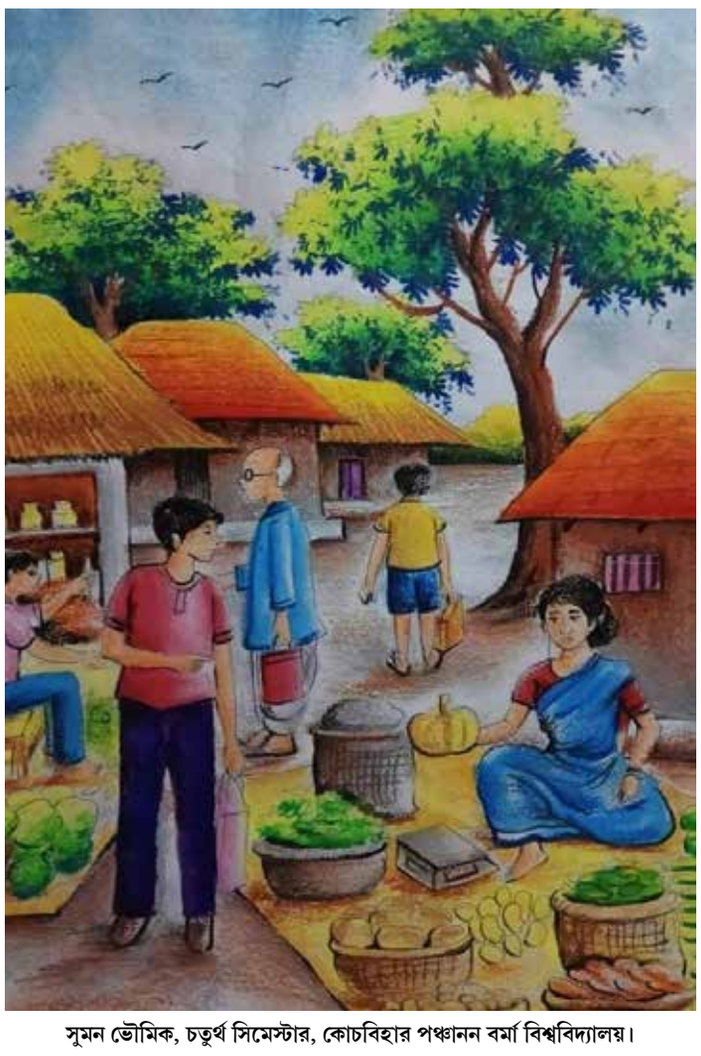

সুমন ভৌমিক, চতুর্থ সিমেস্টার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাম্য কুণ্ডু, ষষ্ঠ শ্রেণি, গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

মৌরি রায়, ষষ্ঠ শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

বিপাশা সাহা, প্রথম বর্ষ, মালদা কলেজ।

সপ্তাহের সেরা ছবি

একটু উষ্ণতার খোঁজে। প্রবল শীতে অমৃতসরে সম্প্রতি একদিন। - পিটিআই

বাংলাদেশ নিয়ে কবিতাগুচ্ছ

যুদ্ধ প্রস্তুতি

সেবন্তী ঘোষ

ক
দেখতে চাইছ মাছ, সন্তরণশীল
বদলে সাবমেরিন, গোপনে ভেদ করে ব্যূহ
ডানামেলা পাখির বদলে
ছেয়ে ফেলছে লড়াকু বিমান,
হাঁটতে হাঁটতে পথচারী
হিউয়েন সাং-এর মতো
ফা-হিয়েনের মতো
ধুলোর বদলে
জ্ঞানের বদলে
সাঁজোয়া গাড়ির মাথায় চড়ে বসে,
একটি দুটি প্রজাপতি ওড়ে
ফুল ঝরে যায় রঙের বেসাতি ছড়িয়ে।
তুমি বেকুবের মতো দেখো,
এত সব রং থেকে রক্ত লাল পছন্দ তাদের
যদিও তা বিপ্লব নয়,
অন্যের হৃদয় চিরে দেবে বলে

খ
ওই দেশটি ছিল মেলায় হারিয়ে যাওয়া গীতা,
আমি সীতা, ওর আর আমার বিচ্ছেদ মানে
একটি সীমান্ত চৌকি
অন্তত এমনই বুঝতাম গতকাল!
ওই গোঁফে তা দেওয়া এপারের রক্ষী
ভাষা বোঝে না বলে ওপারের শ্যামল ছেলেটিকে
লিট্টি এগিয়ে দেয়,
দুজনেই জলকে বলে পানি,
পিপাসা মেটে না
যতবার দেখি
এ পাড় থেকে কালো পুচ্ছ নিয়ে
ঝগড়ুটে ফিঙে ওপারের নিমগাছে
ঠোক্কর মেরে আসে পাখিদের,
ওপারের চড়াই দল
এপারের খেত তছনছ করে
বুঝতাম এসবই,
এখন অতীত কাল
ঘৃণার থুতুতে সীমানা বরাবর
নদী জেগে ওঠে অকস্মাৎ
যেন এপারের বৃষ্টি এখন
ওপারে শুধু বন্যাই নিয়ে যায়!
শুধু সীমান্ত বরাবর
কতগুলি শহিদ বেদির উপর
বিষ্ঠা ফেলে যায় কাক ও শেয়াল-
গ
তুমি অপেক্ষা করছিলে আর
মাঝের জোনাকিজ্বলা পথটুকু পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছালাম
একটি টাকা ভাঙাবার চালা
একটি সিম কার্ডের ঝোপড়া
একটি বিশ্রামাগার
আর বাংলায় প্রশ্ন করা রক্ষী
আপনার কোন আত্মীয় আছে নাকি এখানে?
এখানে আপনার কোন বাড়িঘর?
বছরে তিনবার কেন এলেন আপা?
হাজার বছরের মাটি বাড়িঘর ফেলে
সাতচল্লিশে বাচ্চাকাচ্চা যুবক স্বামী
আর সামান্য সম্বল নিয়ে
লতিকা গুহর মতো অজস্র দিদিমা ঠাকুমা
আমাদের দিয়ে গেছে নতুন ঠিকানা,
বিনিময়ে মুড়ি বেচা, অভাবের গোয়ালে
গোরুর মতো গতরখানিই যেন ভেলা
রক্ষীকে কে বোঝাবে ওই জোনাক জ্বলা
'নো ম্যানস ল্যান্ড', ওই কর্তিত রেলপথ
ওই ধান কাটা খেত পেরোতে
আমার, আমাদের কত রৌদ্র জ্বলা দিন
কত প্যাঁচার ডাক মুছে নিতে হয়েছিল
ঘ
অশনি শঙ্কিত ছিল কী?
অন্তত বুঝিনি তখনও
বিপাশা হায়াতের জন্য
কবিতা লিখছিলেন নিত্য মালাকার
রূপা গাঙ্গুলির জন্যে জনৈক মুস্তাফা সাহেব
অবরে সবরে দেশের বাড়ি
ফেলে আসা পানির ডিবে
নারিকেল গাছগুলি
খিড়কি পুকুরে ডুব
সন্ধ্যার আঁধারে পাছ দুয়ারে
মৃদু হুমকির জন্য
হতাশা ছিল মাত্র,
দেশ ফিকে হয়ে গিয়েছিল কবেই!
বদলে বধ্যভূমি থেকে উঠেছিল এক বন্ধু ভূমি,
তার আজিজ সুপার মার্কেটের বই ঘর
বেইলি রোডের নাট্য মাখামাখি আলোকমালা,
আহসান মঞ্জিলের ছায়া ঝুঁকে থাকা বুড়িগঙ্গা
আর সোনারগাঁওয়ের দিকে ছুটে চলা
ঈশা খাঁর ঘোড়া-
স্মৃতি কাতরতা নয়,
মনে হবে এইসব ছিল না কোথাও
পি. সি সরকারের তুড়িতে
যেভাবে মঞ্চ থেকে উধাও হয়ে যেত
আস্ত এক ট্রেন
ঙ
সারারাত ভেসেছে লঞ্চ
ভোঁ দিয়েছে যেমন গল্পে লেখা থাকে,
যেমনটা হয় সিনেমায় তেমনই-
খোলা ডেকের উপর সার্চলাইটের আলো
আরেকবার পিছলে চলে যাচ্ছে কালো ফেনা স্রোতে
দু-ডানা ছড়িয়ে উড়ন্ত বাজ
টাইটানিকের কেট আর লিওনার্দোর মতো
ভেবে নিচ্ছিলে এই শেষ,
এবারেই পেয়ে যাবে ধানসিঁড়ির লুপ্ত পথ
জীবনানন্দের অন্ধকার ছায়া ঢাকা বাড়ি,
ঢাকা রিকশার ভেতর বৃষ্টি ফোঁটার শিহরন যেন
অসমাপ্ত চুমুর মতো চির জাগরূক
তখনও জানোনি এইসব মায়া স্মৃতি গল্প গাঁথা
অবিকল টাইটানিকের মতো ডুবে যাবে একদিন
চ
অমল ধবল পাল নিয়ে যে ডিঙা ভেসে যায়
যে নোনা জল দু-দেশে প্রভেদ রাখেনি,
অতর্কিতে বাঘিনী পেরোয় সীমান্ত মেশামিশি খাঁড়ি
ট্রলার একই জলকে ভাবে নিজের
অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাত একই ঘন তমসা ও তীব্র ছটার,
এতদিন পর কাঁটাতার আর শরীরে নয়
মনের ভিতর
দাঁত নখ খুলি উপড়ে
খুবলে নেওয়ার জন্য লালা ফেলছে,
ভুঁই আমলা, আকন্দ, বাসকঝাড় খোঁজা
কবরেজ মশাই আর হেকিম সাহেব
গোরস্থান আর শ্মশানে উবু হয়ে বসে
নাতিপুতিদের মুখমি দেখছেন,
ফালতু মরে যাওয়ার আগেই ইন্তেকাল হল বলে
হাঁফ ছেড়ে বাঁচছেন খুব

ছ
আশ্চর্য এই,
তোমার সঙ্গে এবারে দেখা হচ্ছে জঙ্গের ময়দানে,
তুমি ভাপা পিঠে
জেমস-এর গান
রুনা লায়লা আর বেদের মেয়ে জোসনা
আমি কলেজ স্ট্রিট,
তিতাস একটি নদীর নাম,
আর সেলিম চিশতির দরগা
অথচ আজ আমাদের দেখা হচ্ছে
পলাশীর কুটিল ময়দানে
সিরাজকে ছেড়ে
মিরজাফর চলে যাচ্ছে ক্লাইভের পেটে,
পোহালে শর্বরী
তাকেই বেচে দেবে বণিকের হাটে,
এসব জেনেবুঝে
সীমান্ত বরাবর মহড়া চলছে
বাড়ছে ঢাক দুন্দুভি মশক সঙ্গীতও!
যে গাথা ছিল যমুনার
যা ছিল রমনার
বিসর্জন ঘটছে আজ
জঙ্গ-এর সাঁজোয়া ময়দানে

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

লাউ সেনের স্মৃতির লোকেশ্বর মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ আমরা চলেছি মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ে। যাকে কেল্লা ময়নাচৌরাও বলা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না অতি সমৃদ্ধ প্রাচীন এক জনপদ। সেই স্থানের আনাচকানাচেতে জড়িয়ে রয়েছে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।

গল্পকাহিনীতে সেই সব রাজবাড়ি আমাদের মনকে শিহরিত করেছে, যে রাজমহলের চারদিকে পরিখা, সেই পরিখায় বাস করে বিরাট বিরাট কুমির। না, আজকে আমরা যে পরিখার কথা বলব, সেখানে হিংস্র জন্তুর বাস ছিল কি না জানা নেই। তবে এটি রাজমহলের থেকেও গড় রূপে বেশি চিহ্নিত। আর এই গড়কে বেষ্টন করে রয়েছে একটি নয়, পরপর দুটি পরিখা।

কালীদহ আর মাকড়দহ। এখনও দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ। এই অঞ্চলটিতে এসে কেল্লায় ঢুকতে গেলে জলযান নৌকা ছাড়া গতি নেই। ঘাটের কাছে বাঁধা নৌকা আপনাকে পৌঁছে দেবে মূল গড় এলাকায়। গড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতেই পারা যাবে কত পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি এই দুর্গ। চারিদিক বাঁশ গাছ এমনভাবে লাগানো হয়েছে, সেই ঝুপসি বাঁশের ঝাড় ভেদ করে শত্রুর একটা তিরও প্রবেশ করতে পারবে না। শোনা যায় মারাঠা বর্গিদের আক্রমণে যখন বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ ভীত ও সন্ত্রস্ত, তখন নির্ভয়ে ময়নাগড়ের রাজা বাস করতেন নিজের গড়ে। অনেক রাজবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই ময়নাগড় এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

এই ঐতিহ্যপূর্ণ গড়ের ইতিহাসের সঙ্গে দেবভাবনা বা দেবতার অস্তিত্বের কী সম্বন্ধ? সমাজ ও সামাজিকতা বাইরের আবরণ, যা পরিচালিত হয় ধর্মভাবনার মধ্য দিয়ে। সমাজের বিগ্রহ রচিত হয় ধর্মের চালচিত্রকে কখনও পিছনে রেখে, কখনও বা অনুসরণ করে। সমাজবিজ্ঞানের এ তত্ত্ব যে কতখানি সত্য তা আমরা ময়নাগড়ের ধর্মীয় ইতিহাসকে অন্বেষণ করলে জানতে পারব। এই রাজগড়ে একজন নয়, তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছেন। দেবতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক। এর মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিগ্রহ।

আমরা আজ প্রথম বিগ্রহটির আলোচনা করব। কেন আমরা ময়নাগড়ের দেববিগ্রহের আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করলাম, তা আমরা এই গড়ের ধর্মেতিহাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেই বুঝতে পারব।

এক-একটি ধর্মভাবনা গড়ে ওঠে, মিশ্রিত হয়, প্রচারিত হয়। আবার ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ই সমাজের বুকে চিরস্থায়ীভাবে দাগ রেখে যায়। ময়নাগড়ের ইতিহাসে এইরকমই দু'তিনটি প্রবাহের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণু ধারা তখন ধর্মপুজোয় পর্যবসিত হয়ে ধর্মঠাকুরের রূপ নিয়েছে। সেই ধর্মঠাকুরের মধ্যে স্পষ্টভাবে মূর্ত রয়েছে বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি। এই ধর্মঠাকুরের সমাজে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শৈবধারার বিরোধ, শাক্তধারার উন্নাসিকতা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা সবই যেন স্পষ্ট।

সর্বোপরি এই ময়নাগড়ের প্রথম রাজা, আজও কেল্লার ভিতর যাঁর ভগ্ন রাজমহলের দেখা মেলে, তিনি হলেন লাউ সেন। বাংলার ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন লাউ সেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একমাত্র ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যেই ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য মেলে। সেই ইতিহাস আর মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা আলোচনার তরী বেয়ে এগিয়ে যাব লাউ সেন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দিকে।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম যখন নির্যাতিত হচ্ছে, তখন তারা সমাজের অন্তজ ডোম শ্রেণির ধর্মঠাকুরের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব মিশিয়ে আশ্রয়লাভ করে। লাউ সেন ধর্মদেবতার বরপুত্র। ময়নাগড়ের মধ্যে রয়েছে লাউ সেনের প্রতিষ্ঠিত রঙ্কিণী দেবী বা বৌদ্ধ তারা মূর্তি। তার সঙ্গে পাতালবাসী নৌকেশ্বর বা লোকেশ্বর শিব। এই লোকেশ্বর শিবও বৌদ্ধ ভাবনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে এই গড় শাসন করেন হুই বংশের শাসকরা। তাঁরা ছিলেন জলদস্যু, এমন ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কোনও দেবতা বা দেবীর খোঁজ এই গড়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে বালিসীতা অঞ্চল বা আধুনিক সবং অঞ্চলের ভূস্বামী বাহুবলীন্দ্র বংশ এই গড় অধিকার করে রাজা হয়ে শাসন করতে থাকেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থানীয় অঞ্চলে অত্যন্ত মান্যতা লাভ করেছে বহুকাল ধরে। ময়নাগড়ের ভিতরে রয়েছে লাউ সেনের ভাঙা কেল্লা, তার সঙ্গেই আছে বাহুবলীন্দ্রদের পরবর্তীকালের গড়ে তোলা বিরাট রাজবাড়ি।

এই দুই রাজবংশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'দুই বংশের স্ট্যাটাস অদ্ভুতভাবে বিপরীতমুখী– স্বাধীন রাজা থেকে লাউ সেনের পিতা কর্ণ সেন পর্যবসিত হন গৌড়েশ্বর–এর অধীনস্থ সামন্ত রাজায় আর উৎকলরাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজা থেকে বাহুবলীন্দ্ররা উত্তীর্ণ হন স্বাধীন রাজায়।'

আমরা ধর্মমঙ্গলের লাউ সেনের কাহিনী দিয়ে আলোচনা শুরু করব। কারণ, এই দেবাঙ্গনে দেবার্চনার আলোচনায় আমরা বহুবার লাউ সেন, ইছাই ঘোষ ইত্যাদির নাম পেয়েছি। এর ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এবং গৃহদেবতার সঙ্গে এই ইতিহাসের কী সম্পর্ক, তা নিরূপণ করতে সক্ষম হব।

ধর্মমঙ্গলের মূল হচ্ছে ধর্মের পুজো। রামাই পণ্ডিত ছিলেন ধর্মপুজোর প্রথম পুরোহিত, পণ্ডিত বা রাঢ় বাংলার ভাষায় 'পড়িত'। রামাই পণ্ডিত ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথাকে সরিয়ে রেখে আমরা গৌড়ে চলে যাব। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন রাজা ধর্মপাল। তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূ। কিন্তু তাঁর শ্যালক মহামদ পাত্র ছিলেন শৈব এবং অত্যন্ত অত্যাচারী। তিনি সোম ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড অত্যাচার করে কারারুদ্ধ করেছিলেন। রাজা ধর্মপাল একথা জানতে পেরে সোম ঘোষকে মুক্ত করে ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা কর্ণ সেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পাঠালেন তাঁর তত্ত্বাবধায়কের কাজে।

সোম ঘোষের পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ। এই ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবীভক্ত। পরম শাক্ত, তিনি দেবী শ্যামরূপার আরাধনা করেছিলেন। গড়জঙ্গলে এই দেবী শ্যামরূপার কথা আমরা রাজা কল্যাণেশ্বরের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম। এই ইছাই ঘোষ শুধু মাতৃভক্ত ছিলেন না, তিনি মায়ের অনুকম্পা লাভ করেছিলেন। ইছাই ঘোষ দেবী কৃপায় বলবান হয়ে সামন্তরাজ কর্ণ সেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাঁকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়ে সামন্ত হলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম পালকে কর প্রদানেও অস্বীকার করলেন। গৌড়ের রাজা ধর্ম পাল এই কারণে ইছাই ঘোষের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন কর্ণ সেন। ইছাই ঘোষের কাছে দুর্ব্যবহার লাভ করে তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন কর্ণ সেন। এই যুদ্ধে কর্ণ সেন ও ধর্ম পাল শুধু পরাজিত হলেন না, উপরন্তু কর্ণ সেন প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। কারণ যুদ্ধে তাঁর ছয়টি পুত্রের মৃত্যু হল। পুত্রবধূরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলেন। কর্ণ সেনের রাজ্ঞী এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন।

সবকিছু হারিয়ে কর্ণ সেন যখন প্রায় উন্মাদপ্রায়, তখন ধর্ম পাল তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণ সেনের বিবাহ দিয়ে দিলেন। এখানে আমরা একটি গ্রন্থের কিছু অংশ তুলে ধরে ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করব এবং আমরা দেখব, কর্ণ সেনের সঙ্গে ময়নাগড়ের সম্পর্ক কেমন করে যুক্ত হল। বাহুবলীন্দ্র পরিবারে সদস্য কৌশিক বাহুবলীন্দ্র রচিত 'কিল্লা ময়নাচৌরা' গ্রন্থে লেখক বলছেন, 'গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর নাম ছিল মহামদ পাত্র, যাঁর চক্রান্তে সোম ঘোষ নামে তাঁর এক অনুগত বিশ্বস্ত প্রজা কারাগারে বন্দি হন। এতে গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে মহামদকে প্রচুর ভর্ৎসনা করেন ও সোম ঘোষকে তাঁর হাতির পিঠে চড়ে শিকার অভিযানে সঙ্গী করে নেন। উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে রাজপাট, একটি ঘোড়া এ একশো দেহরক্ষী সৈন্য সহ সোম ঘোষ কর্ণ সেনের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ দেবী শ্যামরূপার বরে শক্তিশালী হয়ে কর্ণ সেনকে যুদ্ধে পরাজিত ও তাঁর ছয় পুত্রকে বিনাশ করেন এবং তার রাজ্য অধিকার করেন। অন্য মতে, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চি প্রদেশের প্রসিদ্ধ পল্লববংশীয় গোপরাজগণের সেনাপতি ইছাই ঘোষ সসৈন্যে দক্ষিণবঙ্গে এসে বসতি বিস্তার করেন। পুত্রশোকাতুর কর্ণসেন-মহিষী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তখন গৌড়েশ্বর কর্ণ সেনকে দক্ষিণবঙ্গের অংশবিশেষ (ময়নামগুল) রাজত্ব দেন। তথায় তিনি আগমন করেন কংসাবতীর শাখানদী কালিন্দীর জলপথে। কর্ণ সেনের নতুন রাজধানী কর্ণগড় যা পরে ময়নাগড় নামে বিখ্যাত হয়। (ভ্রান্তিবিজয় লাউ সেনের কীর্তি, পৃঃ৩৩৮)

কর্ণ সেনের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়েই ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা। কারণ কর্ণ সেন যখন রঞ্জাবতীকে বিবাহ করলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। আর এই বিবাহে রঞ্জাবতীর দাদা বা ভ্রাতা মহামদের একেবারেই সম্মতি ছিল না। ধর্মপাল মহামদকে এই সময় অন্যত্র ব্যস্ত রেখে, সরিয়ে রেখেছিলেন। এই অবসরে কর্ণ সেনের বিবাহ হল। কিন্তু সরিয়ে রাখা কতদিন সম্ভব? তিনি গৌড়ে ফিরে এসে যখনই শুনলেন রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়েছে কর্ণ সেনের সঙ্গে, তখন ক্ষোভে দুঃখে বললেন, 'রঞ্জাবতীর মুখদর্শন করব না কখনও।'

নৌকেশ্বর শিব। আর ইনসেটে দেবী রঙ্কিণী।

পর্ব - ২৯

কিছুদিন অতিবাহিত হল। রঞ্জাবতীর ইচ্ছা হয় ভাই মহামদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কর্ণ সেনকে বারবার নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে থাকেন। নিরুপায় হয়ে কর্ণ সেন তখন রঞ্জাবতীকে নিয়ে ময়নাগড় থেকে গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। গৌড়ে গিয়ে কিন্তু রঞ্জাবতী মহামদের কাছে প্রচণ্ড অপমানিত হলেন। মহামদ তীব্র শ্লেষ নিয়ে বলে উঠলেন, 'বৃদ্ধ সামন্তকে সমাদরে বিয়ে করেছ! এখনও সন্তানের জন্মদানে সক্ষম হওনি! অপুত্রক কোথাকার।'

মহামদের কাছে এই কটুকথা শুনে মনে ব্যথা পেলেন রঞ্জাবতী। ধর্মমঙ্গলকাব্য অনুসারে রঞ্জাবতী চিরদিনই ধর্মঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। ভ্রাতার কাছে শোনা অপুত্রক শব্দটি তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না, তিনি ধর্মঠাকুরের 'শালে ভর' দিয়ে তপস্যা করলেন।

এই 'শালে ভর' কথাটির সঠিক প্রক্রিয়া এখন আর স্পষ্ট নয়। কাহিনী বলে, ধর্মঠাকুর তখন কৃপা করে রঞ্জাবতীকে এক পুত্রসন্তান দান করলেন। এই পুত্রই হলেন লাউ সেন।

গ্রন্থের অনুসরণে ঘটনাকে আরও স্পষ্ট করা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে, 'কর্ণ সেনের দ্বিতীয় ধর্মপত্নী রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের উপদেশ বা পৌরোহিত্যে নিরঞ্জনধর্মের সেবিকা ছিলেন। ধর্মের বরে শালে ভর দিয়ে তপস্যা করে রানি লাউ সেন বা লব সেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। যিনি মঙ্গলকাব্যে লাল্বাদিত্য নামেও খ্যাত।'

মঙ্গলকাব্য অনুসারে, রঞ্জাবতী ছিলেন স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী। তিনি ধর্মের পুজো প্রচলন করবেন বলেই মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। লাউ সেনের পর রঞ্জাবতীর কর্পূর সেন নামেও একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ইতিহাস বলে, লাউ সেন অজয় নদীর তীরে ঢেকুর গড়ে ইছাই ঘোষকে নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর গঙ্গারাঢ়ী রাজগণের পতন হয়। তারা অশোকের বশ্যতা স্বীকার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই সময় সিমলাগড়, বর্তমানে হুগলি জেলার হরিপালের রাজা ছিলেন হরি পাল। তাঁর পিতা কুল পাল চন্দননগরের রাজা ছিলেন। হরি পালের কন্যা কানাড়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পূর্বশর্ত অনুযায়ী তাঁকে বিবাহ করেন লাউ সেন। এই কানাড়া ছিলেন অত্যন্ত বীর এবং নিপুণ যোদ্ধা।

গৌড়ের রাজার কুচক্রী মন্ত্রী মহামদ কিন্তু রঞ্জাবতীর দুই পুত্রের খোঁজখবর রাখতেন। লাউ সেন ও তার ভাই কর্পূর সেন গৌড়ে গেলে মহামদ নানাভাবে তাঁদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকেন। কানাড়ার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর মহামদ গৌড়ের তৎকালীন রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালকে বলেন, আপনার অনুগত লাউ সেনকে দিয়ে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ঘটান। লাউ সেন যদি তা পারে তবে সর্বদিকে শুভ।

বিগ্রহ পাল তখন লাউ সেনকে সেই আদেশই দিলেন। লাউ সেন তৎকালের কালনীগঙ্গা বর্তমানের কংসাবতী নদীর জলপথ ধরে রামাই পণ্ডিতের বসস্থান ও সাধন ক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরে হাকন্দ নদীর তীরে ধর্মের নামে কঠোর তপস্যা করতে গেলেন। এই অবসরে মাতুল মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন। মহামদের নিগূঢ় ইচ্ছাই ছিল ময়নাগড়কে কবজা করা। গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, 'গড় থেকে ৮/৯ মাইল দূরে পিংলা থানার অন্তর্গত এক বিস্তৃত প্রান্তর হল পদিমার বিল যা ঐ সময় স্থলপথে ময়নার একমাত্র প্রবেশদ্বারও বটে। সেই প্রান্তরে মহামদের সঙ্গে ময়না রক্ষীবাহিনীর তুমুল সংগ্রাম হয়। অনুমান, ঐ সময় ময়না বৌদ্ধদের বড় ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠে। উল্টোদিকে মহামদ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ঘনরামের কাব্য থেকে জান যায়, লাউ সেনের কনিষ্ঠা পত্নী কানাড়া দেবী বীরসাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে পুররক্ষক সৈন্য পরিচালনা ও অলৌকিক শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধে জয়লাভ করেন।... বীরবর লাউ সেন বীরভূম থেকে তমলুকের নিকটবর্তী ময়না পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। রাজধানী ময়নাগড়ে এখনও লাউ সেনের কীর্তিচিহ্ন রয়েছে। যেমন, রঙ্কিণী নামে কালীমূর্তি ও লোকেশ্বর নামে শিব লাউ সেনের পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত।'

কালীদহ আর মাকড়দহ। এখনও দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ। এই অঞ্চলটিতে এসে কেল্লায় ঢুকতে গেলে জলযান নৌকা ছাড়া গতি নেই। ঘাটের কাছে বাঁধা নৌকা আপনাকে পৌঁছে দেবে মূল গড় এলাকায়। গড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতেই পারা যাবে কত পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি এই দুর্গ। চারিদিক বাঁশ গাছ এমনভাবে লাগানো হয়েছে, সেই ঝুপসি বাঁশের ঝাড় ভেদ করে শত্রুর একটা তিরও প্রবেশ করতে পারবে না।

লোকেশ্বর শিবের পূর্বমুখী ইটের তৈরি আটচালা ধরনের মন্দির। আটচালাটি একটি দালানের মাধ্যমে বেষ্টিত। সেই দালানটিকে প্রদক্ষিণ করার সময় মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটার কাজগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই টেরাকোটাকে অনেক নৌকারোহীর সমাবেশ। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'লোকেশ্বর শিব মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্মে নৌকারোহীরা সবাই বিদেশি, সম্ভবত পর্তুগিজ। একাধিক তলবিশিষ্ট একটি নৌকায় কামান দাগার জন্য গর্ত রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয়, এই নৌকা সমুদ্রগামী ছোটখাটো জাহাজ। দেশীয় নদনদীতে স্থানীয় জেলেরা যে নৌকা ব্যবহার করেন, তা নয়।

অন্য একটি নৌকায় কতিপয় আরোহীদের মুখে দাড়ি ও পরণে পাজামা। বড় বড় ঢেউ কেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এগুলোর সম্মুখভাগ উঁচু। নীলকণ্ঠ শিব নৌকেশ্বর নামেও স্বীকৃত। অর্থাৎ যিনি নৌকাসমূহের অধিপতি দেবতা লোকেশ্বর। বা লোকেশ্বর হয়তো নৌকেশ্বর এর অপভ্রংশ। উল্লেখ্য, তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের কয়েক শতাব্দী পর অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে মেদিনীপুর জেলার উপকূল বরাবর পর্তুগিজদের ঘনঘন যাতায়াতের ফলে ওই অঞ্চলগুলিতে ফের ব্যবসা বাণিজ্যের একাধিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে।'

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ময়নাগড়ের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। উপরন্তু এই শহর ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তাম্রলিপ্তই আবার একান্নপীঠের একটি পীঠস্থান। দেবীমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। ময়নাগড়ের এই লোকেশ্বর মাটি থেকে প্রায় পনোরো ফুট নীচে অবস্থিত। সেখান থেকে একটি সুরঙ্গ নদীপথের দিকে চলে গিয়েছে বলেও মনে করা হয়। আজও নদীতে জলোচ্ছ্বাস হলে এই ভূগর্ভস্থ শিবলিঙ্গের গোলাকার গৌরীপট্টের চারদিক জলে ভরে ওঠে।

চারদিকে বন্যা হলে মন্দির জলে মগ্ন হয়। সেই মন্দিরেই শিবের পিছনের দিকে কুলুঙ্গিতে রাখা আছে রঙ্কিণী দেবী। আকৃতি দেখে তাঁকে বৌদ্ধদেবী রূপে চিহ্নিত করা খুব কঠিন নয়। শিবের সঙ্গে দেবীও সমভাবে পূজিতা হন।

(ছবি ও তথ্য প্রদানে সহায়তা স্বপন দলুই)

মধ্যবিত্তের জন্য সুখবর শোনাতে পারেন নির্মলা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মাঝে আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী মাসের প্রথম দিনেই সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার বাজেট তাঁর কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে। চড়া মূল্যবৃদ্ধির হার, বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, বিশ্বজুড়ে অস্থির অর্থনীতি ইত্যাদি একাধিক বিষয় মোকাবিলায় মঞ্চ তৈরি করতে হবে নির্মলাকে। বহু প্রত্যাশা নিয়েই তাই এবার বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আমজনতা থেকে শিল্প মহল।

■ ব্যক্তিগত আয়করে ছাড় বৃদ্ধি

এবারের বাজেটে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বড় সুখবর শোনাতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বর্তমানে দেশে দুই ধরনের কর কাঠামো চালু রয়েছে। পুরোনো কর কাঠামোয় বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ এবং নতুন কর কাঠামোয় ৩.০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হয় না। এর ওপর রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। পুরোনো কর কাঠামোয় বিমা, স্বল্প সঞ্চয়, স্বাস্থ্যবিমা, সন্তানের পড়াশোনা সহ একাধিক খরচে আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। নয়া কর কাঠামোয় অবশ্য এই ধরনের ছাড় নেই।

আয়কর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের করদাতাদের প্রায় ৭০ শতাংশই এখন নয়া কর কাঠামোয় কর দেন। এই সংখ্যা লাগাতার বাড়ছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সবাইকে এই কাঠামোয় নিয়ে আসা। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির হার এখনও নিয়ন্ত্রণে না আসা এবং বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার মোকাবিলায় আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোও অগ্রাধিকার পাবে। তাই এবার নয়া কর কাঠামোয় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হতে পারে।

নয়া কর কাঠামোয় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষদের কম কর দিতে হবে। এর পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনও ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

■ প্রবীণ নাগরিকদের প্রত্যাশা

আয়করে বাড়তি ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রবীণ নাগরিকদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা হল, তাঁদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হোক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং ব্যাংকের স্কিমে তাঁদের জন্য বাড়তি সুবিধা দেওয়ার আশা করছেন তাঁরা। আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার পদ্ধতি আরও সরলীকরণ, স্বাস্থ্যবিমায় ছাড় সহ একাধিক দাবি রয়েছে দেশের প্রবীণ আমজনতার।

■ কর্মসংস্থান

দেশে কর্মসংস্থান বাড়াতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কী প্রস্তাব দেন সেদিকেও নজর থাকবে সবার। ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাত দফা দাবি পেশ করেছে শিল্প মহল। এই দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল - ক) কর্মসংস্থানের একটিই কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করা, খ) যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি কর্মী নিয়োগ করবে তাদের ভরতুকি দেওয়া, গ) পরিকাঠামো নির্মাণ, বস্ত্র, পর্যটনের মতো শ্রমনির্ভর শিল্পকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া, ঘ) বিদেশে চাকরিতে জোর, ঙ)মহিলাদের কর্মসংস্থানে জোর ইত্যাদি। দেশের অর্থনীতিকে ফের বৃদ্ধির ট্র্যাকে ফেরাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিয়ে তাই বড় ঘোষণা থাকতে পারে এবারের বাজেটে।

■ জ্বালানির ওপর শুল্ক হ্রাস

চড়া দাম কমাতে জ্বালানি তেল ও গ্যাসকে জিএসটির আওতায় আনার দাবি দীর্ঘদিনের। এই বিষয়ে এখনও কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জিএসটি কাউন্সিল। এমন আবহে জ্বালানির দাম কমাতে শুল্ক কমানোর পক্ষে সওয়াল করছে বিভিন্ন মহল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে অশোধিত তেলের দাম। তাই জ্বালানির দাম কমানো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও অগ্রাধিকার পাবে। জ্বালানির দাম কমিয়ে আমজনতাকে সুরাহা দেওয়া হবে, এই প্রত্যাশা তাই ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

■ গ্রামীণ খরচ এবং খাদ্য নিরাপত্তা

গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতিতে অন্যতম বড় ভূমিকা রয়েছে এমজিএনআরইজিএস এবং পিএম কিষান প্রকল্পের। প্রথম প্রকল্পে দৈনিক মজুরি ২৬৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। পিএম কিষান প্রকল্পেও ভাতা ৬০০০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। এই দুই প্রস্তাব রূপায়িত হলে চাঙ্গা হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

■ শিল্প মহলের প্রত্যাশা

দেশের আমজনতার পাশাপাশি এবারের বাজেট ঘিরে শিল্প মহলের প্রত্যাশাও অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হল -

■ চিন যেভাবে স্টিমুলাস প্যাকেজ দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগ নিয়েছে, তার মোকাবিলায় এদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিতে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে।

■ ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সুগম করা।

■ পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি, আবাসন, বস্ত্র সহ একাধিক ক্ষেত্রকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া।

■ যেসব প্রকল্প স্থগিত রয়েছে তা দ্রুত চালু করার উদ্যোগ।

■ জিএসটি এবং টিডিএস নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা।

■ আবাসন শিল্পকে সুরাহা দিতে গৃহ ঋণে বাড়তি ছাড়।

তৃতীয় দফার মোদি সরকারের এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট হতে চলেছে। প্রথম দুই দফায় একক ক্ষমতায় সরকার গড়লেও এবার কেন্দ্রে জোট সরকার গড়েছে বিজেপি। বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমেছে। অন্যদিকে বিগত তিন বছরের তুলনায় এবার বৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় অনেকটাই নীচে নেমে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই আমজনতা থেকে শিল্প মহল সবাইকে খুশি করা এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা – একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কী চমক দেখান, সবার নজর এখন সেদিকেই।

বর্তমান কর কাঠামো

নয়া কর ব্যবস্থা

বার্ষিক আয়	করের হার (%)
৩ লক্ষ	০
৩-৭ লক্ষ	৫
৭-১০ লক্ষ	১০
১০-১২ লক্ষ	১৫
১২-১৫ লক্ষ	২০
১৫ লক্ষের বেশি	৩০

(আয় ৭ লক্ষের কম হলে ২৫ হাজার টাকা ছাড়। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৭৫ হাজার টাকা)

পুরোনো কর ব্যবস্থা

বার্ষিক আয়	করের হার (%)
২.৫ লক্ষ	০
২.৫-৫ লক্ষ	৫
৫-১০ লক্ষ	২০
১০ লক্ষের বেশি	৩০

(প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা।)

বাজেট ২০২৫-২৬

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : মেট্রোপলিস হেল্থ

● **সেক্টর :** হসপিটাল অ্যান্ড হেল্থকেয়ার ● **বর্তমান মূল্য :** ১৯৫৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৪৫০/২৩১৮ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১০০১৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ২৩০.৯৪ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.২০ ● **ইপিএস :** ২৮.৮৭ ● **পিই :** ৬৭.৬৭ ● **পিবি :** ৮.৪৬ ● **আরওসিই :** ১৫.৮ শতাংশ ● **আরওই :** ১২.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৫৬০

একনজরে

■ মেট্রোপলিস দেশের বৃহত্তম ডায়াগনস্টিক কোম্পানি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের বিচারে বৃহত্তম।

■ ভারত ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা রয়েছে এই সংস্থার।

■ দেশের ৪৮৮টিরও বেশি শহরে উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার।

■ চলতি অর্থবর্ষে ৯০টি ল্যাবরেটরি এবং ১৮০০টি সার্ভিস সেন্টার যুক্ত করার কাজ শুরু করেছে এই সংস্থা।

■ প্রিমিয়াম ওয়েলনেস বিভাগে দ্রুত নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।

■ সাম্প্রতিক অতীতে 'হাইটেক ডায়াগনস্টিক সেন্টার' এবং 'সেন্ট্রা ল্যাব হেল্থকেয়ার'-এর অধিগ্রহণ সংস্থার ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

■ ঋণের পরিমাণ ক্রমশ নিম্নমুখী।

■ নিয়মিত প্রায় ২১.৩ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড দেয় মেট্রোপলিস।

■ নেতিবাচক দিক হল গত পাঁচ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ৯.৬৭ শতাংশ।

■ ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মেট্রোপলিস হেল্থ-এর আয় ১৩.৩৮ শতাংশ বেড়ে ৩৪৯.৭৯ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩১.২১ শতাংশ বেড়ে ৪৬.৫২ কোটি টাকা হয়েছে।

■ এই সংস্থায় প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৪৯.৪৩ শতাংশ শেয়ার। দেশের এবং বিদেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ২৮.০২ শতাংশ এবং ১৮.৫৬ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৭,৩৭৮.৯১ এবং নিফটি ২৩,৪৩১.৫০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স ১৮৪৪.২০ এবং নিফটি ৫৭৩.২৫ পয়েন্ট নেমেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বাদে বাকি সব ক্ষেত্রেই বড় পতন হয়েছে, যার জেরে আরও দুর্বল হয়েছে শেয়ার বাজার। আগামী কয়েক সপ্তাহ অস্থিরতা থাকবে শেয়ার বাজারে। এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। কঠিন এই সময়ে ধৈর্য, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘমেয়াদে লগ্নিকেই প্রাথমিক লক্ষ্য করতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই পতনে যে বিষয়গুলি বড় ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এইচএমপিভি ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি, চিনে মূল্যবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, মার্কিন ডলারের শক্তি বৃদ্ধি, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি ইত্যাদি। তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরুর মরশুমে প্রথমেই ব্যাংক অফ বরোদার হতাশাজনক ফল শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশে নেমে যাওয়ার পূর্বাভাসও শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে। এই সপ্তাহে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি প্রায় ১৬,৮০০ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে। পাশাপাশি সূচক উঠলেই শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলছেন লগ্নিকারীরা, যার প্রভাবও পড়েছে শেয়ার বাজারে।

আগামী সপ্তাহে তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু করবে বেশ কয়েকটি প্রথম সারির সংস্থা-ইনফোসিস, এইচসিএল টেক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, টেক মাহিন্দ্রা, এলটিআইএম ইত্যাদি। এইসব সংস্থার প্রত্যাশিত ফল শেয়ার বাজারকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে পারে। অন্যদিকে ফল প্রত্যাশিত না হলে আরও তলিয়ে যেতে পারে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার, শিল্প বৃদ্ধির হার ইত্যাদি পরিসংখ্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, অশোধিত তেলের দাম, আমেরিকা সহ আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলির ওঠানামা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলবে।

আগামী মাসের প্রথম দিনেই সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রতিবারের মতো এবারও বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। বাজেট প্রত্যাশিত হলে শেয়ার বাজারে ফের দাপট দেখাতে পারে বুলরা। না হলে আরও নড়বড়ে হবে শেয়ার বাজার। বাজেটের আগে শেয়ার বাজারে একটা র‍্যালি দেখা যায়। আগামী সপ্তাহে সেই র‍্যালি শুরু হতে পারে। তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সারির সংস্থাগুলির প্রত্যাশিত ফলই সেই র‍্যালি শুরু করে দিতে পারে। আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করার আগে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

শেয়ার বাজারে অস্থিরতা থাকলেও চলতি সপ্তাহে অনেকটাই স্থিতিশীল থেকেছে সোনা-রুপোর দাম। আগামী সপ্তাহে ফের চাঙ্গা হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর বাজার।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩০৮.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২৯৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৯৫-৩০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯৮৮৯৯, টার্গেট-৩৭৫।

■ **এসজেভিএন :** বর্তমান মূল্য-৯৬.৯২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০/৯৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮০৮৭, টার্গেট-১৪৭।

■ **এইচএফসিএল :** বর্তমান মূল্য-১০০.৪৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১/৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৯২-১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৪৯৪, টার্গেট-১৫৮।

■ **স্টাইডস ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৬৪৭.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ১৬৭৫/৬৩৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৯৬৪, টার্গেট-৯২০।

■ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৪৯২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৩/৪২৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৬০-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৬৩২৪, টার্গেট-৬১৫।

■ **জিও ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-২৮০.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৫/২৩৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৬২-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৮২৪১, টার্গেট-৩৯০।

■ **হিন্দ ইউনিলিভার :** বর্তমান মূল্য-২৪৪২.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩০৩৫/২১৭২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৫০-২৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭৩৭৮১, টার্গেট-২৮৫০।

নিরন্তর পতন স্মল এবং মিড ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে

বোধিসত্ত্ব খান

অন্তত দুশোটা কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়ে ফেলে শুক্রবার। এরকম নয় যে কেবল মৌলিকভাবে দুর্বল কোম্পানিগুলিতে পতন এসেছে। অতি উন্নতমানের কোম্পানি যাদের দারুণ মার্কেট শেয়ার রয়েছে, ব্যবসা বৃদ্ধি করে চলেছে নিয়মিত, নিজেদের সেক্টরে অন্যতম সেরা কোম্পানি, এইসবগুলিতেও সংশোধন চলছে নিয়মিত। বিভিন্ন কারণ কাজ করতে পারে বাজারের দুর্বলতার পিছনে। এর মধ্যে রয়েছে এফআইআইদের নিরবচ্ছিন্নভাবে শেয়ার বিক্রি করে চলা। কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই এফআইআইরা মোট ২১,৩৫৭.৪৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। অবশ্য অপরদিকে ডিআইআইরা মোট ২৪,২১৫.৮৭ কোটি টাকার শেয়ার কিনলেও সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারের পতন রোধ করতে পারেনি।

শুক্রবার বিভিন্ন সেক্টোরাল ইনডাইসেসগুলির মধ্যে নিফটি আইটিকে বাদ দিলে প্রায় সবগুলিতেই ভালো পতন এসেছে। নিফটি ব্যাংক ১.৫৫ শতাংশ, বিএসই স্মল ক্যাপ ২.৪০ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ ২.১৩ শতাংশ, বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ১.৭২ শতাংশ, বিএসই হেল্থ কেয়ার ২.৩৭ শতাংশ পতন দেখে। বিভিন্ন সেক্টরগুলির মধ্যে সিমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশনে ২.৬৬ শতাংশ, কনগ্লোমারেটসে ২.০৯ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ক্যাপিটাল গুডসে ২.১০ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১.০১ শতাংশ পতন আসে।

দ্বিতীয় যে কারণে বাজারে পতন আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টাকার তুলনায় ডলারের শক্তিশালী হয়ে ওঠা। শুক্রবার টাকার মূল্য সর্বকালীন নিম্নস্তর ছুঁয়েছে। প্রতি ডলার এদিন ট্রেড করেছিল ৮৬.২০ টাকায়। মূল্যবৃদ্ধি যে কেবল ক্রুড অয়েলের দাম বাড়লে হয়, এমন নয়। কোনও দেশের মুদ্রা যখন নিয়মিতভাবে ডলারের সাপেক্ষে তার মূল্য হারাতে শুরু করে, তখনও মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বেশি। ভারত যেহেতু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট দেশ, ফলে আমাদের দেশে আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হয়। ফলে ডলারের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকে আমদানি করা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কোম্পানিগুলি তো এই বর্ধিত দাম নিজেদের ঘাড়ে নেয় না, বরং তা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। এই কারণে দেশে বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

ডলার যখনই মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ফরেক্স রিজার্ভ কমতে শুরু করলে ভবিষ্যতে কারেন্সি ভোলাটিলিটি সামলানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। একটি দেশের মুদ্রার মূল্য কমতে থাকলে সেই দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমতে পারে। এছাড়া একটি দেশে যে বিদেশি ঋণ থাকে সেটাও লাফিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব কারণেই ভারতীয় অর্থনীতি একটি দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

কোথায় যাচ্ছে বাজার?

একদিকে গত কয়েকমাসে যেভাবে আমেরিকাতে বিদেশি বিনিয়োগ গিয়েছে, তার ফলে সেখানকার শেয়ারের দাম দারুণ চড়া হয়ে উঠেছে। উপরন্তু আমেরিকার এই অর্থবর্ষে যে বাজেট ছিল তার ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত খরচ করে ফেলেছেন জো বাইডেন। এর ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেও এই অর্থবর্ষে কিছু করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। এমনটি হলে আমেরিকার শেয়ার বাজারে হতাশা আসতে পারে যার প্রতিফলন বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে পড়তে পারে। আরেকটি ইন্ডিকেটর, ইউএস ইল্ড কার্ভ ইনভার্সন-এ শেষ হয়েছে। এবং যখনই তা শেষ হয় তা সাধারণত আমেরিকায় মন্দার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

ভারতীয় বাজারের দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে অবধি এই ধরনের দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুক্রবার যে শেয়ারগুলির দর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে টিসিএস (৫.৬২ শতাংশ), এলটিআই মাইন্ডট্রি (৪.৮৬ শতাংশ), টেক মাহিন্দ্রা (৩.৮২ শতাংশ), এইচসিএল টেক (৩.১২ শতাংশ), উইপ্রো (২.৮২ শতাংশ), ইনফোসিস (২.৫৯ শতাংশ),পারসিসটেন্ট (২.২৭ শতাংশ), এমফ্যাসিস (১.৫০ শতাংশ), বিড়লা সফট (১.৪৫ শতাংশ), কোফর্জ (১.৩১ শতাংশ) ইত্যাদি। অর্থাৎ অধিকাংশই আইটি শেয়ার।

যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে টাটা এলিক্সি, টাটা স্টিল, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইয়েস ব্যাংক, কোল ইন্ডিয়া, টাটা টেকনলজিস, হিরো মোটোকর্প, স্টার্লিং অ্যান্ড উইলসন, বাজাজ হাউসিং ফিন্যান্স, এলআইসি, আইআরসিটিসি, হিন্দুস্থান কপার, গেল, এনএমডিসি, রাজেশ এক্সপোর্টস, ওলেক্ট্রা গ্রিনটেক, জে কর্প, মাদারসন সুমি ওয়্যারিং, কানসাই নেরোল্যাক প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

একান্ত সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সামি

প্রমাণ করতে চাই, আমি ফুরিয়ে যাইনি

চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকার সময়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি আমার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। নিজের গাড়িটাও একসময় বেঙ্গালুরু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ২০২৩ সালে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার আন্তর্জাতিক ম্যাচে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। দেশকে ট্রফি যেমন দিতে পারেননি তিনি, তেমনই গোড়ালির চোটের কারণে ক্রিকেট থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়।

মাঝে দীর্ঘসময় পার। এক বছর পর বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছিলেন মহম্মদ সামি। স্বপ্ন ছিল, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে গিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার জয় নিশ্চিত করা। বাস্তবে সেটাও হয়নি।

যা হয়েছিল, তা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। গোড়ালির চোট থেকে ফিট হয়ে হাঁটু নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন সামি। বাংলার হয়ে রনজি, সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে- সব প্রতিযোগিতার আসরেই বল হাতে নিয়মিত পারফর্ম করেছেন। কিন্তু হাঁটুর সমস্যার কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। হাল ছাড়েননি সামি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। ওজন কমিয়েছিলেন। খাদ্যাভ্যাস পুরো বদলে ফেলেছিলেন। সেই লড়াইয়ের পুরস্কার পেলেন তিনি। আজ সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দলে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন তিনি। আর তারপরই দিল্লি থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি।

প্রত্যাবর্তনের অভিনন্দন

ধন্যবাদ। শুধু আপনাকে নয়, যাঁরা কঠিন সময়ে আমার পাশে ছিলেন, নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন- সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

দলের বাইরে থাকার যন্ত্রণা

দেখুন একজন ক্রীড়াবিদ সবসময় মাঠে নামতে চায়। পারফর্ম করতে চায়। আমিও তাই চাই। কিন্তু একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে আমার জীবনটা বদলে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের ধাক্কার পর দুশ্চিন্তা ছিল, আমি পারব তো? আজ জাতীয় দলে ফিরতে পেরেছি বলে বলছি, এমন নয়। আমি যে ফুরিয়ে যাইনি, সেটা প্রমাণ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি এখন।

প্রত্যাবর্তনের খবর

জাতীয় নির্বাচক কমিটির বৈঠকের সময়ই ফোন এসেছিল। তখনই বুঝে যাই, আবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে নামার সুযোগ আসছে। তার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ফিট শংসাপত্রও পেয়ে গিয়েছি। কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

ইডেনেই প্রত্যাবর্তন

হ্যাঁ, এটাও আমার জন্য দারুণ ব্যাপার বলতে পারেন। ক্রিকেটার হিসেবে ইডেন গার্ডেন্স থেকেই তো পথ চলার শুরুটা হয়েছিল। ওই মাঠের সঙ্গে বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই ২২ জানুয়ারি খেলতে নামব, ভাবলেই গর্ব হচ্ছে। ইডেনের ভরা গ্যালারির সমর্থন আমার জন্য বিরাট প্রাপ্তি হতে চলেছে।

কঠিন সময়ের বন্ধুরা

চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকার সময়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি আমার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। নিজের গাড়িটাও একসময় বেঙ্গালুরু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। উদ্যাননগরীর বহু রাস্তাই এখন আমার মুখস্থ। ওখানে অনেক বন্ধু রয়েছে আমার। সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করত। আসলে জীবন এরকমই। আল্লার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা গিয়েছিল মহম্মদ সামিকে। ১৪ মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে তাঁর।

নেই ঋষভ-রাহুল-শুভমান

সামিকে রেখেই টি২০-র দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ঘণ্টা দুয়েকের বৈঠক। আর সেই বৈঠকের মাধ্যমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত দল নির্বাচনি বৈঠক আজ হয়ে গেল মুম্বইয়ে। যেখানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দলে ফিরলেন মহম্মদ সামি। সিদ্ধান্তটা হয়তো প্রত্যাশিত। কিন্তু এক বছর ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে সামির প্রত্যাবর্তনের পথটা মোটেও সহজ ছিল না।

তাছাড়া সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে পাওয়া পিঠের পেশির চোটের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ না থাকায় দলে সামির মতো অভিজ্ঞ জোরে বোলারের প্রয়োজন ছিলই। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর বারবার সামির ফিটনেস নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সামি ফিরলেন টিম ইন্ডিয়ায়। পাশাপাশি আজ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা নিয়েও দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

সামির প্রত্যাবর্তন অনেকটাই প্রত্যাশিত হলেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের যে ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে আজ সন্ধ্যায়, সেখানে রয়েছে চমকও। ঋষভ পন্থ নেই স্কোয়াডে। লোকেশ রাহুলও নেই। রাহুল অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর বিশ্রাম চেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। সাময়িকভাবে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে বলে খবর। কিন্তু ঋষভকে স্কোয়াডে না দেখে অবাক ভারতীয় ক্রিকেটমহল। সূত্রের খবর, ঋষভকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যদিও সেটা মানতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেটমহল। ঠিক যেমন শুভমান গিল স্কোয়াডে না থাকায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শুভমানকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে খবর। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ড সিরিজের দলে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল। ছন্দে না থাকার কারণে জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজ বাদ পড়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে নীতীশ কুমার রেড্ডি সুযোগ পেয়েছেন টি২০-র দলে। কোচ গম্ভীরের পছন্দের হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দররাও রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে।

১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াড

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সামি, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, ধ্রুব জুরেল, রিঙ্কু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রবি বিষ্ণোই, বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করলেন সূর্যকুমার যাদব।

বাহান্ন বছরে পা দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : আরও একটা বসন্ত পার। ৫২-তে পা রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়। প্রতিভা, একাগ্রতা ও দায়বদ্ধতায় বাইশ গজে যেমন দাপট দেখিয়েছেন, তেমনই শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। জন্মদিনে প্রত্যাশামাফিক শুভেচ্ছায় ভাসছেন 'বার্থডে বয়'। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তুলে ধরে কিংবদন্তির উজ্জ্বল কেরিয়ার, পরিসংখ্যান।

হরভজন সিং শুভেচ্ছাবার্তায় বলেছেন, ক্রিকেটার হিসেবে শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতায় সবার আদর্শ। যে কোনও পরিস্থিতিতে দলের যখন সবচেয়ে বেশি দরকার পড়েছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সুখসমৃদ্ধ-সুস্থতা কামনা করি। শিখর ধাওয়ান লিখেছেন, 'অনেক শুভেচ্ছা রাহুলভাই। আসন্ন বছরটা দুর্দান্ত কাটুক।' প্রিয় রাহুল স্যরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, প্রাক্তন হেডকোচের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন সূর্যকুমার যাদব।

ওয়াইডের নিয়মে বদলের ভাবনা

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি : বোলারদের কথা মাথায় রেখে ওয়াইড বলের নিয়ম পরিবর্তনের পথে আইসিসি। বোলারদের এমনই সুখবর দিয়েছেন আইসিসি কমিটির সদস্য শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের মতে, বল ডেলিভারির আগেই ব্যাটাররা তাদের স্টান্স বদলে নিচ্ছে। শট খেলার জন্য ক্রিজের বাইরে চলে যায়। এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত। সেই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে আইসিসি। পোলক বলেছেন, 'আইসিসির ক্রিকেট কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা ওয়াইড নিয়ে বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবছি। এই নিয়ে কাজ করছি। আমি মনে করি বর্তমানে ওয়াইডের যে নিয়ম রয়েছে, তা বোলারদের জন্য অত্যন্ত কড়া। শেষমুহূর্তে ব্যাটাররা তাদের স্টান্স বদলে নেয়। এর ফলে ওয়াইডের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে বোলাররা, যা সঠিক নয়।'

অর্শদীপকেও পছন্দ মিলসের

'বুমরাহকে দলে পাওয়া ভাগ্যের'

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর গুণমুগ্ধের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। প্রাক্তনরাই শুধু নয়, প্রতিপক্ষ দলের প্লেয়াররাও তাঁর ভক্ত! প্যাট কামিন্স, স্টিভেন স্মিথদের মুখে বারবার বুমরাহ-বন্দনা শোনা গিয়েছে। একই সুর ইংরেজ পেসার টাইমল মিলসের কথাতেও। মিলসের মতে, বুমরাহকে পাওয়া যে কোনও দলের কাছে ভাগ্যের।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। ফেলে আসা আট বছরে ৪৫টি টেস্ট, ৮৯টি ওডিআই এবং ৭০টি টি২০ ম্যাচে নিয়েছেন যথাক্রমে ২০৫, ১৪৯ ও ৮৯টি উইকেট। সব মিলিয়ে ২০৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪৪৩ উইকেট। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের মধ্যে বুমরাহ-আতঙ্ক। ২০২২ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে বুমরাহর সতীর্থ টাইমল মিলস বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে তিন ফর্ম্যাটে বিশ্বের সেরা বোলারের নাম জসপ্রীত বুমরাহ। টেস্ট হোক বা ওডিআই, টি২০, স্পেশাল প্লেয়ার।'

আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে ইংল্যান্ডের তারকা পেসার আরও বলেছেন, 'দুর্দান্ত মানুষও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ওর সঙ্গে খেলা উপভোগ করেছি। বুমরাহর সঙ্গে সময় কাটানো, মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রচুর কথা বলার সুযোগ হয়েছে।

> বুমরাহ দুর্দান্ত মানুষও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ওর সঙ্গে খেলা উপভোগ করেছি।
>
> **টাইমল মিলস**

বিশ্বের যে কোনও দলের জন্য ওকে পাওয়া ভাগ্যের। ম্যাচের যে কোনও পরিবেশেই দুর্দান্ত ও অত্যন্ত কার্যকর বোলার।'

মিলসের কথায় বুমরাহর মতো বোলার দলের সম্পদ। ওয়ার্কলোড নিয়ে তাই সতর্ক থাকা উচিত। বাড়তি ধকল কমাতে পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হলে সেই পদক্ষেপ জরুরি। মিলস নিশ্চিত, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। বুমরাহর মতো বোলার সহজে পাওয়া যায় না। দুর্দান্ত বোলার, যাকে সামলে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

অর্শদীপ সিংকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত মিলস বলেছেন, 'বাঁহাতি পেসার অর্শদীপকেও ভালো লাগে। ওর দুর্দান্ত বোলিং স্কিল রয়েছে। দুইদিকে বল সুইং করাতে পারে। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটে এক ঝাঁক নতুন ফাস্ট বোলার উঠে এসেছে। আইপিএলের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে যারা ক্রমশ উন্নতিও করছে।'

জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেসের দিকে কড়া নজর রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

সৌজন্যে জসপ্রীতের ফিটনেস

পিছোল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল না। সরকারিভাবে দল ঘোষণাও হল না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। আর সেই সিরিজেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া ভারতীয় বোলিং আক্রমণ বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে ওঠার মতোই। সোজাকথায়, বুমরাহকে চাই।

কিন্তু চাই বললেই কি আর পাওয়া যায়?

সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশির চোটের কারণে সাজঘরে বসে থাকতে হয়েছিল বুমরাহকে। মাঠে বল হাতে তাঁকে দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও সিরিজ জিতে নিয়েছিল। এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে বুমরাহকে রাখতে মরিয়া জাতীয় নির্বাচক কমিটি ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাই আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আপাতত তা পিছিয়ে গেল। বিসিসিআইয়ের তরফে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র কাছে দল ঘোষণার জন্য আরও সময় চাওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বুমরাহর জন্য অপেক্ষা করতে চাইছে বিসিসিআই। তার মধ্যে বুমরাহর চোটের গুরুত্ব ও আগামীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসিসির তরফেও ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল ঘোষণার ডেটলাইন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হয়নি। জানুয়ারির ১৮-২০ তারিখের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার সম্ভাবনা। যদিও জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, 'দল প্রায় তৈরি। শুধু বুমরাহর ফিটনেসের জটিলতার কারণেই আটকে রয়েছে সবকিছু।'

> দল প্রায় তৈরি। শুধু বুমরাহর ফিটনেসের জটিলতার কারণেই আটকে রয়েছে সবকিছু।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

সূত্রের খবর, আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণার মাঝেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড নিয়েও অনেকটা সময় আলোচনা হয়েছে। যদিও দল ঘোষণা হয়নি।

আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১১ জানুয়ারি : টানা তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে নামছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে তাঁর প্রতিপক্ষ স্লোয়ানে স্টিফেন্স। আমেরিকার স্লোয়ানে এই মুহূর্তে র‍্যাংকিংয়ে একেবারে তলানিতে থাকলেও ২০১৩ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালিস্ট। সেই কারণেই সতর্ক শীর্ষে থাকা সাবালেঙ্কা। বলেছেন, 'ওর হারানোর কিছু নেই।' স্টিফেন্সের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

সবমিলিয়ে চারবারের সাক্ষাতের প্রতিবারই স্লোয়ানেকে হারিয়েছেন সাবালেঙ্কা। আর না বেলারুশের বছর ২৬ বছরের টেনিস তারকা। তিনি বলছেন, 'এই নিয়ে ভাবছি না। এখন নিজের খেলায় ফোকাস করার সময়। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি।'

রবিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করছেন টুর্নামেন্টে

> টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা নিয়ে ভাবছি না। এখন নিজের খেলায় ফোকাস করার সময়। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি।
>
> **আরিয়ানা সাবালেঙ্কা**

বিশালাকৃতির পাইথন হাতে নিয়ে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। শনিবার মেলবোর্নে।

হিঙ্গিসের নজির স্পর্শ করার সুযোগ

এইমুহূর্তে তিনি যে ছন্দে রয়েছেন তাতে গত কয়েকবারের ধারা বজায় থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এদিকে এবার খেতাব জিততে পারলে মার্টিনা হিঙ্গিসের টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার নজিরে ভাগ বসাবেন সাবালেঙ্কা। যদিও এখনই তা নিয়ে ভাবছেন না তিনি। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল। এটিপি ক্রমতালিকায় ৯৬ নম্বরে থাকা ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ ২৬ নম্বরে থাকা চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাক। গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হারতে হয়েছিল সুমিতকে। এবার আরও ভালো ফল করাই তাঁর লক্ষ্য।

ক্রিকেটকে 'গুডবাই' অ্যারনের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ৩৫ বছর বয়সেই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন বরুণ অ্যারন। গতির জন্য পরিচিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের এই ফাস্ট বোলার। ২০১০-'১১ মরশুমে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৫৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে চমকে দেন সবাইকে।

ওই বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। যদিও কেরিয়ার প্রত্যাশামতো এগোয়নি। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শেষ ম্যাচ ২০১৫ সালে। ৯টি টেস্ট ও ৯টি ওডিআই ম্যাচে নিয়েছেন মোট ২৯টি উইকেট। ৫টি দলের হয়ে খেললেও আইপিএল কেরিয়ারেও সাফল্য আসেনি। চেষ্টা চালিয়েও গত ৯ বছরে বন্ধ জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারেননি। ফলস্বরূপ সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত।

বরুণ বলেছেন, 'গত ২০ বছর ক্রিকেট, ফাস্ট বোলিংই ছিল আমার জগৎ, সবকিছু। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সতীর্থদের সমর্থন ব্যতীত এই সফর সম্ভব হত না। কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সমর্থকদেরও পাশে পেয়েছি। ভালোবাসার ক্রিকেট থেকে এবার সরে দাঁড়াচ্ছি।'

বরুণের সাফল্যের পথে চোটআঘাত বারবার অন্তরায় হয়েছে। তারপরও বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্য দলের সতীর্থের মতে, চোট কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে ফিজিও, ট্রেনার, কোচদের জন্য। বিদায়বেলায় প্রত্যেকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে কাজ করেছেন এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে গ্লেন ম্যাকগ্রাথের সহযোগী হিসেবে। সামলেছেন ধারাভাষ্যকার, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের ভূমিকাও।

দুই বছর আগে পোর্ট এলিজাবেথে টি২০ ম্যাচের সময় রিঙ্কু সিংয়ের ছক্কায় ভেঙেছিল প্রেস বক্সের কাচ। সেই ভাঙা কাচেই এবার পোর্ট এলিজাবেথের ক্রিকেট কর্তারা রিঙ্কুর অটোগ্রাফ চাইলেন।

গ্রেগ-গম্ভীর এক নয় : উথাপ্পা

ক্রিকেটার-পুজো বন্ধের দাবি মঞ্জরেকারের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : পালাবদলের পর্বে অতীতে বারবার নয়া ভাবনায় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কেরিয়ারের শেষপর্বে পৌঁছে যাওয়া তারকারা। একটানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও কেরিয়ার অযথা লম্বা করার কারণে দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা তারকা-পুজোকেই এজন্য দুষছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। দাবি, দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতির দাবি ঢাকা পড়ে যায় তারকাদের নিয়ে মাতামাতিতে। দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রিকেটার-পুজো বন্ধ হওয়া দরকার।

অতীতের উদাহরণ টেনে প্রাক্তন ব্যাটার বলেছেন, 'প্রতি ১১-১২ বছর অন্তর ভারতীয় টেস্ট দলের পারফরমেন্স পড়তে দেখা যায়। ২০১১-'১২ মরশুমে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০-৪ হেরেছিলাম আমরা। ১২ বছর পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার। অস্ট্রেলিয়ায় ১-৩ হার। ব্রিসবেনে বৃষ্টি না হলে স্কোরলাইন ১-৪ হত। পালাবদলের পর্বে প্রতিটি দলেরই সমস্যা হয়। কিন্তু ভারতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ার ভয়ে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তারকাদের নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করে নির্বাচকরাও।'

এদিকে, ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপজয়ী রবিন উথাপ্পা হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন। গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সাজঘরে ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। কেউ কেউ গ্রেগ চ্যাপেল জমানার উদাহরণও টানছেন। ভারতীয় দল ও আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থ গম্ভীরকে নিয়ে সেই দাবি খারিজ করে উথাপ্পার দাবি, 'গ্রেগের মতো কোচিং স্টাইল গম্ভীরের? আমি মানতে পারছি না। গোতি সোজাসাপটা কথা বলতে পছন্দ করে। যা বলার মুখের ওপরই বলবে, পিছনে নয়।'

> গ্রেগের মতো কোচিং স্টাইল গম্ভীরের? আমি মানতে পারছি না। গোতি সোজাসাপটা কথা বলতে পছন্দ করে। যা বলার মুখের ওপরই বলবে, পিছনে নয়।
>
> **রবিন উথাপ্পা**

গম্ভীর জমানায় চলতি ব্যর্থতার পিছনে অন্য কারণ দেখছেন কেকেআরের প্রাক্তন তারকা। উথাপ্পার কথায়, ভারত টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দলের দায়িত্ব পেয়েছে ও। তিনটি আলাদা টিম, আলাদা অধিনায়ক, আলাদা স্টাইল। মানিয়ে নিতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টি২০ দলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, বাকি ক্ষেত্রে তা ঘটছে না। যার প্রভাব পড়ছে।

অচেনা ফাঁকা গ্যালারির সামনে চেনা ডার্বি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটিতে ডার্বি দেখতে এসে দমদমের ছেলে রাজ বর্মন শুক্রবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের টিকিট কিনতে আসা সমর্থকদের প্রিয় দলের রংয়ে গাল রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ মোহনবাগান সমর্থক। ছবি : প্রতিবেদক

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : চেনা দৃশ্য, চেনা মুখ...চেনা চেনা হাসিমুখ....।

সেই চেনা দৃশ্যগুলোই উধাও। ডার্বি মানেই বাইপাস ধরে সমর্থকদের টেম্পো, গাড়ির সারি। এই দৃশ্য চিরকালীন। সঙ্গে একে অপরকে লক্ষ্য করে টিকা-টিপ্পনী, নানা মজার মজার ছড়া-গান, আবার কখনও গালিগালাজও। ডার্বি মানেই অনলাইনে নিমেষে টিকিট উধাও। অফলাইনের টিকিটের লম্বা লাইন। কর্তাদের কাছে গিয়ে আবেদন-নিবেদন। নানা রাগ-অভিমান! ম্যাচের দিন দুপুর, এমনকি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত 'একটা টিকিট পাওয়া যাবে'-র হাহাকার। ডার্বি মানেই এসব সামাল দিতে গিয়ে বিধাননগর কমিশনারেট সহ সারা বাংলার পুলিশের রক্তচক্ষুর সঙ্গে নিজেরাও নানাভাবে বিব্রত হওয়া।

এই চেনা দৃশ্যের অবতারণা হল কোথায়? মাত্র দিন তিনেক আগে ভেনু ঘোষণা। আর গুয়াহাটির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভুবনেশ্বর বা জামশেদপুরের মতো সুগম নয়। ট্রেনে আসতে গেলে হাতে সময় দরকার। তাও সরাসরি আসার ট্রেন যথেষ্ট কম থাকায় টিকিট অমিল। এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলির। ম্যাচের দিন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠা টিকিটের দামের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল ছিল ফুটবল সমর্থকদের পক্ষে। তাই ম্যাচের দিন বিকেলে ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে নির্বিঘ্নে হল বিচ ভলিবল ও বিচ বাস্কেটবলের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। যেখানে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনওয়ালের জন্য স্টেডিয়ামের ভিতরের রাস্তায় নিশ্চিন্তে বিহু প্রস্তুত করতে দেখা গেল কয়েকজন স্থানীয় মহিলাকে।

তবু উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কিছু সমর্থক এবং অসম্ভব ফুটবল-পাগল কিছু মানুষ এত সমস্যার মধ্যেও এলেন। মোহনবাগানের অন্তত দশটা ফ্যান ক্লাব এদিন দলের মিডিয়া ম্যানেজারের কাছ থেকে সকালে টিকিট সংগ্রহ করে। যদিও বিক্রির হার অত্যন্ত খারাপ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিকে হাজারখানেক এবং ইস্টবেঙ্গলের দিকে মাত্র ৭১টা টিকিট বিক্রি হওয়ার কথা ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়। তবে প্রচুর কমপ্লিমেন্টারি টিকিট সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছেছে। এদিন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ম্যাচে জিতে যাওয়ায় ম্যাচ শুরুর আগেই বাড়তি উৎসাহ দেখা গিয়েছে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে আসা মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে। তবু ফাঁকা গ্যালারির জন্যই সবমিলিয়ে মরশুমে আইএসএলের শেষ ডার্বি যেন মাঠের বাইরে দশ গোল খেল গঙ্গাসাগরের মেলার কাছে।

গুয়াহাটির গ্যালারিতে নিজেদের 'ডন' বলে জাহির মোহনবাগান সমর্থকদের। মাঠে পিভি বিষ্ণুর পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে মস্তানি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আশিস রাইয়ের। মোহনবাগান জিততেই কলকাতায় জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে উল্লাস সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

দাবানলের গ্রাসে অলিম্পিকের দশটি পদক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জানুয়ারি : জ্বলছে একের পর এক জমি, বাড়ি। আগুনের গ্রাসে বিপন্ন জনজীবন। লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল রীতিমতো ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত আমেরিকার অলিম্পিয়ান সাঁতারু গ্যারি হল জুনিয়ারের দশ-দশটি পদক।

১৯৯৬, ২০০০ ও ২০০৪ তিনটি অলিম্পিকের সাঁতারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গ্যারি। ঝুলিতে পুরেছেন পাঁচটি সোনা, তিনটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ। এদিকে অবসরের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন আমেরিকার অলিম্পিয়ান সাঁতারু। পদকগুলিও সেখানেই ছিল। আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি তাঁর বাড়ি। গ্যারি রক্ষা করতে পারেননি তাঁর স্বপ্নের পদকগুলিও। তিনি বলেছেন, 'অনেকেই জানতে চেয়েছেন আমার পদকগুলি কী অবস্থায় আছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়টা হল পদকগুলি সবই পুড়ে গিয়েছে। ওগুলোই আমার জীবনের সেরা অর্জন। আমাদের আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে।'

বার্সেলোনায় ফিরছেন মেসি!

সন্তানদের সঙ্গে লিওনেল মেসি।

বার্সেলোনা, ১১ জানুয়ারি : লিওনেল মেসি কি আবার ফিরবেন বার্সেলোনায়? সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্তত স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি তেমনটাই।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে হয়তো চুক্তির মেয়াদ বাড়াবে মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি। তবুও পুনরায় ইউরোপের যে কোনও ক্লাবে খেলার সুযোগ থাকছে মেসির সামনে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল মরশুম শেষ হয়ে যায় ডিসেম্বরে। নতুন মরশুম শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে। আর নতুন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মাঝের এই সময়টায় লোনে অন্য ক্লাবে খেলতে পারেন ফুটবলাররা। সেই নিয়মও রয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে নিজেকে ফিট রাখতে ইউরোপের কোনও ক্লাবে খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লিও। যদিও ইন্টার মায়ামি ছাড়পত্র দিলে তবেই তা সম্ভব হবে। স্প্যানিশ এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই নিয়ে দুইপক্ষের আলোচনাও চলছে। সেক্ষেত্রে আগামী মরশুমে অল্প সময়ের জন্য হলেও আরও একবার বার্সা জার্সিতে দেখা যেতে পারে মেসিকে।

১২ ম্যাচ পর জয় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ১ (কাশিমভ)
বেঙ্গালুরু এফসি-০

সায়ন ঘোষ

ফ্রি কিক থেকে গোলের পর ফোন-কল সেলিব্রেশনে মিরজালোল কাশিমভ।

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রেফারি ক্রিস্টাল জন শেষ বাঁশি বাজাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। উলটোদিকে ডাগআউটে বসা সুনীল ছেত্রীর মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। বেঙ্গালুরু এফসি ভাবতেই পারছে না লিগ টেবিলের লাস্টবয়দের কাছে ঘরের মাঠে হারতে হবে।

সুনীলদের হারে সুবিধা বাগানের

টানা ১২ ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখেছে সাদা-কালো শিবির। তাও লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরুকে তাদের মাঠে হারিয়ে। আসলে নতুন বছরে আমূল পরিবর্তন হয়েছে মহমেডানের। যে দলটার হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, তারাই এখন প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে। তবে সব কিছু ঠিকঠাক করলেও গোলটাই আসছিল না সাদা-কালো শিবিরের।

শনিবার ম্যাচে সেই কাঙ্ক্ষিত গোলটা এল ৮৮ মিনিটে। বক্সের বাইরে কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে ফাউল করলে ফ্রি-কিক পায় মহমেডান। উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভের নেওয়া ফ্রি-কিক ডাইভ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি বেঙ্গালুরু গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। কাশিমভের গোলটা একঝলক স্বস্তির বাতাস নিয়ে আসে সাদা-কালো শিবিরে।

ম্যাচের শুরু থেকে আলবার্তো নগুয়েরা-সুনীল সমন্বিত আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকেন মহমেডান ডিফেন্ডাররা। বিশেষ করে ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের গত ম্যাচের মতো এইদিনও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ৪২ মিনিটে নগুয়েরা প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ওগিয়ের।

মহমেডানের প্রথম গোলমুখী আক্রমণ ১৬ মিনিটে। রেমসাঙ্গার ক্রস থেকে বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি বিকাশ সিং। পরের মিনিটে ফের জুইডিকার ক্রস থেকে হেড দিতে ব্যর্থ তিনি। ২৪ মিনিটে রেমসাঙ্গার থ্রু ধরে বক্সে গুরপ্রীতকে হার মানাতে ব্যর্থ ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সহজ গোলের সুযোগ পেয়েছিল মহমেডান। গুরপ্রীতের মিস কিক মাঝপথে ধরে ফেলেছিলেন অ্যালেক্সিস গোমেজ। তবে বল গোলে রাখতে পারেননি তিনি। ৬২ মিনিটে কুঁচকির চোটের কারণে অ্যালেক্সিসকে তুলে নেন মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। পরিবর্তে নবাগত মনবীর সিংকে মাঠে নামান তিনি। শেষদিকে ফ্রাঙ্কাকে তুলে গৌরব বোরাকে নামিয়ে গোলের মুখ বন্ধ করে দেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ১৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে হায়দরাবাদকে টপকে দ্বাদশ স্থানে উঠে এল মহমেডান। অন্যদিকে বেঙ্গালুরুর পরাজয়ে আরও সুবিধা হয়ে গেল শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

মহমেডান স্পোর্টিং : পদম, আদিঙ্গা, জোহেরলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, ইরশাদ, কাশিমভ, অ্যালেক্সিস (মনবীর), রেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন), বিকাশ ও ফ্রাঙ্কা (গৌরব বোরা)।

ম্যাচ জিতে উচ্ছ্বাস জেরেমি ফ্রিংপং ও প্যাট্রিক শিকের।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ডর্টমুন্ডকে হারাল লেভারকুসেন

ডর্টমুন্ড, ১১ জানুয়ারি : জার্মান বুন্দেশলিগায় পাঁচ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ৩-২ গোলে হারাল বেয়ার লেভারকুসেন। ম্যাচে পাঁচটির মধ্যে প্রথম কুড়ি মিনিটেই হয় চারটি গোল। প্রথমার্ধের শেষে লেভারকুসেনের পক্ষে স্কোরলাইন ছিল ৩-১। শেষদিকে ডর্টমুন্ড ব্যবধান কমিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ালেও পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

তারকা ফুটবলার ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজকে ছাড়াই শুক্রবার রাতে দল সাজান লেভারকুসেন কোচ জাভি অলন্সো। তবুও প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে তাঁর দল। ডর্টমুন্ডের অনভিজ্ঞ রক্ষণকে থিতু হওয়ার সুযোগটুকুও দেয়নি লেভারকুসেন। ২৫ সেকেন্ডে প্রথম গোলটি করেন নাথান টেলা। অষ্টম মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি প্যাট্রিক শিকের। ডর্টমুন্ড অবশ্য তাতে দমে যায়নি। পালটা আক্রমণ থেকে ১২ মিনিটে ব্যবধান কমান জেমি গিটেন্স। পক্ষান্তরে ১৯ মিনিটে আরও একটি গোল চাপিয়ে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল লেভারকুসেন।

দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খানিকটা গুটিয়েই রাখে অলন্সোর দল। ম্যাচের ৭৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আরও একটি গোল শোধ করে মরা ম্যাচে প্রাণ ফেরায় বরুসিয়া। লক্ষ্যভেদ সেরহোউ গুইরেসির। স্বাভাবিকভাবেই সমতা ফেরাতে শেষদিকে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। তবে লেভারকুসেন রক্ষণের সামনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ডর্টমুন্ড।

সান্ত্বনার জয় শ্রীলঙ্কার

অকল্যান্ড, ১১ জানুয়ারি : তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। শেষ ম্যাচে ১৪০ রানে কিউয়িদের হারিয়ে শ্রীলঙ্কা সান্ত্বনার জয় কুড়িয়ে নিল। টসে জিতে শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে ২৯০ রান করে। ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা ৪২ বলে করেন ৬৬ রান। এছাড়াও ভালো রান পেয়েছেন কুশল মেন্ডিস (৫৪), জানিথ লিয়ানাগে (৫৩) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৪৬)। ম্যাট হেনরি ৫৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে নিউজিল্যান্ড ২৯.৪ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন অসিথা ফার্নান্ডো, এসহান মালিঙ্গা ও মহেশ থিকশানা। ত্রয়ীর সাঁড়াশি আক্রমণের মাঝে মার্ক চ্যাপম্যান (৮১) লড়াই করতে পেরেছেন।

ছোটদের ডার্বিও মোহনবাগানের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। প্রথমার্ধের শেষে অবশ্য দেবাশিস বড়াইয়ের গোলে ইস্টবেঙ্গল ১-০ ফলে এগিয়ে ছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে রাজদীপ পাল জোড়া গোল করে মোহনবাগানকে জয় এনে দেন।

যুব লিগে জয় দুই প্রধানের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ লিগে জয় পেল কলকাতার দুই প্রধান। ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারাল বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল শেখর সর্দারের। পাশাপাশি জয়ন্ত পালের গোলে মোহনবাগান ১-০ ফলে হারিয়েছে অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে। তবে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

কোয়ার্টারে বারবিশা

বারবিশা, ১১ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ। শনিবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে কামাখ্যাগুড়ি ডিএমসিকে হারিয়েছে। প্রথমে কামাখ্যাগুড়ি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৪ রান করে। রাজুর অবদান ৩৫ রান। আমব্রুশ ১১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বারবিশা ১৭.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ সরকার ৬১ বলে ১১৮ রান করেন। সায়ন ৩৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। সোমবার সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে রামপুর একাদশ কোচবিহার এবং বীরপাড়া একাদশ দলগাঁও।

জিতল বার অ্যাসোসিয়েশন

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ আদালতের প্রীতি ক্রিকেটে বার অ্যাসোসিয়েশন ৪০ রানে বেঞ্চকে হারিয়েছে। শনিবার বিবেকানন্দ হাইস্কুলের মাঠে বার ১৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। ৭২ রান করেন সায়ন রক্ষিত। জবাবে বেঞ্চ ১৪ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। সৌরভ সাহা ৪৫ রান করেন। ৩ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা সায়ন।

ফাইনাল আজ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ দলীয় প্রতিযোগিতায় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে নামবে প্রেমেরডাঙ্গা জিপি একাদশ ও বড় শৌলমারি জিপি একাদশ।

জিতল নাককাটি

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : দিনহাটা ২ নম্বর চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৃতীয় বর্ষ টিচার্স কাপের এলিমেনেটর রাউন্ডে নাককাটি পুষণাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় ৪ রানে হারিয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর সার্কেলকে। পেটলা নবীবকস স্টেডিয়ামে নাককাটি প্রথমে ১৬৭ রান তোলে। জবাবে মাথাভাঙ্গা ১৬৩ রান করে।

মান্তর অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে মুছে গেল রাজনীতির ব্যবধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : বিজেপি-র বিধায়ক শংকর ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে মেয়র হয়েছেন গৌতম দেব, বামফ্রন্ট আমলে দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। একইমঞ্চে হাজির ছিলেন রঞ্জন সরকার, নান্টু পাল, কুন্তল গোস্বামীরাও। যাঁদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। শনিবার বিকেলে তাঁরা রাজনীতির ব্যবধান মুছে এক মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন শিলিগুড়ির প্রথম অর্জুন মান্ত ঘোষের অ্যাকাডেমি ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে।

ট্যালেন্ট হাবে প্র্যাকটিসের আবদার অঙ্কিতার

শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসের পুনরুত্থানের স্বার্থে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও তাঁরা জানিয়েছেন। গৌতমবাবু বলেছেন, 'এপ্রিল মাস থেকেই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস প্র্যাকটিস করা যাবে। এই স্টেডিয়াম টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনের জন্যই রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুশীলনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ার আশ্বাস পেয়ে ট্যালেন্ট স্কাউটের চিফ কোচ সুব্রত রায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে টেবিল টেনিসের স্বার্থে আরও বেশি এগিয়ে আসার আবেদন রেখেছেন।

যাতে সাড়া দিয়ে শংকরবাবুর মন্তব্য, 'আমি আগেও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছে শিলিগুড়িতে খেলো ইন্ডিয়ার সেন্টার দেওয়ার আবেদন রেখেছিলাম। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গেও কথা বলেছি।' সত্যিই খেলো ইন্ডিয়ার প্রকল্পে শিলিগুড়ি অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার জাতীয় র‍্যাংকিং থাকা খেলোয়াড়রা জোনাল ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার জন্য ভাতা পাবে। একইসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কোচের থেকে মাসে একবার অন্তত পরামর্শ নিতেও পারবে। শিলিগুড়ির বিধায়কের আরও আশা, পুল্লেলা গোপীচাঁদের হাত ধরে হায়দরাবাদ দেশের ব্যাডমিন্টনের কারখানা হয়ে উঠেছে। মান্তর ট্যালেন্ট স্কাউট হাবও একদিন শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসে সেই জায়গাটা নেবে।

ট্যালেন্ট স্কাউট হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে শংকর ঘোষ, রঞ্জন সরকার, অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব প্রমুখ।

মান্তকে অ্যাকাডেমি সাফল্যের জন্য অশোকবাবু আশীর্বাদ করা ছাড়াও বলেছেন, 'ওর পাশে আমি আগেও ছিলাম থাকব। ভবিষ্যতেও থাকব।'

অ্যাকাডেমি ঘুরে দেখে উচ্ছ্বসিত অলিম্পিয়ান ও মান্ত-সুব্রতর ছাত্রী অঙ্কিতা দাসও। বলেছেন, খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে ওঁরা। আমি এদিনই মান্তদি-সুব্রতদার কাছে আবদার রেখে এসেছি বাড়ি ফিরলে ওরা যেন এই অ্যাকাডেমিতে আমাকে অনুশীলনের সুযোগ দেয়। তামিলনাড়ু-নয়াদিল্লির অ্যাকাডেমির থেকে আমি পিছিয়ে রাখব না মান্তদি-সুব্রতদার উদ্যোগকে।

ওয়াইএমএ-তে সুব্রত-মান্তর কাছে অনুশীলন করা ৬০ জনকে নিয়ে এই অ্যাকাডেমি পথচলা শুরু করল। আপাতত আর ২০টি সিট ফাঁকা রাখা হয়েছে। মান্ত-সুব্রতর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা বিভিন্ন বয়সসীমার জাতীয় দলে খেলেছেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন অঙ্কিতা ছাড়াও অভীক দাস, রাজীব সরকার, আকাশ নাথ সংবর্ধিত হয়েছেন।

৪ উইকেট পার্থর

ম্যাচের সেরা পার্থ আর্য।

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার সংহতি ক্লাব ৯৮ রানে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে সংহতি ৩৯.৫ ওভারে ১৮২ রানে অল আউট হয়। স্বপ্নীল দেব ৭০ রান করেন। গৌরব বিশ্বাস ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জবাবে কল্যাণ ২৩.১ ওভারে ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। মানিক দাস ১৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা পার্থ আর্য ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

শিলিগুড়িতে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমান সাহা। শনিবার।

কোচবিহার দল রওনা

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের আন্তঃজেলা ক্রিকেটের জন্য কোচবিহার জেলা দল বীরভূম রওনা হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ঘোষিত দলে রয়েছে গোবিন্দ রায়, দীপ মিজার, রুদ্রদীপ মান্তা, ঋষি দেবনাথ, কুণাল সরকার, সায়ন সাহা, অংশুমান ঠাকুর, রাজ ছেচার, জাকির হোসেন শেখ, দিশান্ত মিজার, আদর্শ সরকার, প্লাবন পণ্ডিত, উদয়শংকর মণ্ডল, দীপ ডাকুয়া, সাগর কার্জি ও প্রশান্ত সরকার। কোচ কাম ম্যানেজার সুদীপ্ত রায়। সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিরুদ্ধে নামবে কোচবিহার।

মানিকের দাপট

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে শনিবার বালাকুঠি সৎসঙ্গ ক্লাব ৮৭ রানে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে প্রথমে বালাকুঠি ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মানিক দত্ত ৬৭ রান করেন। ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট দিবাকর বৈশিষ্ট। জবাবে বিবেকানন্দ ৩০.৪ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। পিন্টু রায় ৩১ রান করেন। মানিক ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অচেনা ফাঁকা গ্যালারির সামনে চেনা ডার্বি

-খবর উনিশের পাতায়

চ্যাম্পিয়ন ২০১৮ ব্যাচ

নিশিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১৮ ব্যাচ। ফাইনালে তারা ৪৬ রানে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০১৮ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৬৬ রান তোলে।

জবাবে ২০২২ ব্যাচ ৫ উইকেট হারিয়ে ১২০ রানে থেমে যায়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন ২০১৮ ব্যাচের শুভঙ্কর বর্মন।

ট্রফি নিয়ে নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের ২০১৮ ব্যাচ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ জিন্টু সোনা'র (Sohan Darjee) আজ নয় বছর পূর্ণ হল। খুশি আনন্দের এই দিনটি বারবার ফিরে আসুক - মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই। জিন্টুকে জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ। – বাবাম-মাম্মা, হুজুর মা-হুজুর বাবা, দাদান-দিম্মা এবং পরিবারবর্গ। পশ্চিম কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

উত্তরের খেলা

অনিকেতের ৪ উইকেট

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সেমিফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স একাদশ ক্লাব। শনিবার প্রথম কোয়ার্টারে ফাইনালে তারা ১৪৯ রানে হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে প্রথমে প্লেয়ার্স ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তোলে। কৌস্তভ ঘোষ ৭৩ রান করেন। রাম ছেত্রী ৩০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে হাসিমারা ১৬.২ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। পারভেজ আলম ১৪ রান করেন। অনিকেত সিং ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।